Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com
৯ম বর্ষ ৪র্থ-৫ম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬

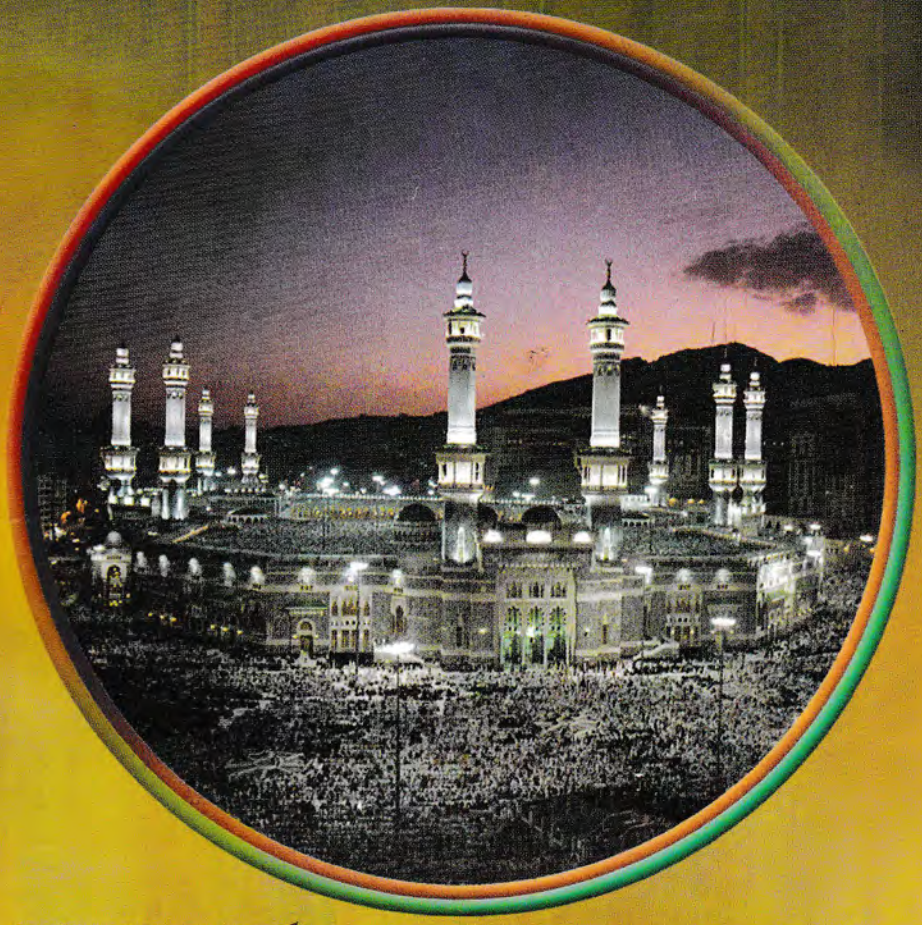

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون (الأنبياء ١٨)

'আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়। অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বল, তার জন্য তোমাদের দূর্ভোগ' (আম্বিয়া-১৮)।

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ	৪র্থ-৫ম সংখ্যা
মুহাররম	১৪২৭ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন	১৪১২ বাং
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবিরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

❁ কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স ❁

সার্বিক যোগাযোগঃ

❖ সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮ ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭৬-০৩৪৬২৫
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com
❖ কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
❖ কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
❖ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

ঃ হাদিয়াঃ ১৪ টাকা মাত্র ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✪ সম্পাদকীয় ০২
✪ দরসে কুরআনঃ
❒ আরবী ভাষায় কুরআন নাযিলঃ শিকড়ের সন্ধানে ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✪ প্রবন্ধঃ
❒ জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ *(২য় কিস্তি)* ০৯
-ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
❒ বন্ধুত্বের প্রকৃতি *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ১৪
-রফীক আহমাদ
❒ ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কতিপয় গুণাবলী ১৭
-আবু তাহের বিন আব্দুর রহমান
❒ আমীরের আনুগত্য ২০
-মুরাদ বিন আমজাদ
✪ অর্থনীতির পাতাঃ ২৩
❒ ইমাম ইবনে তায়মিয়াঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলামী অর্থনীতিবিদ
-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
✪ সাময়িক প্রসঙ্গঃ ২৫
❒ সরকার কি সত্যিই পথ হারাইয়াছে?
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
✪ নবীনদের পাতাঃ ২৮
❒ পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা মরণ
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩০
❒ সান ও তাবাকা
✪ ক্ষেত-খামারঃ ৩১
❒ গরু মোটাতাজাকরণ
✪ কবিতাঃ ৩৫
(১) আবর্জনা (২) অন্ধসময় স্রোত
(৩) ভোরের ছালাত (৪) এইতো মোদের পণ
✪ সোনামণিদের পাতাঃ ৩৪
✪ স্বদেশ-বিদেশ ৩৫
✪ মুসলিম জাহান ৪০
✪ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪১
✪ সংগঠন সংবাদ ৪২
✪ জনমত কলাম ৪৯
✪ প্রশ্নোত্তর ৫০

রোকা ও ট্রয়কা প্রতিনিধির বাংলাদেশ সফরঃ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী নির্বাচন এবং সাম্প্রতিক হট ইস্যু 'জঙ্গী তৎপরতা' পর্যবেক্ষণ, পরামর্শদান ও সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতা করার লক্ষ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা বি রোকা ২৬-২৮ জানুয়ারী এবং এর পূর্বে 'ট্রয়কা' প্রতিনিধি দল ২৩-২৫ জানুয়ারী বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। উল্লেখ্য, ট্রয়কা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৫টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রতিনিধি দল। ইইউ ট্রয়কা বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনকে গণতন্ত্রের জন্য মাইলস্টোন আখ্যায়িত করে সবার অংশগ্রহণ ভিত্তিক অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার, সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ট্রয়কা প্রধান নিকোলাস শার্ক বলেছেন, শাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি দুর্নীতি দূরীকরণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। তার মতে এদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তাদের গভীর উদ্বেগের উৎস। বিশেষ করে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এই নির্যাতন নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। শার্ক বলেন, ইইউ সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে চায়।

অপরদিকে ক্রিস্টিনা রোকাও প্রায় অভিন্ন ইস্যু নিয়েই বাংলাদেশ সফরে আসেন। তবে রোকার সফরটি বেশ আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে। বিক্ষোভ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তাকে তিনদিনের সংক্ষিপ্ত সফর শেষে বিদায় নিতে হয়েছে। যে কারণে তাকে বেশী প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়েছে তা হ'ল- তার সফরের মূল এজেন্ডা ছিল ঢাকায় মার্কিন অর্থায়নে এবং নিয়ন্ত্রণে সন্ত্রাস বিরোধী (এন্টি টেরোরিজম) ইউনিট গঠন। এ খাতে যুক্তরাষ্ট্র ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য দিবে বলেও জানা গেছে। তিনি প্রেসিডেন্ট বুশের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বরাবরে লিখিত একটি বিশেষ পত্রও নিয়ে আসেন। অবশ্য তার সফরের বিস্তারিত তথ্য সরকারীভাবে গণমাধ্যমকে জানানো হয়নি। তবে সফরের শেষ দিন প্রেস ব্রিফিংয়ে রোকা সাংবাদিকদের বলেন,'এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে 'জেএমবি'কে মোকাবিলা করা। এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের সমস্যা নয়, এটা আন্তর্জাতিক ইস্যু। আমরা এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে চাই'। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে 'এন্টি টেরোরিজম ব্যুরো' স্থাপন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রোকা বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র সন্ত্রাস প্রতিরোধে বাংলাদেশের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী'। জজ বুশের বিশেষ পত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এটা একটা প্রাইভেট চিঠি। তবে বন্ধুভাবাপন্ন খুবই সুন্দর চিঠি'।

ট্রয়কা প্রতিনিধি এবং ক্রিস্টিনা রোকার বিবৃতিতে প্রতিফলিত বক্তব্যের কিছু অংশ পরামর্শমূলক, কিছু অংশ আহ্বানসূচক এবং কিছু অংশ যে দাবী সম্বলিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও এদেশের সচেতন সমাজের পক্ষ থেকে বহু পূর্বেই এ বিষয়গুলো উত্থাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু কোন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভিন দেশের সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং অযাচিত চাপ প্রয়োগ কখনোই কাম্য নয়, কাম্য নয় সন্ত্রাস দমনের নামে কোন বিদেশী শক্তির সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী গঠন। যা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। এটি যে গণতন্ত্রেরও পরিপন্থী তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে সেটি যদি এমন কোন দেশের পক্ষ থেকে হয় যারা তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের নাম করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেরাই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। মুসলিম বিশ্বের প্রতি যাদের জিঘাংসামূলক আচরণ যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস। যারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সব সময় কোণঠাসা করে রাখতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে পদলেহী করে রাখতে আগ্রহী। যাদের শোষণ-নির্যাতনের ইতিহাসে দিগন্ত বিস্তৃত। সেক্ষেত্রে দেশবাসীর শঙ্কিত হওয়া খুবই যৌক্তিক।

মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতারণার ইতিহাস নতুন নয়। এরা অত্যন্ত ভদ্রবেশে প্রবেশ করে হিংস্রতার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এরা গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুদের মিথ্যা অভিযোগে ইরাকের মত স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম দেশকে বোমায় বোমায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। তথাকথিত আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে খোঁজার খোঁড়া অজুহাতে আফগানিস্তানের মত স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রকে বিধ্বংসী আক্রমণে তছনছ করেছে। অথচ রাশিয়ার বিরুদ্ধে এরাই তালেবানদের অস্ত্রহাতে মাঠে নামিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের উপর ছড়ি ঘুরানোর জন্য এরা ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদীদের জড়ো করে মুসলিম ভূ-খণ্ড ফিলিস্তীনে জোর করে বসতির সুযোগ করে দেয় এবং জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ করে যে, সাবেক ফিলিস্তীনের এক অংশে ইসরাঈল আরেক অংশে ফিলিস্তীন নামের দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু প্রস্তাব অনুযায়ী সে বছরই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে ইস্বরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'লেও প্রস্তাবের সাতান্ন বছর পর আজও স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উপরন্তু ইসরাঈলের সৈন্যবাহিনী যখন তখন ফিলিস্তীনী অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে বোমা বর্ষণ করে অসহায় নর-নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করছে এবং ট্যাংক ও বুলডোজার দিয়ে ফিলিস্তীনী মুসলমানদের ঘরবাড়ী ও দোকানপাট গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী কর্তৃক দখলীকৃত দক্ষিণ ফিলিপাইনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা এক শতাব্দীকাল ব্যাপী স্বাধীনতার জন্য লড়াই করলেও গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের উক্ত ধ্বজাধারীরা সে মুক্তি সংগ্রামকে পশুশক্তি বলে আখ্যায়িত করে। সেঁ দেশের অধিবাসীরা জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় গণভোটের দাবী করলেও তা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। অপরদিকে খৃষ্টান অধ্যুষিত হওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার পূর্বতিমুর এদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে অত্যল্প সময়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের অধিবাসীদের ভাগ্য নির্ধারণের কথা থাকলেও অদৃশ্য ইশারায় অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। এদিকে দক্ষিণ সূদানের খৃষ্টান অধ্যুষিত 'দারফুর' এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ঐ সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি সেখানে বিপুলভাবে সৈন্য সমাবেশ করেছে। এরা ইরানের পারমানবিক বোমা তৈরীর বিরুদ্ধে সরব কিন্তু ইসরাঈলের ব্যাপারে নীরব। ফিলিস্তীন, কাশ্মীর ও ফিলিপাইনের স্বাধীনতার ব্যাপারে নিশ্চুপ, কিন্তু দারফুর-এর স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার। এরা গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের টোপ দিয়ে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে অস্থিতিশীলতা-অনৈক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদেরকে অধীনস্ত করে রেখেছে। মোটকথা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এদের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস অনেক প্রলম্বিত। এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল মাত্র।

এছাড়া সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলমানদের দ্বারাই মুলসমানদের ধ্বংস করতে চায়। আর কোন জাতিকে ধ্বংস করার জন্য সে জাতির মধ্য থেকেই যে কাউকে বেছে নেওয়া হয়, তা ইতিহাসেরই নির্মম বাস্তবতা। অতএব ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে, হক্বপন্থী ওলামায়ে কেরামের কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্যই এদেশে তথাকথিত জেএমবির আবির্ভাব ঘটানো হয়নি একথা জোর দিয়ে বলার কোন অবকাশ নেই। অল্পদিনেই এদের বিশাল নেটওয়ার্ক ও আর্থিক যোগানই একথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্ত্রাস দমন ইউনিট গঠনের নামে অতিশয় তোড়জোড় হ'লেও কোটি টাকা ঘোষিত মোষ্ট ওয়ান্টেড শায়খদের (?) গ্রেফতারে রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তা এ আশংকাকে আরো জোরদার করে।

পরিশেষে বলব, কতিপয় বিপথগামী তরুণকে দমানোর জন্য 'এন্টি টেরোরিজম ব্যুরো' অথবা 'কাউন্টার টেরোরিজম আউটফিট' যে নামেই হোক কোন বিদেশী বাহিনীর অনুপ্রবেশ অবশ্যই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের উপর চরম হুমকিস্বরূপ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সততা, দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে পদক্ষেপ নিলে আমাদের দেশীয় বাহিনীই শতভাগ যথেষ্ট। অন্যথা শাসকগোষ্ঠীর কোন ভুল পদক্ষেপের কারণে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হ'লে ইরাক, আফগানিস্তানের ভাগ্য বরণ করতে সময় লাগবে না। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম বিদ্বেষী সকল অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করুন-আমীন!

ঃ দরসে কুরআন ঃ

আরবী ভাষায় কুরআন নাযিলঃ শিকড়ের সন্ধানে

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

অনুবাদঃ 'আমরা একে আরবী ভাষায় কুরআন হিসাবে নাযিল করেছি। যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসুফ ২)*।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতে 'আমি নাযিল করেছি' না বলে 'আমরা নাযিল করেছি' বলার মাধ্যমে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বুঝানো হয়েছে। কুরআনের বহু স্থানে এমন বহুবচন পদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 'আমরা আপনাকে 'কাওছার' (জান্নাতের হাউযে কাওছার) দান করেছি' *(কাওছার ১)*। মূলতঃ এ সকল স্থানে বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহ তুলে ধরা হয়। কিন্তু যেসকল স্থানে নিরেট তাওহীদের বর্ণনা পেশ করা হয়, সেসকল স্থানে একবচন উত্তম পুরুষ পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন- মূসা (আঃ)-কে নবুঅত প্রদানের সময় নিজের পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ- 'নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার দাসত্ব কর এবং আমার স্মরণার্থে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোয়া-হা ১৪)*। তাছাড়া একবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম আলংকারিক বৈশিষ্ট্যও বটে। এর দ্বারা অনেক সময় বিনয় প্রকাশ করা বুঝানো হয়ে থাকে। যাতে কারু মধ্যে অহংকার ও আমিত্ববোধ জেগে না ওঠে। কেননা মানুষের যাবতীয় গুণ, ক্ষমতা এবং বড়ত্ব ও মহত্ত্বের মূল দাতা হ'লেন আল্লাহ। অতএব যাবতীয় অহংকার কেবল তাঁরই প্রাপ্য। মানুষের কোন অহংকার নেই।

এক্ষণে পবিত্র কুরআন ফিলিস্তীনসহ শাম বা অন্যান্য এলাকার প্রচলিত ভাষা এবং বিগত এলাহী গ্রন্থ তাওরাত ও ইনজীলের ন্যায় হিব্রু বা সুরিয়ানী ভাষায় নাযিল না হয়ে আরবী ভাষায় কেন নাযিল হ'ল এর জবাব সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) আল্লাহ এর জবাব দিয়েছেন- 'যাতে তোমরা বুঝতে পার'। ঘটনা এই যে, ইহুদীরা তাদের বিকৃত তাওরাতে ইউসুফ (আঃ)-এর চরিত্রে কালিমা লেপন করে অশ্লীল কথা রচনা করেছিল। এমনকি দাউদ, সুলায়মান ও অন্যান্য নবী সম্পর্কেও বাজে কথা লিখেছিল এবং সেগুলোকে আল্লাহ্র কালাম বলে তারা রটনা করছিল। আর আরবের ইহুদীরাও আরবী ভাষায় কথা বলত। সেকারণ তাদের বোধগম্য ভাষা আরবীতে কুরআন নাযিল করা হয় এবং ইউসুফ (আঃ)-এর সঠিক কাহিনী পেশ করা হয়।

(২) যেহেতু আরবী হ'ল আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার ভাষা, সকল ভাষাগোষ্ঠীর মা এবং অন্যান্য সকল এলাহী গ্রন্থ যেহেতু স্ব স্ব গোত্রীয় ভাষায় গোত্রীয় নবীদের মাধ্যমে নাযিল হয়েছিল, সেহেতু বিশ্ব ভাষাগোষ্ঠীর মূল আরবী ভাষাতেই বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্বধর্ম ইসলামের মহাপবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। যেন পৃথিবীর সকল ভাষা ও অঞ্চলের মানুষ অল্পায়াসে বুঝতে সক্ষম হয়।

মূলতঃ এখানেই রয়েছে শিকড়ের সন্ধান। জান্নাতের ভাষা আরবী। আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার ভাষা ছিল আরবী। প্রথম নবীর ভাষা যেমন ছিল আরবী, শেষ নবীর ভাষাও ছিল তেমনি আরবী। আরবী সকল ভাষাগোষ্ঠীর উৎসমূল। কালক্রমে মানব বংশের বিস্তৃতির সাথে সাথে আল্লাহ্র হুকুমে বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। ভাষার এই বিভিন্নতা আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন। তিনি বলেন, 'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রংয়ের পার্থক্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ লুকিয়ে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য' *(রূম ২২)*। মক্কার আদি বাসস্থান থেকে আদি পিতা আদমের সন্তানেরা ক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র হুকুমেই তাদের ভাষায় বৈচিত্র্য দেখা দেয়। যা পরে পৃথক পৃথক ভাষায় রূপ লাভ করে। দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে যেমন মস্তিষ্কের সংযোগ থাকে, তেমনি পৃথিবীর সকল ভাষার সাথে আরবীর মুখ্য-গৌণ সংযোগ রয়েছে। আদি পিতা-মাতার ভাষা আরবী হওয়ায় তাদের সন্তানেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করলেও এবং তাদের ভাষার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হ'লেও সকল ভাষার মধ্যেই আরবীর অস্তিত্ব রয়েছে, রয়েছে আরবীর প্রতি অপ্রতিরোধ্য ঝোঁক প্রবণতা। তাই আরবী ভাষা মানুষের অস্তিত্বের সাথে মিশে রয়েছে। যেমন সকল ভাষা ও অঞ্চলের শিশু কান্নার সময় 'আব-আম' বলে, যা আরবী শব্দ। কিন্তু বড় হয়ে তারা আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ সেকারণেই আরবী কুরআন, আরবী আযান, আরবী দো'আ-দরূদ ও সালাম মানুষের মনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। তাই দেখা যায়, আরবী কুরআন যত সহজে মুখস্থ হয়, অনূদিত কুরআন তত সহজে মুখস্থ হয় না। বলা চলে আরবীর প্রতি এটি মানব মনের অবচেতন-আকর্ষণ, যা অচ্ছেদ্য ও অনির্বচনীয়।

উল্লেখ্য, আধুনিক তুরস্কে কামাল পাশা অতি আধুনিক হ'তে গিয়ে তুর্কী ভাষায় অনূদিত আযানের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা পরিবর্তনে বাধ্য হন। কেননা আরবী আযানে যে আবেদন রয়েছে, তা অন্য ভাষাতে

নেই। অনুরূপ আরবী কুরআন পাঠে প্রতি হরফে দশটি নেকী রয়েছে। কিন্তু অনুবাদ পাঠে নেই।

পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু ভাষা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিলুপ্তও হয়েছে। ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু। বায়রণ-সেক্সপীয়রের ইংরেজী এ যুগে অচল। আলাওল-কালিদাসের বাংলাও এ যুগে আদরণীয় নয়। কিন্তু আরবী ভাষা কালের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়নি। দেড় হাযার বছর পূর্বে আরবী যে শব্দের যে অর্থ ছিল, আজও সেই শব্দ সেই অর্থ প্রকাশ করে। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত এর কোন পরিবর্তন হবে না। কেননা এ ভাষার বুকেই রয়েছে বিশ্বমানবতার চিরন্তন কল্যাণ নির্দেশিকা পবিত্র কুরআন ও হাদীছ। মানবজাতি চিরকাল এখান থেকে জ্ঞান আহরণ করবে। অন্ধকার চলার পথে আলোর সন্ধান নিবে। অহীর বিধান অনুসরণে ধন্য হবে। বিগত উম্মতের নিকটে নাযিলকৃত তওরাত-ইনজীল সহ সকল কিতাব বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন মজীদ রয়েছে অবিকৃত অবিলুপ্ত। কেননা কুরআন হ'ল বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য শেষনবীর উপরে নাযিলকৃত আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় মু'জিযা। তাই এর কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন কেবল উপদেশগ্রন্থ নয়, বরং এতে রয়েছে বিগত যুগের বহু অজানা ইতিহাস, অশ্রুত কাহিনী, বিজ্ঞানের উৎস সমূহ, মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের চিরন্তন কল্যাণ বিধান সমূহ, রয়েছে মানুষের জ্ঞান সীমার বাইরে আখেরাতের ও অদৃশ্য জগতের বর্ণনা সমূহ।

আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে স্ব স্ব এলাকার লোকদের মাতৃভাষায় কুরআন ব্যাখ্যা করার প্রতি। কেননা মানুষকে বুঝিয়ে দ্বীনের পথে নিয়ে আসাই হ'ল কুরআন নাযিলের মৌলিক উদ্দেশ্য। যেমন- অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ 'আমরা আপনার নিকটে যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদেরকে ঐসব বিষয় বুঝিয়ে বলেন, যা আমি তাদের প্রতি নাযিল করেছি এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করতে পারে' *(নাহল ৪৪)*। আর এই 'বুঝিয়ে বলা' ও 'তাদের চিন্তা-গবেষণা করা' তখনই সম্ভব হয়, যখন স্ব স্ব বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ)-কে 'হিব্রু' ভাষা শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তা শিখেছিলেন এবং বিভিন্ন সম্রাট ও গোত্রপতিদের নিকট থেকে আগত হিব্রু ভাষার চিঠিপত্র তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতেন। অনুরূপভাবে কোন হিব্রু ভাষার প্রতিনিধি এলে তিনি রাসূলের দরবারে দোভাষীর ভূমিকা পালন করতেন।

দুর্ভাগ্য, আজ চৌদ্দশ' বৎসর অতিক্রম করলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদে জুম'আর খুৎবায় দাঁড়িয়ে আরবী ব্যতীত বাংলা বলাকে দোষনীয় মনে করা হয় এবং রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ বলে ধারণা করা হয়। অথচ এটা যে কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট বরখেলাফ এবং বিশ্বনবীর আগমনের মূল উদ্দেশ্য বিনষ্টকারী, সে বিষয়টি আমাদের দেশের সম্মানিত আলেম সমাজ ও খত্বীবগণ যত দ্রুত বুঝবেন, ততই মঙ্গল।

অতঃপর দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এক- সম্প্রতি 'মডার্ণ এরাবিক' বা আধুনিক আরবী বলে একটি কথার খুবই প্রচলন হয়েছে। এটা কেবল আরবীতে নয়, সকল ভাষাতেই চালু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট' বলে একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর দ্বারা যেন কেউ এমন ধোঁকায় না পড়েন যে, কুরআন-হাদীছের ভাষা এখন প্রাচীন ও ক্রমেই অচল হয়ে পড়ছে, আর আধুনিক আরবী তার স্থান দখল করছে। ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। আসল ঘটনা এই যে, ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিসর জয় করার পর তাঁর স্বদেশ ফ্রান্স থেকে নাটক-নভেল-রম্য রচনা ইত্যাদি এনে আরবী সাহিত্যে চালু করেন। ফলে তখন থেকে নতুন ভাবধারার আরবী 'আধুনিক আরবী সাহিত্য' বলা হয়। মূল আরবীর শব্দার্থ, বৈশিষ্ট্য, ব্যাকরণ ও অলংকার সবকিছুই পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ন রয়েছে।

দুই- অনেকের ধারণা যেহেতু এটা আরবী কুরআন, সেহেতু এতে অনারব কোন শব্দ থাকতেই পারে না। এটা ভুল ধারণা। বরং কুরআন নাযিলের সময় যেসব অনারব শব্দ আরবদের মধ্যে চালু ছিল, সেগুলো সঙ্গত কারণেই পবিত্র কুরআনে স্থান পেয়েছে। যেমন মূসা, ঈসা, ফেরাঊন ইত্যাদি। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।

পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত অনারব শব্দাবলীঃ

কুরআন কুরাইশদের ভাষায় যখন আরবে নাযিল হ'তে থাকে, তখন তাদের ভাষার মধ্যে অনেক অনারব শব্দ স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু সেগুলোকে ভাষাবিদগণ চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যেন মানুষ বিভ্রান্তিতে না পড়ে। খ্যাতনামা বিদ্বান আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হিঃ) তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন'-এর মধ্যে এধরনের ১২০টি অনারব শব্দ চিহ্নিত করেছেন, যেগুলোকে আরবী বর্ণমালা অনুযায়ী সাজিয়ে তার অর্থ ও অন্যান্য তথ্যাবলী সহ বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। উল্লেখ্য যে, সর্ববাদী সম্মত মতে পবিত্র কুরআনে ৭৭৪৩৯-এর কিছু বেশী শব্দ রয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	শব্দ	ভাষা	আয়াত	সূরার নাম ও ক্রমিক নং	পারা সংখ্যা	আয়াত নম্বর	অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
১	أَبَارِيْقُ (বদনা) একবচনে إِبْرِيْقٌ	ফারসী	بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ	ওয়াক্বি'আহ (৫৬)	২৭	১৮	লোটা বা বদনা।
২	أَبٌّ (ঘাস)	মরক্কো	وَفَاكِهَةً وَّأَبًّا	'আবাসা (৮০)	৩০	৩১	'ফল-ফলাদি এবং ঘাস বা তৃণাদি'।
৩	ابْلَعِيْ (গ্রাস করে নাও)	হাবশী	يَا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ	হূদ (১১)	১২	৪৪	'হে যমীন! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও'! নূহ (আঃ)-এর তূফানের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত।
৪	أَخْلَدَ (চিরস্থায়ী করা)	ইবরানী (হিব্রু)	يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ	হুমাযাহ (১০৪)	৩০	৩	'সে ধারণা করে যে, তার অর্থ-সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করবে'।
৫	اَلْأَرَائِكُ (আসন সমূহ) একবচনে أَرِيْكَةٌ	হাবশী	عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ	মুত্বাফ্ফেফীন (৮৩)	৩০	২৫	(তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত) 'সুসজ্জিত আসন সমূহের দিকে তারা দেখতে থাকবে'। আখেরাতে নেক্কার বান্দাদের পুরস্কারের বর্ণনা প্রসঙ্গে।
৬	آزَرُ (আযর)	কালদীয়	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ	আন'আম (৬)	৭	৭৪	'যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা আযরকে বললেন' পিতা কর্তৃক মূর্তিপূজা প্রসঙ্গে।
৭	أَسْبَاطُ (গোত্র সমূহ) একবচনে سِبْطٌ	ইবরানী (হিব্রু)	وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا	আ'রাফ (৭)	৯	১৬০	'আমরা তাদেরকে (মূসার কওমকে) ১২টি গোত্রে বিভক্ত করলাম'।
৮	إِسْتَبْرَقُ (মোটা রেশমী কাপড়)	ফারসী	خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ	দাহ্র (৭৬)	২৯	২১	(জান্নাতবাসীগণ) 'পরিধান করে থাকবে সবুজ পাতলা রেশমের কাপড় ও মোটা রেশমের কাপড় সমূহ'।
৯	أَسْفَارٌ (কিতাব সমূহ) একবচনে سِفْرٌ	সুরিয়ানী	يَحْمِلُ أَسْفَارًا	জুম'আ (৬২)	২৮	৫	'ইহুদীদের দৃষ্টান্ত গাধার ন্যায়, যে কিতাব সমূহ বহন করে (কিন্তু তার উপরে আমল করে না)'।
১০	إِصْرٌ (প্রতিজ্ঞা, ভারি বোঝা)	নাবাত্বী	عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِيْ	আলে ইমরান (৩)	৩	৮১	(রূহানী জগতে নবীদের আনুগত্য সম্পর্কে মানবজাতির নিকট থেকে গৃহীত প্রতিজ্ঞা বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়ে

							আল্লাহ বলেন,) 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার নিকটে কঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলে? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা অঙ্গীকার করলাম'।
১১	أَكْوَابٌ (পানপাত্র সমূহ) একবচনে كُوْبٌ	নাবাত্বী	بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ	ওয়াক্বি'আহ (৫৬)	২৭	১৮	'জান্নাতীদের সেবায় রত খাদেম বালকেরা সর্বদা পানপাত্র, লোটা এবং পরিচ্ছন্ন পানির পেয়ালা সমূহ নিয়ে ঘুরতে থাকবে'।
১২	إِلٌّ (পড়শি, আত্মীয়)	নাবাত্বী	إِلاًّ وَّ لاَذِمَّةً	তাওবাহ (৯)	১০	১০	(ফাসিক্বদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,) 'তারা কোন মুমিনের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। তারাই হ'ল সীমালংঘনকারী'।
১৩	أَلِيْمٌ (মর্মান্তিক)	যানজী	عَذَابٌ أَلِيْمٌ	আলে ইমরান (৩)	৪	১৮৮	সম্পদশালী ও প্রশংসা লাভেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য পরিণামে রয়েছে 'মর্মান্তিক আযাব'।
১৪	إِنًى (খানা পাকানো)	মরক্কো	غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنٰهُ	আহযাব (৩৩)	২২	৫৩	'হে বিশ্বাসীগণ, খাদ্য পাকানোর অপেক্ষা ছাড়াই অনুমতি ব্যতীত তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না'।
১৫	أَوَّاهٌ (অধিক নম্র হৃদয়)	হাবশী	لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ	তওবাহ (৯)	১১	১১৪	'নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন অধিক নম্র হৃদয় ও ধৈর্যমণ্ডিত'।
১৬	أَوَّابٌ (অধিক তওবাকারী)	হাবশী	لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ	ক্বাফ (৫০)	২৬	৩২	'এই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক অধিক তওবাকারী ও অধিক সংযত বান্দাদের জন্য'।
১৭	الأُوْلٰى (প্রথমে)	নাবাত্বী	نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلٰى	নাযে'আত (৭৯)	৩০	২৫	'আল্লাহ তাকে (ফেরাঊন) পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন'।
১৮	بَطَائِنُهَا (আস্তরণ সমূহ) একবচনে بِطَانَةٌ	নাবাত্বী	بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ	আর-রহমান (৫৫)	২৭	৫৪	'জান্নাতবাসীগণ এমন বিছানাসমূহে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, যা পুরু রেশমের আস্তরণ দ্বারা প্রস্তুতকৃত'।
১৯	بَعِيْرٌ (উট) শব্দটি একবচন, বহুবচন,	ইবরানী (হিব্রু)	نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ	ইউসুফ (১২)	১৩	৬৫	ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ফিরে গিয়ে পিতা ইয়াকূব (আঃ)-কে বলল, যদি আপনি আমাদের সাথে ছোট ভাই বেনিয়ামীন (ইউসুফের সহোদর একমাত্র ভাই)-কে রাজধানীতে পাঠান, 'তাহ'লে আমরা এক এক উটের

	পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।						বহনক্ষম অধিক খাদ্য শস্য লাভে সক্ষম হব'।
২০	بِيَعٌ (খ্রীষ্টানদের সাধারণ উপাসনালয় সমূহ) একবচন بِيْعَةٌ	ফারসী	صَوَامِعُ وَبِيَعٌ	হজ্জ (২২)	১৭	৪০	'যদি আল্লাহ মানুষকে একে অপরের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন, তাহ'লে ধ্বংস হয়ে যেত পাদ্রীদের বিশেষ গীর্জা সমূহ, খ্রীষ্টানদের সাধারণ উপাসনালয় সমূহ, ইহুদীদের উপাসনালয় সমূহ এবং মুসলমানদের মসজিদ সমূহ যেখানে আল্লাহ্র নাম অধিক অধিক উচ্চারিত হয়'।
২১	تَنُّوْرُ (রুটি তৈরীর সাধারণ চুলা)	ফারসী	وَفَارَ التَّنُّوْرُ	হূদ (১১)	১১-১২	৪০	'অবশেষে যখন আমাদের নির্দেশ এসে গেল এবং চুলা ছাপিয়ে ভীষণ বেগে পানি নির্গত হ'তে শুরু করল...'। নূহ (আঃ)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের গযব সম্পর্কে।
২২	تَتْبِيْرًا (ধ্বংসকরণ)	নাবাত্বী	وَلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا	বনূ ইসরাঈল (১৭)	১৫	৭	(বায়তুল মুক্বাদ্দাস) 'তারা আয়ত্ত করেছিল যেন তা চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করতে পারে'। অত্র আয়াতে বখত নছর কর্তৃক বনূ ইসরাঈলদের দ্বিতীয় বারের ধ্বংস ও উৎখাত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।
২৩	تَحْتَ (নীচু স্থান)	নাবাত্বী	تَحْتَكِ سَرِيًّا	মারয়াম (১৯)	১৬	২৪	'অতঃপর মারয়ামকে নীচু স্থান থেকে আহ্বান করে (জিবরীল) বলল, তুমি চিন্তিত হয়ো না, তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য নীচে একটি পানির নালা তৈরী করে রেখেছেন'। ঈসা (আঃ)-এর প্রসবকালের ঘটনা প্রসঙ্গে।
২৪.	الْجِبْتُ (প্রতিমা, জাদু বা ঐসব বস্তু, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার পূজা করা হয়)	হাবশী	يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ	নিসা (৪)	৫	৫১	'তুমি কি দেখেছ ঐসব লোকদেরকে (ইহুদী-নাছারা, পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের), যারা কিতাবের (তওরাতের) কিছু অংশ পেয়েছে, তারা ঈমান এনেছে জিবত (প্রতিমা) ও ত্বাগূতের (আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বূদ-এর) উপরে...'?
২৫.	جَهَنَّمُ (জাহান্নাম)	আজমী	ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ	বনূ ইস্রাঈল (১৭)	১৫	১৮	'যারা দুনিয়া কামনা করে, তাদেরকে আমি দুনিয়াতেই যা ইচ্ছা দ্রুত দিয়ে দিই। অতঃপর আমরা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। সেখানে সে প্রবেশ করবে তিরস্কৃত অবস্থায় এবং আল্লাহ্র রহমত হ'তে বিতাড়িত অবস্থায়'।
২৬.	حَرَمٌ (পবিত্র আশ্রয় স্থল, মক্কার ঐসব এলাকা, যাকে	হাবশী	أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا	ক্বাছাছ (২৮)	২০	৫৭	'আমরা কি তাদের জন্য (মক্কাকে) নিরাপদ 'হরম'. হিসাবে স্থিরীকৃত করিনি'? কাফেররা বলেছিল, যদি আমরা ঈমান আনি, তাহ'লে আমরা আমাদের

	আল্লাহ পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং কিছু কিছু কাজ সেখানে নিষিদ্ধ করেছেন)		اٰمِنًا				মাটি হ'তে উৎখাত হয়ে যাব। এ কথার জবাবে আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।
২৭	حَصَبُ (ইন্ধন)	যান্জী	حَصَبُ جَهَنَّمَ	আম্বিয়া (২১)	১৭	৯৮	'নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর, সবই জাহান্নামের ইন্ধন মাত্র, যেখানে তোমরা প্রবেশ করবে'।
২৮	حِطَّةٌ (দূরীভূত করা)	ইবরানী	وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ	বাক্বারাহ (২)	১	৫৮	'যখন আমরা বললাম যে তোমরা (বনু ইসরাঈলগণ) এই জনপদে প্রবেশ কর, অতঃপর সেখান থেকে খুশীমত খাও এবং আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং বলঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের থেকে গোনাহ সমূহ দূরীভূত কর, তাহ'লে আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব এবং সৎকর্মশীলদের আরও বেশী করে দিব'। কিন্তু হঠকারী ইহুদীরা ঐ সময় 'হিত্ত্বাতুন'-এর বদলে 'হিনত্বাতুন' (গম) বলেছিল। যার দ্বারা তারা সর্বাগ্রে পেটের দাবী পেশ করেছিল। দুনিয়া পূজারীরা এভাবেই চিরকাল ধ্বংস হয়েছে।
২৯	حَوَارِيُّوْنَ (অকৃত্রিম সাথীগণ) একবচনে حَوَارِيٌّ	নাবাত্বী	قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ	ছফ (৬১)	২৮	১৪	'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন ঈসা ইবনু মারয়াম স্বীয় হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, কে আছ আমাকে আল্লাহ্র প্রতি সাহায্যকারী'? এখানে ঈসা (আঃ)-এর অকৃত্রিম অনুসারীদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হয়েছে। বরং বলা চলে যে, এ নামটি কেবল ঈসা (আঃ)-এর সাথীদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। যেমন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথীদের জন্য 'ছাহাবী' নামটি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।
৩০	حُوْبٌ (গোনাহ, পরিণতি)	হাবশী	إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا	নিসা (৪)	৪	২	'তোমরা তোমাদের মালের সাথে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করো না। নিশ্চয়ই এটি ভয়ংকর পাপ'।
৩১	دَرَسْتَ (তুমি পাঠ করেছ)	ইবরানী	وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ	আন'আম (৬)	৭	১০৫	'আমি নির্দেশনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি। ফলে তারা (অবিশ্বাসীরা) বলে, তুমি পড়ে নিয়েছ...'।
৩২	دُرِّيٌّ (মুক্তালোকিত, উজ্জ্বল)	হাবশী	كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ	নূর (২৪)	১৮	৩৫	'পরিচ্ছন্ন দীপশিখাটি যেন মুক্তালোকিত তারকা'। আল্লাহ্র জ্যোতি বর্ণনায় তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে।

[চলবে]

প্রবন্ধ

জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(২য় কিস্তি)

ডঃ আহমাদ আমীনের অভিমত ও তার জবাবঃ

মিসরীয় পণ্ডিত অধ্যাপক আহমাদ আমীন তাঁর 'ফাজরুল ইসলাম'।[২৩] গ্রন্থের 'আল-হাদীছ' অধ্যায়ে জাল হাদীছ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, জাল হাদীছের সূত্রপাত নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগেই হয়েছিল। এই জোর সন্দেহের কারণ হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান নির্ধারণ করে নেয়'। তার মতে এমন এক পরিস্থিতিতে এ হাদীছটি বলা হয়, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যাচার হয়েছিল।[২৪] 'আল-হাদীছ ওয়াল মহাদ্দিছূন' গ্রন্থ প্রণেতা মুহাম্মাদ আবূ যাহূ থেকেও অনুরূপ একটি অভিমত পাওয়া যায়।[২৫]

তাঁদের মতের স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলীলঃ

(১) ইমাম ত্বাহাভী (রঃ) (২৩৯-৩২১ হি) তাঁর 'মুশকিলুল আছার' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) হ'তে, তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী একটি গোত্রের নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে তোমাদের মধ্যে অমুক বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত রায় দ্বারা ফায়ছালা করতে বলেছেন। (প্রকৃতপক্ষে) লোকটি জাহেলী যুগে ঐ গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারপর লোকটি (উক্ত মিথ্যা কথা বলে) সেই মহিলার নিকটে গেল। এদিকে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ঐ গোত্রের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে দূত প্রেরণ করা হ'ল। ঘটনা বর্ণনা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্র দুশমন সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই নির্দেশ দিয়ে সেখানে একজন লোক পাঠালেন যে, যদি তাকে জীবিত পাও তবে হত্যা করবে। আমার ধারণা তাকে জীবিত পাবে না। আর যদি মৃত পাও তবে তার লাশ আগুনে পুড়িয়ে দিবে। ঐ ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় পেলেন। সাপে দংশনের ফলে সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তিনি তার লাশ আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। আর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, من كذب على متعمدا ... الخ 'যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[২৬] মুহাম্মাদ আবূ যাহূ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তাঁর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনার বিষয়টি স্বীকার করে ইবনু 'আদী (রহঃ)-এর 'আল-কামিল' গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।[২৭]

(২) তাবারানী (র) তাঁর 'আল-আওসাত্ব' গ্রন্থে 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আছ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পোষাকের ন্যায়

---

২৩. *এই মিসরীয় পণ্ডিত ডঃ আহমাদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪ খৃঃ) 'ফাজরুল ইসলাম' 'যুহাল ইসলাম' ও 'যুহরুল ইসলাম' নামে সাড়া জাগানো তিনটি গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক। এই গ্রন্থ সমূহে তিনি ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদগণের পদাংক অনুসরণ করেন এবং হাদীছ শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারে সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টি করেন। এভাবে তিনি জমহূর মুসলিম বিদ্বানগণের গৃহীত তরীকার বাইরে চলে যান। 'ফাজরুল ইসলাম' গ্রন্থের 'আল-হাদীছ' অধ্যায়ে তিনি চর্বির মধ্যে বিষ মিশিয়েছেন ও হকের সাথে বাতিল মিশ্রিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,* وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها ولكنهم والحق يقال عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن.. حتى نرى البخارى نفسه على جليل قدره ورقيق بحثه يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال. *'বিদ্বানগণ হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীদের সমালোচনায় বহু নিয়ম-বিধান প্রণয়ন করেছেন। যার সবকিছু এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, তাঁরা হাদীছের মতনের (Text) চাইতে সনদের (Narrator) সমালোচনাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।.. এমনকি যদি আমরা খোদ বুখারীকে দেখি, তবে দেখব যে, সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সত্ত্বেও সমকালীন ঘটনাবলী ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সমূহ প্রমাণ করে যে, তাঁর গৃহীত হাদীছ সমূহ ছহীহ নয় কেবল রাবীদের সমালোচনায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার কারণে' (ফাজরুল ইসলাম, পৃঃ ২১৭-২১৮)। আহমাদ আমীনের এই মন্তব্য যে নির্জলা মিথ্যা বরং মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের বিরুদ্ধে নিছক অপবাদ, এ কথা উছূলে হাদীছের সাধারণ ছাত্রও খবর রাখেন। বরং বলা চলে যে, উক্ত মন্তব্য তাঁর নিজস্ব গবেষণাপ্রসূত নয়; বরং তাঁর অনুসরণীয় খৃষ্টান পণ্ডিতগণের মন্তব্যের অনুকরণ মাত্র। যেমন প্রাচ্যবিদ গ্যাষ্টন ওয়াট বলেন, 'হাদীছশাস্ত্রবিদগণ হাদীছ সম্পর্কে গভীর গবেষণা করেছেন। কিন্তু সেগুলি ছিল সব রাবী ও তাদের সমালোচনামুখী। তাঁরা 'মতনে'র সমালোচনা করেননি'। উক্ত প্রাচ্যবিদ খৃষ্টান পণ্ডিতের বক্তব্য আর মুসলিম পণ্ডিত ডঃ আহমাদ আমীনের বক্তব্যে ও মন্তব্যে কোন পার্থক্য নেই। দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'হাদীছের প্রামাণিকতা' (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ মার্চ ২০০৪), পৃঃ ১৯-২০।*

২৪. মূল 'আরবীঃ قال: ويظهر ان هذا الوضع حدث فى عهد الرسول، فحديث: من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يغلب على الظن انه اغاقيل لحادثه زورفيها على الرسول. দ্রঃ অধ্যাপক আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিছরিইয়াহ ১৯৭৫ খৃ), পৃঃ ২১১।

২৫. মুহাম্মাদ আবূ যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী ১৪০৪হি/১৯৮৪ খৃ), পৃঃ ৪৮০।

২৬. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ২৪০; ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ'আত, তাহক্বীক্বঃ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ 'ওছমান, ১ম খণ্ড (দামেষ্কঃ দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৪০৩ হি/১৯৮৩ খৃ), পৃঃ ৫৫।

২৭. আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪৮০।

পোষাক পরিধান করে মদীনার কোন এক গোত্রের নিকটে গিয়ে বলল, আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। তখন লোকেরা তার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিল এবং ঘটনাটি অবহিত করানোর জন্য একজনকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে প্রেরণ করল। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে এই নির্দেশ দিয়ে সেখানে পাঠালেন যে, জীবিত পেলে তাকে হত্যা করে লাশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। আর যদি তাকে মৃত পাও তবে বুঝবে, তাকে জাহান্নামে পাঠানোর যিম্মা থেকে রেহাই পেলে। আমার মনে হয় তোমরা তাকে হত্যা করার সুযোগ পাবে না (তোমাদের পৌঁছার পূর্বেই সে মারা যাবে)। যদি তাকে মৃত পাও তবুও তার লাশ আগুনে পুড়িয়ে দিবে। আবুবকর ও ওমর (রাঃ) সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, লোকটি রাতে পেশাব করতে বের হ'লে বিষাক্ত সাপের দংশনে সে মৃত্যুবরণ করেছে। তখন তাঁরা তার মৃত দেহ আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে এ ঘটনা জানালে তিনি উক্ত হাদীছ (من كذب على..الخ) বললেন।[২৮]

জবাবঃ

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাঁর সাড়াজাগানো গ্রন্থ 'কিতাবুল মাওযূ'আত' -এ ডঃ আহমাদ আমীন উপস্থাপিত প্রথমোক্ত হাদীছটি সহ অন্য সূত্রে 'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) থেকে আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। হাদীছটি হচ্ছে- 'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) একদিন তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বলতে পার নবী করীম (ছাঃ) কোন প্রেক্ষিতে من كذب على متعمداً... الخ। হাদীছটি বলেছিলেন? (ঘটনা হ'ল) একটি লোক এক মহিলাকে ভালবেসেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় লোকটি ঐ মহিলার গৃহে প্রবেশ করে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তোমাদের নিকটে পাঠিয়েছেন। যেকোন গৃহে আমি মেহমান হিসাবে অবস্থান করতে পারি। অতঃপর সেখান থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঘটনা অবহিত করলে তিনি বললেন, লোকটি মিথ্যা বলেছে। তুমি ফিরে যাও, আল্লাহপাক সুযোগ দিলে তার গর্দান দিখণ্ডিত করে লাশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। লোকটি রওয়ানা হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে পুনরায় বললেন, আল্লাহ সুযোগ দিলে তুমি শুধু তাকে হত্যা করবে। লাশ আগুনে পুড়াবে না। কেননা আগুন দ্বারা শাস্তি দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ, অন্য কেউ নয়। তবে আমার মনে হয় সেখানে গিয়ে তুমি তাকে জীবিত পাবে না। তোমার পৌঁছার পূর্বেই সে মারা যাবে। এদিকে হঠাৎ করে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হ'লে লোকটি ওযূ করার জন্য ঘর থেকে বের হয় এবং বিষাক্ত সাপের দংশনে মারা যায়। নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি বললেন, সে জাহান্নামী।[২৯]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ দু'টি ভিত্তিহীন ও জাল হওয়ার কারণেই তিনি স্বীয় 'কিতাবুল মাওযূ'আতে' সংকলন করেছেন। অতঃপর উক্ত ছহীহ হাদীছটি (من كذب متعمداً... الخ) সম্পর্কে তিনি বলেন,

وهذا الحديث أعني قوله (من كذب على متعمدا...) قد رواه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وستون نفسا.

'এই হাদীছ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে...) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ৬১ জন ছাহাবী বর্ণনা করেছেন'।

এরপরে তিনি স্বীয় গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠা ব্যাপি দীর্ঘ আলোচনায় ৬১ জন ছাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, যার কোন একটিতেও এরকম উদ্ভট কাহিনীর উল্লেখ নেই।[৩০]

দ্বিতীয়তঃ ইমাম ত্বাহাভী (র) তাঁর 'মুশকিলুল আছার' গ্রন্থে 'আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দার হাদীছটি দু'টি সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী (র) দু'টি সনদেই হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। দু'টি সূত্রই মিলিত হয়েছে ছালেহ ইবনে হাইয়ান-এর সাথে।[৩১] উক্ত সনদে উল্লিখিত 'ছালেহ ইবন হাইয়ান' মুহাদ্দিছগণের নিকটে নির্ভরযোগ্য নয়। তার সম্পর্কে অনেক সমালোচনা রয়েছে। ইবনে মা'ঈন (রহঃ) তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, فيه نظر 'সে সমালোচিত'। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, ليس بثقة 'সে ছিক্বাহ রাবী নয়'।[৩২] আল্লামা হারবী (রহঃ) বলেন, له أحاديث منكره 'তার অনেক মুনকার হাদীছ রয়েছে'। ইমাম দারা-কুৎনী (রহঃ) বলেন, ليس بقوى 'সে শক্তিশালী নয়'। ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন, 'সে বিশ্বস্ত রাবীদের থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করত, যা তাদের হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। যখন সে এককভাবে হাদীছ বর্ণনা করবে তখন তার হাদীছ দ্বারা

২৮. *মোল্লা 'আলী ক্বারী, আল-মাওযূ'আতুল কাবীর (করাচী, পাকিস্তানঃ নূর মুহাম্মাদ কারখানায়ে তিজারাতে কুতুব, তা.বি), পৃঃ ৯; আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, ২৪০।*

২৯. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬।*

৩০. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭-৯৪।*

৩১. *দ্রঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫।*

৩২. *আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইবন 'ওছমান আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ফী নাক্বদির রিজাল, তাহক্বীক্বঃ 'আলী মুহাম্মাদ আল-বাজাবী, (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তা.বি). ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯২।*

দলীল গ্রহণ করা আমার নিকটে গ্রহণীয় নয়'।[৩৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রাঃ)-এর সূত্রে তাবারানী (রহঃ) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীছটির সনদও দুর্বল। ডঃ মুস্তফা আস-সুবাঈ ইমাম সাখাভী (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, 'উভয় হাদীছের সনদ অতি দুর্বল। উভয় হাদীছের রাবীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন, যার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে ইমাম সাখাভী (রহঃ) এই গল্পকে জাল বলে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, এ ঘটনা ছহীহ নয়'।[৩৪]

এতদ্ব্যতীত হাদীছদ্বয়ের মতন সম্পর্কেও তিনি কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'উভয় হাদীছের মতন (মূল বক্তব্য) নিঃসন্দেহে অপরিচিত ও অপ্রসিদ্ধ। এতে জালের স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের কোথাও আমরা এমন কথা পাই না যে, তিনি মৃত ব্যক্তির দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ করেছেন। হাদীছের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহেও আমরা এমন কোন বর্ণনার সন্ধান পাইনা যে, তিনি একবারও এমনটি করেছেন'।[৩৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় জাল হাদীছের সূচনা হয়েছিল এই অভিমতের তীব্র সমালোচনা করে ডঃ হাসান মুহাম্মাদ মাকবূলী আল-আহদাল বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে জাল হাদীছ রচনার সূত্রপাত হয়নি। কারণ তিনি তাঁর ছাহাবীগণের মধ্যে স্বয়ং জীবিত ছিলেন। ছাহাবীগণ সুন্নাহর সংরক্ষণে অত্যধিক সতর্ক ছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপের ব্যাপারে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মিথ্যারোপ করবে...' এই হাদীছ বর্ণিত হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে কতিপয় লেখক যে ধারণা করেছেন, মূলতঃ এর দ্বারা উক্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সংঘটিত হয়েছে এমনটি প্রমাণিত হয় না। এ বানাওয়াট কথাই তার প্রবক্তার মতের বিপক্ষে। কেননা এই ঘটনা জাল ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে' এটি তাঁর ঐ মু'জিযা সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীকে ভবিষ্যতের ঘটনা অবগত করিয়েছেন। উক্ত হাদীছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুর পরে যে তাঁর নামে মিথ্যারোপ করা হবে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন'।[৩৬]

উপরোক্ত দীর্ঘ পর্যালোচনা শেষে আমরা দ্বিধাহীনভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় জাল হাদীছের সূত্রপাত হয়নি। এ সম্পর্কে ডঃ আহমাদ আমীন এবং তাঁর সম মনোভাবাপন্ন মনীষীগণের অভিমতও সঠিক নয়। আর তাদের উপস্থাপিত দলীলগুলিও মুহাদ্দিছীনে কেরামের ঐক্যমতে ভিত্তিহীন। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পরবর্তী উম্মতের নিকট হাদীছ পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন এই হাদীছটি (من كذب على ..) বলেছিলেন। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই তিনি এমনটি বলেছিলেন। এর দ্বারা তাঁর সময়ে জাল হাদীছ রচনা হয়েছিল বুঝায় না।

কখন থেকে জাল হাদীছের সূচনা হয় (متى بدأ الوضع)ঃ

জাল হাদীছের সূচনাকাল সম্পর্কে ডঃ মুস্তফা আস-সুবাঈর অভিমতটি এখানে প্রনিধানযোগ্য। তিনি স্বীয় সাড়া জাগানো 'আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'হিজরী চল্লিশ সন হ'ল সুন্নাতের অনাবিল বিশুদ্ধতা এবং এর মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ও জাল হাদীছ রচনার মাঝে একটি চিহ্নিত সীমারেখা। এরপর সুন্নাতে চলল সংযোজন, সুন্নাতকে করা হ'ল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার এবং অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদের মাধ্যম। অর্থাৎ চল্লিশ হিজরী পর্যন্ত সুন্নাত ছিল পবিত্র, তারপর এ দুর্ঘটনাটি ঘটল তখন, যখন হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার বিরোধ যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করল। রক্তক্ষয় হ'ল প্রচুর, অনেক লোক প্রাণ হারাল, মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়ল বিভিন্ন দলে। বেশীরভাগ লোকই ছিল হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিপক্ষে। তারপর উদ্ভব হ'ল খারিজীদের। তারা প্রথমে ছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর একান্ত সমর্থক। তারপর তারা তাকে বর্জন করল এবং দোষারোপ করতে থাকল হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়কে। আলী (রাঃ)-এর শাহাদত ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফত দখলের পর 'আলে বায়ত' খিলাফত তাঁদের প্রাপ্য বলে দাবী করতে থাকল। তাঁরা উমাইয়া বংশের আনুগত্য স্বীকার করল না। এ রাজনৈতিক কোন্দলের ফলে মুসলমানগণ বহু বড় বড় ও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। প্রতিটি দলই নিজ নিজ দলের পক্ষে কুরআন ও হাদীছকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করতে লাগল। এটা তো অতীব সত্য কথা যে, প্রতিটি দল যা দাবী করবে তার অনুকূলে কুরআন ও সুন্নাহ থাকবে না। সুতরাং কোন কোন দল কুরআনের অর্থকে বাদ দিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা শুরু করে দিল। আর সুন্নাত যে অর্থ বহন করে, তা গ্রহণ না করে অপর অর্থ গ্রহণ করতে লাগল। তাদের মধ্যে এমনও কোন কোন দল ছিল, যারা তাদের দলীয় সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে হাদীছ বর্ণনা শুরু করল। তাদের পক্ষে অতি কঠিন ঠেকল কুরআনের বেলায় অনুরূপ কিছু করার। কারণ তখন কুরআন সুরক্ষিত। মুসলমানদের বক্ষে বক্ষে কুরআন, মুখে মুখে তিলাওয়াত। এখান থেকেই সূচনা হ'ল জাল হাদীছ রচনার, আর বিশুদ্ধ

৩৩. *ইবন হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, তাহক্বীক্বঃ মুস্তফা 'আব্দুল ক্বাদের 'আত্বা, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৫হি/১৯৯৪খৃ), ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫২।*

৩৪. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ২৪০।*

৩৫. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪০।*

৩৬. *ডঃ হাসান মুহাম্মাদ মাক্বূলী আল-আহদাল, মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহ (ছান'আ, ইয়েমেনঃ মাকতাবাতুল জাইলিল জাদীদ, ৩য় সংস্করণ ১৪১৪ হি/১৯৯৩ খৃ), পৃঃ ১৭২।*

হাদীছের সাথে জাল হাদীছের সংমিশ্রণ'।[৩৭]

ডঃ আকরাম যিয়া আল-'উমরী বলেন, 'তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফত আমলের শেষার্ধ থেকে জাল হাদীছের সূচনা হয়। তখন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকমের বিশৃংখলা ও গোলযোগ দেখা দেয়। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন পূর্বক তাঁর প্রতিশোধ নেওয়ারও দাবী করে বসে। এভাবে বিভিন্ন ধরণের ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং ওছমান (রাঃ)-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে'।[৩৮]

শায়খ আবূ শাহবাহ্র মতেও হিজরী ৪০ সন থেকে জাল হাদীছের সূত্রপাত হয়। তিনি বলেন, ওছমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর উদারতা ও কোমলতার সুযোগ নিয়ে ইসলামের শত্রু মুনাফেক, যিন্দীক ও ইহুদীরা প্রথমে ফিৎনার বীজ বপন করে। দুষ্ট ইহুদী ইবনু সাবা বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করে ওছমান (রাঃ)-এর উপর লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলে। শী'আ মনোভাব পোষণ এবং আলী (রাঃ) ও আহলে বায়তের ভালবাসার নেপথ্যে সে বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে। সে ধারণা করত যে, আলী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর ওছী এবং খেলাফতের একমাত্র হকদার। এমনকি আবূবকর ও ওমর (রাঃ) থেকেও তিনি খেলাফতের বেশী হকদার ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে জাল হাদীছ বর্ণনা করে যে, 'প্রত্যেক নবীর ওছী রয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওছী হচ্ছে আলী (রাঃ)। এটি ছিল ৪০ হিজরীর দিকের ঘটনা'।[৩৯]

মুহাম্মাদ আবূ যাহূর একটি মতও আবূ শাহবার সাথে মিলে যায়। যদিও ইতিপূর্বে ডঃ আহমাদ আমীনের সাথে একমত হয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে জাল হাদীছের সূচনা হওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ওছমান (রাঃ) যখন খেলাফতে অধিষ্ঠিত হ'লেন, তখন তার যুগে ফিৎনা সংঘটিত হ'ল। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা প্রমুখ ইহুদীদের দোসররা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে জাল হাদীছ রচনা শুরু করল। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ফিৎনার অগ্নি প্রজ্বলিত করল এবং খলীফাতুল মুসলিমীন ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলল। ফলে বিদ্রোহীরা ওছমান (রাঃ)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করল। অতঃপর আলী (রাঃ) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হ'লেন। তাঁর ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে সিফফীনের যুদ্ধে যা ঘটল, তাতে লোকেরা শী'আ, খারেজী ইত্যাদি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। আর এ থেকেই জাল হাদীছ রচনার সূত্রপাত হ'ল এবং শী'আ খারেজী ও উমাইয়া বংশের সমর্থকদের মাঝে তা চরম আকার ধারণ করল। সেকারণেই ওলামায়ে কেরাম ৪০ হিজরী থেকে জাল হাদীছ রচনার সূত্রপাত বলে উল্লেখ করেছেন'।[৪০]

ডঃ নূরুদ্দীন আতার বলেন, 'ফিতনার যুগ শুরু হ'লে মযলুম খলীফা ওছমান ইবনে আফফান (রাঃ) নিহত হন। অতঃপর বিভিন্ন দল-উপদলের উদ্ভব হয়। বিদ'আতপন্থীরা তাদের দলের সমর্থনে কুরআন-হাদীছের বিভিন্ন দলীল পেশ করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ কারণে তারা হাদীছ জাল করার মত ঘৃণ্য পথটি বেছে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে এমন সব মনগড়া কথা বলতে শুরু করে, যা তিনি বলেননি। এটি হ'ল হিজরী একচল্লিশ সনের কথা। এ সময় থেকেই জাল হাদীছের সূচনা হয়'।[৪১]

ডঃ ওমার ফালাতা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা এ সময়ের পরে শুরু হয়েছে। ১ম হিজরী শতকের শেষ তৃতীয়াংশকে এর সূচনাকাল নির্ধারণ করা যেতে পারে'।[৪২] তিনি স্বীয় গ্রন্থে হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর খেলাফত আমলের বিভিন্ন ফিৎনা-ফাসাদ ও মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের বিস্তারিত একটি চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সবশেষে জাল হাদীছের সূচনাকাল সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশেই জাল হাদীছের সূত্রপাত হয়।[৪৩]

ডঃ ছুবহী ছালেহ বলেন, '৪র্থ খলীফা আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ৪১ হিজরীর পরে হাদীছ জাল করার সূচনা হয়। যখন মুসলমানরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়'।[৪৪]

ডঃ মুহাম্মাদ আছ-ছাব্বাগ এর অভিমতও একইরূপ। তিনি বলেন, আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে দুঃখজনক বড় ফিৎনার যুগে জাল হাদীছ রচনা শুরু হয়। সে সময় উভয়ের কতিপয় সমর্থক লক্ষ্যচ্যুত হয়েছিল। ফলে তারা জাল হাদীছ রচনার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার পথ বেছে নেয়। (এই ধারণায় যে) সে সমস্ত জাল হাদীছ তাদেরকে ও তাদের দলকে শক্তিশালী করবে'।[৪৫]

---

৩৭. ড. মুস্তফা হুসনী আস-সুবা'ঈ, অনুবাদঃ এ.এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ২০০৪), পৃঃ ৫৪; আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৭৫।

৩৮. মূল আরবীঃ وقد حدث في النصف الثاني من خلافة عثمان رضي الله عنه اختلاف وشقاق كبير، إذ نقم البعض على عثمان فاشتعلت الفتنة وأسفرت عن مقتل عثمان. দ্রঃ বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ২২।

৩৯. ডঃ ওমার ইবন হাসান ওছমান আল-ফালাতাহ, আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড (দিমাশকঃ মাকতাবাতুল গাযালী, বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতু মানাহিলিল ইরফান ১৪০১ হি/১৯৮১ খৃ), পৃঃ ১৮৩-৮৪।

৪০. দ্রঃ আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪৮০।

৪১. আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১ টীকা-৩।

৪২. মূল আরবী ان الوضع في الحديث اعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ متأخراً عن هذه الفترة، ويمكن تحديده بالثلث الاخير من القرن الاول. দ্রঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১২।

৪৪. মূল আরবীঃ وقد بدأ ظهور الوضع في سنة إحدى وأربعين بعد الهجرة على عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حين تنازع المسلمون شيعاً وأحزاباً. দ্রঃ ডঃ ছুবহী ছালিহ 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছতালাহুহু (বৈরুতঃ দারুল 'ইলম লিল-মালায়ীন, ১৫ তম সংস্করণ ১৯৮৪ খৃ), পৃঃ ২৬৬।

৪৫. মূল আরবীঃ بدأ الوضع في الحديث زمن الفتنة الكبرى المؤلمة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فلقد طاشت خلال ذالك أحلام بعض اتباع كل منهما، فالتمسوا مناوأة خصومهم بوضع الأحاديث التي تؤيدهم وحزبهم. দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আছ-ছাব্বাগ, আল-হাদীছুন নববী মুছত্বালাহুহু বালাগাতুহু কুতুবুহু, (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০২ হি/১৯৮২ খৃ), পৃঃ ২৯৯।

উপরোক্ত সবক'টি অভিমত পর্যালোচনান্তে আমরা বলতে পারি যে, তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফত কাল থেকেই দুঃখজনকভাবে মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ প্রকাশ পেতে শুরু করে। ফলে 'ইলমে হাদীছের এই কলংকিত অধ্যায় জাল হাদীছ রচনার প্রেক্ষাপটও তখন থেকেই ধীরে ধীরে তৈরি হ'তে থাকে। অতঃপর তা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর খিলাফত কালে ৩৭ হিজরীতে অনুষ্ঠিত সিফফীনের যুদ্ধের পরে। যখন আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রেশ ধরে খারিজী, শী'আ, মুরজিয়াহ, ক্বাদারিয়াহ, জাবরিয়াহ, মু'তাজিলাহ প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

উল্লেখ্য যে, ৩৭ হিজরীর পূর্বে মুসলিম উম্মাহর আক্বীদায় তেমন কোন ভিন্নতা ছিল না। তাদের সমস্যার সমাধান পদ্ধতি প্রায় একই রূপ ছিল। কুরআন ও হাদীছ হ'তে সরাসরি তারা সমাধান গ্রহণ করতেন। কারও কোন বিষয়ে জানা না থাকলে আলেমদের নিকট থেকে হাদীছ জেনে নিতেন। কুরআন ও হাদীছে সমস্যার স্পষ্ট কোন সমাধান না পাওয়া গেলে সেখানে দেওয়া মূলনীতির আলোকে ছাহাবায়ে কেরাম পরামর্শের ভিত্তিতে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, যাকে 'ইজমায়ে ছাহাবা' বলা হয়। সকলে একত্রিত হওয়ার সুযোগ না থাকলে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এককভাবেও তাঁরা সমাধান দিতেন। তবে সে বিষয়ে পরে কোন দলীল অবগত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যাগ করে দলীল অনুযায়ী আমল করতেন। মোটকথা নিজের বা অপরের সকল প্রকারের রায় ও কিয়াস হ'তে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার রীতিই ছিল ৩৭ হিজরীর পূর্বেকার আমলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[৪৬] কিন্তু ৩৭ হিজরীর পরে মুসলিম সমাজে 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহলুল বিদ'আ' নামে সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দু'টি দলের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়।[৪৭]

তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (৩৩-১১০হি) বলেন,

عن محمد بن سيرين قال: ....لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَ يُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ

'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এলো তখন লোকেরা বলতে লাগল আগে তোমরা বর্ণনাকারীর পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাত' দলভুক্ত তাহ'লে তাদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলে বিদ'আত' হ'লে তাদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না।[৪৮]

৪৬. ড: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (রাজশাহী: হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৪১৬ হি/১৯৯৬ খৃ), পৃঃ ৫০।
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯।
৪৮. ছহীহ মুসলিম শরহে নববী, ১ম খণ্ড, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ৪৪, হা/২৭; আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছুন, পৃঃ ৯৯।

(চলবে)

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

৮/সি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০, ফোন # ৭১৬১৬৯৩, ০১৭২ ৮৩১১০২

রচনা প্রতিযোগিতা

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করছে। প্রত্যেক গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে সার্টিফিকেটসহ যথাক্রমে নগদ ১৫,০০০/-, ১০,০০০/- ও ৭,০০০/- টাকা করে সম্মানী প্রদান করা হবে।

গ্রুপ	গ্রুপ পরিচিতি	রচনার বিষয়	শব্দ সংখ্যা
১ম	দাখিল, এসএসসি ও কওমী মাদরাসার সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থী	ইসলামী ব্যাংকিং ঃ পরিচিতি, প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী	৩০০০-৫০০০
২য়	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থী	ইসলামী ব্যাংকিং ও কনভেনশনাল ব্যাংকিং ঃ তুলনামূলক পর্যালোচনা	৩০০০-৮০০০
৩য়	বয়স ও পেশা উন্মুক্ত	বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা	৩০০০-১০০০০

নিয়মাবলী ঃ

১. প্রবন্ধ A4 সাইজের কাগজের অপর পার্শ্ব খালি রেখে এক পার্শ্বে সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজকৃত হতে হবে।
২. প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় হতে হবে। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদসহ মূল ভাষার ব্যবহার করতে হবে এবং বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে।
৩. পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধের স্বত্ব সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডে সংরক্ষিত থাকবে। প্রয়োজনে বোর্ড তা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করবে।
৪. প্রতিযোগী শিক্ষার্থী হলে প্রতিষ্ঠান/বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৫. রচনার সাথে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি এবং নিজ স্বাক্ষর সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা প্রদান করতে হবে।
৬. রচনার সাথে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে যে, "এই রচনা লেখকের নিজস্ব। রচনাটি অন্য কোনও রচনার অবিকল নকল বা হুবহু অনুবাদ নয়।"
৭. বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত ও ফলাফলই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। দাখিলকৃত রচনা ও অন্যান্য ডকুমেন্ট অফেরতযোগ্য। রচনায় ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।
৮. রচনা আগামী ৩১ মার্চ, ২০০৬ ঈসায়ী তারিখের মধ্যে 'সেক্রেটারি জেনারেল, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড' বরাবর পৌঁছাতে হবে।

বন্ধুত্বের প্রকৃতি

রফীক আহমাদ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে জ্ঞানীর সঙ্গে জ্ঞানীর, ভালর সঙ্গে ভালর, বিশ্বাসীর সঙ্গে বিশ্বাসীর, আত্মসমর্পণকারীর সঙ্গে আত্মসমর্পণকারীর, ধার্মিকের সঙ্গে ধার্মিকের বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। কিন্তু জ্ঞানীর সঙ্গে জ্ঞানহীনের, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, ভালর সঙ্গে মন্দের, বিশ্বাসীর সঙ্গে অবিশ্বাসীর, আত্মসমর্পণকারীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের বন্ধুত্বের কোন মূল্য নেই। তাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপযোগী বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

لاَتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيْرَتَهُمْ ط أُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না। যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে' *(মুজাদালাহ ২২)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ إِلَّآ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ط وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ-

'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ২৮)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ط ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ، وَمَا يُلَقَّهَآ إِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّهَآ إِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ-

'যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? ভাল ও মন্দ সমান নয়। জওয়াবে তাই বলুন, যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ছবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান' *(হা-মীম সাজদাহ ৩৩-৩৫)*।

আল্লাহর নির্দেশিত উত্তম পথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম ব্যক্তির বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ। আর শয়তান হ'ল যেকোন মিথ্যা প্রতারণার দ্বারা তা প্রতিহত করে নিজের বন্ধু গড়ে তোলার মহানায়ক। এজন্য তার বিশাল সহযোগী বাহিনী এক সঙ্গে কাজ করে। শয়তান ও তার দলবলের বন্ধুত্বের ভিত্তিহীন কৌশল ও অবস্থানের সত্য সংবাদ প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰبَنِيْ آدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ط إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْنَهُمْ ط إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ-

'হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলে দিয়েছে, যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না' *(আ'রাফ ২৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُوْنَ-

* *শিক্ষক (অবঃ), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

'শয়তানের আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে' *(নাহল ১০০)*।

শয়তানের বিশ্বস্ত বন্ধুদের সম্পর্কেও পৃথক পৃথক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ،

'যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী বন্ধু' *(আনফাল ৭৩)*।

সমাজে নির্ভেজাল বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমমান, সমবয়স ইত্যাদি লক্ষণীয়। তাই উপরোক্ত আয়াতে শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডা কাফেরদের বন্ধুত্বের প্রকৃত অবয়ব ফুটে উঠেছে।

পৃথিবীতে এত স্বল্প সময় অবস্থান কালে মানুষ অনেক দায়িত্ব পালন করে থাকে, তন্মধ্যে বন্ধুত্ব রক্ষা অন্যতম। সংসার জীবনে নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যাই প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু প্রয়োজনের তাকীদে বা ধর্মীয় বিধান মতে অন্যের সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'তে পারে। পার্থিব জীবনের এসমস্ত বন্ধুত্ব অধিকাংশই কৃত্রিম ও ভংগুর। এমনকি একান্ত আপনজনরাও পার্থিব জগতের লোভ-লালসায় একে অপরের সঙ্গে কৃত্রিমতা অবলম্বন করে চলে।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথমেই নিজেকে মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁর বিধান মত পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে, পরকালে তাদের চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব বহাল থাকবে। জান্নাতে প্রবেশকালে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ হ'তে তাদেরকে সাদর ও সম্মানজনক অভ্যর্থনা জানানো হবে, যা কল্পনাতীত। পক্ষান্তরে যারা পার্থিব জগতের মোহে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তারা সেদিন পরস্পর শত্রু হিসাবে দণ্ডায়মান হবে। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে তথায় নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকবে।

কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পরিস্থির ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অত্যধিক প্রিয় বান্দাদের হুঁশিয়ার করার প্রয়াসে কতিপয় বাণী অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خِلاَلٌ-

'আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা ছালাত কায়েম করুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐ দিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচাকেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই' *(ইবরাহীম ৩১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ، وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যেদিন না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হ'ল প্রকৃত যালেম' *(বাক্বারাহ ২৫৪)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে সেদিন বলতে ক্বিয়ামতের মহাদিবসকেই বুঝানো হয়েছে। সেদিন কোন বেচা-কেনা নেই বলতে নেকী সঞ্চয়ের কোন উপায় নেই বুঝানো হয়েছে এবং জীবিতাবস্থায় দান-খয়রাতসহ যাবতীয় ইবাদত সম্পন্ন করার প্রতি আদেশ রয়েছে। ক্বিয়ামত দিবসে বন্ধুত্বের বিপন্ন অবস্থার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

اَلْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ-

'বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহভীরুরা নয়' *(যুখরুফ ৬৭)*।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ، يَوْمَ لاَيُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ، اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ-

'নিশ্চয়ই ফায়ছালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত সময়, যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়' *(দুখান ৪০-৪২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلاَ تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ-

'পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না' *(হূদ ১১৩)*।

উদ্ধৃত আয়াতে ক্বিয়ামত দিবসে বন্ধুত্বের পরিণতি, বিশেষত আল্লাহদ্রোহী অবিশ্বাসী কাফেরদের বন্ধুত্বের বিপরীতে শত্রুতার জন্ম লাভের সত্যায়ন করা হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু আল্লাহকে বন্ধু বলে আহ্বান করার মত সাহস মানুষের নেই। তবে প্রার্থনার দাবীতে অনেক কিছু উপস্থাপন করা যায় বা বলা যায়, যা বন্ধুত্বের সঙ্গে তুলনীয়। কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ বিপদ-আপদে বা কওমের অত্যাচারে আল্লাহর দরবারে যা প্রার্থনা করেছেন তা পেয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন চাহিদাও প্রার্থনার মাধ্যমে পূরণ হয়েছিল। যেমন বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু মহানবী (ছাঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাদের প্রার্থনার মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে চাহিদা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বান্দাদের ঔৎসুক্যের প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ-

'আমার বান্দারা যখন আপনার নিকটে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুত আমি সন্নিকটে রয়েছি। আমী প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সুপথে প্রাপ্ত হ'তে পারে' *(বাক্বারাহ ১৮৬)*।

বর্ণিত আয়াতটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অত্যন্ত ব্যাপক এবং পরোক্ষভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিতাকাঙ্খী বন্ধু, আলোচ্য আয়াতে তা সংক্ষিপ্তাকারে ও গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু শিহাব বর্ণনা করেন, আমাদের মধ্য থেকে দু'জন সাঈদ ইবনু মুসাইয়েব ও উরওয়াহ ইবনু যুবায়ের নবী পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সুস্থাবস্থায় বলতেন, 'জান্নাতে স্বীয় স্থান দর্শন করার পূর্বে কোন নবীরই ইন্তেকাল হয়নি। অতঃপর তাঁকে (জীবন কিংবা মৃত্যুর) অধিকার দেয়া হয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় নিকটবর্তী হ'ল, তখন তাঁর মাথা আমার রানের উপর ছিল। কিছুক্ষণ তিনি বেহুঁশ হয়ে রইলেন। হুঁশ ফিরে আসার পর তিনি ছাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। অতঃপর বললেন, 'আল্লাহুম্মার রফীকাল আ'লা' (হে আল্লাহ! আপনিই আমার পরম বন্ধু)। আমি বললাম, এখন তিনি আমাদেরকে আর পসন্দ করছেন না। আর আমি বুঝলাম যে, এটা সেই কথা যা তিনি আমাদের নিকট (ইতিপূর্বে) বর্ণনা করতেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এটাই ছিল তাঁর শেষ বাণী যা তিনি বলেছেন, 'আল্লাহুম্মার রফীকাল আ'লা' *(বুখারী)*।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি যিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এখানে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে পরম ও চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের বাণী 'আল্লাহুম্মার রফীকাল আ'লা' সম্বোধনের দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে বন্ধু বলার দুয়ার উন্মোচন করেছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এটা এক অমূল্য পাথেয়। তারা অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্য বন্ধু বলে আহ্বান করতে সক্ষম না হ'লেও আন্তরিকভাবে বন্ধু সুলভ আচরণের প্রতিধ্বনি করে প্রার্থনা করতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর বন্ধুত্ব লাভের তাওফীক দান করুন- আমীন!

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ

রৌপ্য অলঙ্কার

প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৬ সফল হোক

হোটেল এশিয়া

(আবাসিক)

ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১১-৩৭৭৫৯৮

HOTEL ASIA

(RESIDENTIAL)

Tel: (0721) 773721; Mob: 011-377598

* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম

ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের কতিপয় গুণাবলী

*আবু তাহের বিন আব্দুর রহমান**

মানব সমাজে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। নেতা ও কর্মীদের যৌথ প্রয়াসের উপর নির্ভর করেই যেকোন আন্দোলনের কার্যক্রম সম্মুখপানে ধাবিত হয়। চালকবিহীন গাড়ী যেমন চলতে পারে না, তেমনি নেতৃত্ব ব্যতীত কোন জাতি, দল ও দেশ চলতে পারে না। কর্মীদের প্রতি নেতার আচরণ যত সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও বলিষ্ঠ হবে, আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন তত সহজ হবে। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোকও বহু রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন। পক্ষান্তরে কর্মীদের প্রতি নেতৃবৃন্দের অমনোযোগী আচরণের ফলে বহু ছহীহ আন্দোলন পৃথিবীর বুক হ'তে বিলীন হয়ে গেছে। কর্মীদের প্রতি নেতাদের আচরণ ও নেতাদের প্রতি কর্মীদের আচরণ বিষয়ে সুস্পষ্ট, পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞান সম্মত দিক-নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। নেতা ও কর্মীদের পারস্পরিক বাঞ্ছিত আচরণের উপর গড়ে উঠে ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। আলোচ্য প্রবন্ধে কর্মীদের প্রতি নেতৃবৃন্দের কাংখিত আচরণবিধি সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল-

নছীহত মোতাবেক আমল করাঃ

কর্মীদের প্রতি নেতৃবৃন্দ এমন কাজের নির্দেশ দিবেন না, যে আমল তিনি নিজে করেন না। এরূপ নির্দেশে কর্মীদের মাঝে কোন প্রভাব সৃষ্টি হয় না বরং সমালোচনা বৃদ্ধি পায়। ইসলাম এ ধরনের আদেশ দানকে নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ-

'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না'? *(বাক্বারাহ ৪৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা যা কর না, তা কেন বল'? *(ছফ ২)*। আর এরূপ নেতৃত্বই আখেরাতে লজ্জাজনক শাস্তির উপযোগী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَىْ فُلاَنِ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ آتِيْهِ-

উসামাহ বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন একজন লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই তার নাড়িভুঁড়ি পেট হ'তে বের হয়ে পড়বে। আর সে ঐ নাড়িভুঁড়িকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে, যেভাবে গাধা আটার চাক্কির সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে জাহান্নামের অধিবাসীরা তার পার্শ্বে একত্রিত হবে এবং বলবে, হে অমুক! তোমার একি অবস্থা? তুমি তো দুনিয়াতে আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করতে? তখন লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম ঠিকই, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হ'তে নিষেধ করে তা নিজেই করতাম'।[১]

সহজ পথ অবলম্বন করাঃ

কর্মীদের কর্তব্য পালন, তাদের পরিচালনা ও সার্বিক বিষয়ে নেতৃবৃন্দ সাধ্যমত সহজ পথ অবলম্বন করবেন। কারণ ইসলাম স্বয়ং ভারী বস্তু। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً-

'আমি আপনার প্রতি ভারী কালাম অবতীর্ণ করছি' *(মুযযাম্মিল ৫)*। নেতৃবৃন্দ যদি কঠিন পথ অবলম্বন করেন তাহ'লে কর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের চেয়ে বিভক্তির ফাটল ত্বরান্বিত হবে। সংগত কারণেই ইসলাম এ ধরনের নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا-

'তোমরা সুসংবাদ প্রদান কর, তাড়িয়ে দিও না, সহজ পথ অবলম্বন কর, কঠোরতা আরোপ কর না'।[২]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّمَ إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে কঠোরতা আরোপ করে, তার উপর তা চাঁপিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং তোমরা সহজ কর এবং নিকটবর্তী হও'।[৩]

* বি,এ, অনার্স; এম.এ,কুন্দপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

১. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯ 'সৎকাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ।*
২. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭২২ 'আমীরের উপর সহজপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ।*
৩. *বুখারী, মিশকাত, হা/১২৪৬ 'আমলের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ।*

তাই কর্ম বন্টনের সময় কর্মীদের বয়স, সাংগঠনিক যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মান, ঈমানের গভীরতা ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে যে কর্মী যে কাজের উপযুক্ত, তার উপর ঐ মাপের কর্মই অর্পন করতে হবে। আর এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দায়িত্ব বন্টন করলে দেখা যাবে, সঠিক ব্যক্তির উপর সঠিক দায়িত্বই অর্পিত হয়েছে।

বিনম্র হওয়াঃ

নেতা অবশ্যই কর্মীদেরকে বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দিবেন। কিন্তু নির্দেশ প্রদানের ভাব-ভঙ্গি ও ভাষা কখনো রুক্ষ হবে না। কোন ক্ষেত্রেই ভদ্রতার সীমারেখা অতিক্রম করা সমীচীন নয়। আল্লাহ বলেন,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

'আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি বিনম্র হোন' *(শু'আরা ২১৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ-

'আল্লাহ্‌র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হ'তেন, তাহ'লে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

ক্ষমাশীল হওয়াঃ

কর্মীরা সর্বদা নেতাকে অনুসরণ করে চলবে। অবশ্য যদি কারো হৃদয়ে কোন কারণে বক্রতা সৃষ্টি হয় তাহ'লে সেটা ভিন্ন কথা। কর্তব্য পালনের মান সকলের সমান হয় না। উপরন্তু কার্যসম্পাদনকালে কারো কারো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়। নেতার দায়িত্ব হচ্ছে কর্মীদেরকে সেসব ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। ত্রুটিমুক্ত হয়ে কাজ করার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কাজের মান উন্নত করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা। আচরণের ক্ষেত্রেও সকল কর্মী সমমানের হওয়ার কথা নয়। কারো আচরণ খুবই সুন্দর। আবার কারো আচরণে অনাকাংখিত কিছু প্রকাশ পেতে পারে। অনাকাংখিত কিছু প্রকাশ পেলে তা শুধরাবার চেষ্টা করতে হবে। বার বার সেদিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। সাধারণভাবে সর্বদা ক্ষমাশীল হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

'(মুত্তাক্বী তারাই) যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৩৪)*। তিনি আরো বলেন,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ-

'অবশ্য যে ছবর করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ' *(শূরা ৪৩)*।

জবাবদিহিতাঃ

কর্মীদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলে নেতৃত্ব এক সময় অচল হয়ে পড়বে। কারণ কোন কোন কর্মী কখনো শৃংখলাবিরোধী আচরণও করতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। তাদের বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস চালাতে হবে। তারা যদি ভুল স্বীকারের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত আচরণ করে তাহ'লে নেতাকে শৃংখলার স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ কারো কারো ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যা আমাদের জন্যও অনুসরণীয়।

কর্মীদের সমস্যাবলীর প্রতি খেয়াল রাখাঃ

কর্মীদের ব্যক্তিগত, পরিবারিক ও সামাজিক অনেক সমস্যা থাকতে পারে। কেউ কেউ মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত থাকতে পারেন। কেউ আবার চরম দারিদ্র্যের শিকার হ'তে পারেন। এসব সমস্যা তাদেরকে অহর্নিশ যাতনা দিয়ে থাকে। ফলে তাদের মানসিক স্থিরতা বিনষ্ট হয়। ব্যাহত হয় কর্মস্পৃহা। এক্ষেত্রে কর্মীদের সমস্যাবলী নেতৃবৃন্দের অবগত থাকা বাঞ্ছনীয়। এক স্তরের নেতা সকল স্তরের কর্মীদের সমস্যা সমানভাবে অবহিত হবেন, এমনটি নয়। বরং সামগ্রিকভাবে সংগঠনের সকল কর্মীই যাতে সংগঠনের কোন না কোন স্তরের নেতার কাছে তাদের সমস্যাবলী ব্যক্ত করতে পারেন এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরামর্শ লাভ করতে পারেন সে ব্যবস্থা থাকা একান্ত যরূরী।

কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকলে, নেতা কর্ম বন্টনের সময় ভুল করে ফেলতে পারেন। সমস্যাপীড়িত কোন কর্মীকে তার সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন, যা কিছুতেই হওয়া উচিৎ নয়। আল্লাহ বলেন,

لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا.

'কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّوُسْعَهَا-

'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

ইনছাফ ও আদল প্রতিষ্ঠা করাঃ

অনেক সময় নেতা কর্মীদের উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন, যা তাদেরকে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হ'তে হয়। নেতৃবৃন্দ লক্ষ্য করেন না যে, তা সম্পাদন করতে কর্মীদের কিরূপ শারীরিক পরিশ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় হবে। ফলে অসংখ্য কর্মীর নিভৃতে অশ্রু নির্গত হয়। অনেক সময় নেতার আদেশ মান্য করতে কর্মীদেরকে যানবাহনের সমস্যায় পড়তে হয়। কাউকে অকালে জীবনও দিতে হয়। নিঃস্ব হ'তে হয় তার পরিবারকে। এ সকল ক্ষেত্রে তাদের প্রতি ইনছাফ করা নেতৃবৃন্দের জন্য ওয়াজিব।

সাংগঠনিক সফরে দুর্যোগে পতিত হয়ে অনেক কর্মীকে মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জীবন যাপন করতে দেখা যায়।

অথচ বহু নেতা এমন রয়েছেন, যারা তাদের যথার্থ খোঁজ নিয়ে সান্ত্বনা প্রদানও দায়িত্ব মনে করেন না। ইসলামী দাতা সংস্থার মধ্যেও এমন অনেক দায়িত্বশীল দেখা গেছে, যারা বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা মানব সেবায় দান করেছেন। অথচ তাদের কোন দাঈ, কর্মচারী ও সহযোগী কর্মী ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা দুর্যোগে পতিত হ'লে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতাও করেন না। পক্ষান্তরে অনৈসলামিক শক্তিগুলি গরীব মুসলমানদের সেবার নামে প্রতিনিয়ত ঈমান বিনষ্ট করে চলেছে। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে স্বচ্ছল ও মযবূত লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি সর্বাবস্থায় ইনছাফ ও আদল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। আর তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ' *(নাহল ৯০)*।

সমালোচনার গোপনীয়তা রক্ষা করাঃ

কর্মীদের অপরাধের সমালোচনার গোপনীয়তা রক্ষা একান্ত যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অপরাধ গোপন করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার অপরাধ গোপন করবেন'।[৪] নেতৃবৃন্দকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন উর্ধ্বতন কর্মীর সমালোচনা যেন তার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কর্মীর নিকটে করা না হয়। এতে একদিকে যেমন একজন মুসলিম ভাইয়ের ইযযত হরণ করা হয়, অপরদিকে ক্রমান্বয়ে সাংগঠনিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। অবশ্য কোন নিম্নস্তরের কর্মীর অপরাধ উর্ধ্বতন নেতাকে মীমাংসার উদ্দেশ্যে অবহিত করা যায়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ-

'মুমিনরা পরস্পর ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও' *(হুজুরাত ১০)*।

ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ ইসলামী নেতৃবৃন্দ এত আবেগপ্রবণ যে, তারা পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে অল্পতেই আলোচনা-সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। তাদের পারস্পরিক অপরাধ ও দোষ-ত্রুটি যদি নিজেদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকত তাও ভাল হ'ত। কিন্তু তা আজ ইসলামের প্রধান শত্রু ইহুদী, খৃষ্টানদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের চেয়ে মূলতঃ ইসলামই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইসলামবিরোধী ইহুদী, খৃষ্টানসহ অন্যান্য শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম নেতৃত্ব নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

হেয় প্রতিপন্ন না করাঃ

ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনভাবেই যেন কোন কর্মীকে তুচ্ছ জ্ঞান, উপহাস ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়। সাংগঠনিক সম্পৃক্ততার চেয়ে একজন কর্মীর মান-সম্মান কোন অংশেই কম গুরুত্বের নয়। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسَى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে। আর কোন নারী অপর নারীকে যেন উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ ঈমান আনয়ন করলে, তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ হ'তে তওবা না করে তারাই যালিম' *(হুজুরাত ১১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَيَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ اَلتَّقْوى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثُ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَ عِرْضُهُ-

'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করবে না, অপমান করবে না, হেয় প্রতিপন্ন করবে না। তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতি হ'ল এখানেই। তিনি স্বীয় বুকের দিকে তিন বার ইঙ্গিত করলেন। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের রক্ত, মাল ও মান-সম্ভ্রম হারাম'।[৫]

যদি কর্মীদের প্রতি নেতৃত্বের আচরণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হয়, তাহ'লে সেই নেতা ও কর্মীদের মধ্যে গড়ে উঠবে গভীর সুসম্পর্ক, যা হবে রক্তের সম্পর্কের চেয়েও মযবূত। বিশাল সমাজ পরিণত হবে এক ও অখণ্ড দেহে। আর এর উপরই প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী রাষ্ট্রের মহা প্রাসাদ। এই রাষ্ট্রই হবে বিশ্বের কল্যাণ রাষ্ট্র। ইসলামী আন্দোলনের যেকোন পর্যায়ের নেতার আচরণ তার কর্মীদের প্রতি শরী'আত মোতাবেক হবে, এটাই সকল মুসলিমের প্রত্যাশা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

৪. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৮ 'সৃষ্টির ত্রুটি দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।*

৫. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৯ 'সৃষ্টির ত্রুটি দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।*

আমীরের আনুগত্য

মুরাদ বিন আমজাদ*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মধ্যকার আমীরের আনুগত্য কর' *(নিসা ৫৯)*।

তাবেঈ বিদ্বান হাসান বছরী, 'আতা, মুজাহিদ, আবুল 'আলিয়াহ প্রমুখ বলেন, ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী দ্বীনদার মুত্তাক্বী নেতাই 'উলুল আমর'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, শাসক ও আলেম সম্প্রদায় (যাদের হুকুম জনগণ মেনে চলেন) তাঁরা সবাই 'উলুল আমর'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, শারঈ নেতৃত্ব সম্পন্ন সকল শাসক, বিচারপতি ও নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিকেই 'উলুল আমর' বা 'আমীর' বলা হয়, তাগূতী নেতৃত্বকে নয়।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ يُّطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ.

'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই নাফরমানী করল'।[২]

আমীরের আনুগত্য সম্পর্কে হাদীছে কোন শর্তারোপ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

'কেউ যদি তার আমীরের পক্ষ হ'তে কোন অপসন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে, তাহ'লে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি সুলতান থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যায়, সে অবশ্যই জাহেলী মৃত্যুবরণ করবে'।[৩]

'সুলতান' অর্থ দলীল (প্রমাণ), ইখতিয়ার, অধিকার, ক্ষমতা বা শক্তি। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِأٰيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ.

'আমি তো মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছিলাম' *(হূদ ৯৬)*।

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا.

'কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হ'লে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি' *(বণী ইসরাঈল ৩৩)*।

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَ تَنْفُذُوْنَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ.

'হে জিন ও মানবজাতি! আকাশ ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করতে পার তবে কর। কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে' *(আর-রহমান ৩৩)*।

পূর্বোক্ত হাদীছের প্রথমাংশে 'আমীর' এবং দ্বিতীয়াংশে 'সুলতান' শব্দ এসেছে, যা আমীরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা আমীরের পদের কারণে একধরনের শক্তি হাছিল হয়। আর তা এজন্য যে, তার নির্দেশ প্রমাণ স্বরূপ। একারণে তাকে সুলতান বলা হয়েছে। বাদশাহকেও একই কারণে সুলতান বলা হয়। কারণ তাঁর হাতে শক্তি থাকে এবং তাঁর হুকুম অধিনস্তদের উপর প্রযোজ্য হয়। সর্বোপরি আমীরের আনুগত্য ফরয এবং তার আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ নয়। আমীরের কারণেই শৃংখলা এবং শক্তি পয়দা হয়। আমীরের আনুগত্য না থাকলে সংগঠনের শক্তি হ্রাস পেতে বাধ্য। মূলতঃ আমীরই সংগঠনের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। আর এই কেন্দ্র হওয়ার কারণে তিনি নিজে এক শক্তি এবং সুলতান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

'কেউ যদি আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে, তবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে এটা জাহেলী মৃত্যু বলে গণ্য হবে'।[৪]

উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) বলেন,

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ

---

* ইমাম, খাজুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ফকীরহাট, বাগেরহাট।

১. মুহাম্মদ আবদুস সুবহান, জামা'আতী যিন্দেগী (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ '০৩), পৃঃ ৪-৫।

২. মুসলিম, 'ইমারত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৯২।

৩. বুখারী 'কিতাবুল ফিতান', মুসলিম 'কিতাবুল ইমারাত', বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৯৯।

৪. বুখারী 'কিতাবুল ফিতান', মুসলিম 'কিতাবুল ইমারত', মিশকাত হা/৩৬৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৯৯।

الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَّنُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَ عَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ (وفى رواية.. إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ)-

উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, আমরা আমীরের আদেশ শুনব ও মেনে চলব, কষ্টে হোক, স্বাচ্ছন্দ্যে হোক, আনন্দে হোক, অপসন্দে হোক বা আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে হোক এবং বায়'আত করেছিলাম এ মর্মে যে, নেতৃত্ব নিয়ে কখনো ঝাগড়া করবে না। (অন্য বর্ণনায় 'আমীরের' মধ্যে প্রকাশ্যে কুফরী না দেখা পর্যন্ত, যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হ'তে তোমাদের নিকটে নির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে)। যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করব না'।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِىٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ-

'আমীরের নির্দেশ শ্রবণ কর ও মান্য কর। যদিও তোমাদের উপরে কিসমিসের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট হাবশী গোলাম বা দাসকে আমীর নিয়োগ করা হয়'।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ-

'প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য আমীরের আদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা। সে নির্দেশ তার পসন্দ হোক কিংবা অপসন্দ হোক। যতক্ষণ না তাকে নাফরমানির নির্দেশ দেয়া হয়'।[৭] এ হাদীছ দ্বারা জানা গেল যে, আমীরের আনুগত্য একটি শর্তে ফরয তাহ'ল যতক্ষণ না আমীর গুনাহের নির্দেশ দেন। অর্থাৎ আমীর কর্তৃক গুনাহের বা কোন নাফরমানির নির্দেশ প্রাপ্ত হ'লে তার আনুগত্য করা যাবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتَ-

'যখনই আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতাম, তিনি আমাদেরকে বলতেন, তোমার সাধ্যমত'।[৮]

জাবির (রাঃ) বলেন,

بَايَعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنِىْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ-

'আমি যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট (নির্দেশ) শ্রবণ এবং আনুগত্যের বায়'আত করি, তখন তিনি আমাকে শিখালেন (যে এইভাবে বল) আমার যতটুকু সম্ভব' *(বুখারী, 'কিতাবুল আহকাম')*।

আবূ যার (রাঃ) বলেন,

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيْفًا وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِىْ لاَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে আবূ যার! আমি দেখছি তুমি দুর্বল এবং আমি নিজের জন্য যা পসন্দ করি, তোমার জন্যও তাই পসন্দ করি। তুমি (কখনও) দুই ব্যক্তির উপরে আমীর হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ কর না'।[৯]

দুই ব্যক্তির উপর আমীর হওয়ার দু'টি পদ্ধতি হ'তে পারে। (১) খলীফা দুই ব্যক্তির কাউকে আমীর বানিয়ে দিবেন যেমন- আমীরে 'ওয়াফদ' (২) খলীফার অনুপস্থিতিতে দুই ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কোন একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে। যেমন- আমীরে জামা'আত অথবা আমীরে সফর। এই দুই অবস্থায় কোন একজনকে খাছ করে নেয়া দলীল বহির্ভূত। দ্বিতীয় অবস্থায় দুই আমীরের নিকট কোন হুকুমত থাকে না এবং কোন সৈন্যসামন্তও থাকে না। তথাপিও তার আনুগত্য করা ফরয।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِىْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ-

'তোমার জন্য (আমীরের হুকুম) শোনা এবং তাঁর আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক, দুঃখে-সুখে, খুশিতে-অখুশিতে এবং যদিও অন্য কাউকে তোমার উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবুও' *(মুসলিম 'কিতাবুল ইমারত')*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا-

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায় হা/৩৬৬৬।*
৬. *বুখারী 'কিতাবুল আহকাম'; মিশকাত হা/৩৬৬৩; মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৯৫।*
৭. *বুখারী 'কিতাবুল আহকাম'; মুসলিম 'কিতাবুল ইমারত' মিশকাত হা/৩৬৬৪।*
৮. *বুখারী 'কিতাবুল আহকাম'; মুসলিম 'কিতাবুল ইমারত'; মিশকাত হা/৩৬৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৯৮।*
৯. *মুসলিম 'কিতাবুল ইমারাত' মিশকাত হা/৩৬৮২।*

'যদি নাক কাটা কৃষ্ণকায় গোলামও তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, তবে তোমরা তাঁর নির্দেশ শ্রবণ কর এবং তাঁর আনুগত্য কর'।[১০] গোলামকে আমীর বানানোর দু'টি অবস্থা আছে, (১) কোন খলীফা যদি কোন গোলামকে আমীর বানিয়ে দেয়, যেমন- এলাকা ভিত্তিক আমীর অথবা আমীরে লশকর। (২) পরামর্শের মাধ্যমে মানুষ কাউকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়, যেমন খলীফা অথবা আমীরে জামা'আত। উভয় অবস্থায় উক্ত গোলামের আনুগত্য আবশ্যক হবে।

আবূ যার (রাঃ) বলেন,

إِنَّ خَلِيْلِيْ أَوْصَانِيْ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ-

'আমার বন্ধু নবী করীম (ছাঃ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমীরের আদেশ শ্রবণ করি এবং তাঁর আনুগত্য করি সে পঙ্গু হ'লেও' *(মুসলিম 'কিতাবুল ইমারত')*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে সরে দাঁড়াল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হ'ল তাহ'লে সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল'।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

'যে ব্যক্তি আমীরের প্রতি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল ক্বিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার জন্য (ওযর হিসাবে) কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এমন অবস্থায় যে, তার ঘাড়ে (আমীরের) আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[১২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

ثَلَاثٌ لَايَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالطَّاعَةُ لِذَوِي الْأَمْرِ وَلُزُوْمُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

'তিনটি বিষয় এমন যে, যাতে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করতে পারে না- (১) আমলকে আল্লাহ্র জন্য খালেছ করা (২) আমীরের আনুগত্য করা (৩) মুসলমানদের জামা'আতের সাথে অবিচল থাকা' *(হাকেম ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)*।

১০. *মুসলিম 'কিতাবুল ইমারত' মিশকাত হা৩৬৬২।*
১১. *মুসলিম 'কিতাবুল ইমারত'; মিশকাত হা/৩৬৬৯।*
১২. *মুসলিম 'কিতাবুল ইমারত'; মিশকাত হা/৩৬৭৪।*

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হ'ল- যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দা'ওয়াত দ্বারা আহ্বান জানালো, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও ধারণা করে যে সে একজন 'মুসলিম'।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمُ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ هُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ.

'তোমরা অবশ্যই জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকবে। শয়তান একাকী ব্যক্তির সাথে থাকে। আর দু'জন থেকে সে পৃথক হয়ে যায়'।[১৪]

উপস্থাপিত দলীল সমূহের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরী'আতে আমীরের আনুগত্য করা অপরিহার্য। আর এর জন্য 'ইমারতে মুলকী' বা রাষ্ট্রীয় ইমারত হওয়া শর্ত নয়। বরং 'ইমারতে শারঈ' বা বিশেষ জামা'আতের আমীর হওয়াই যথেষ্ট।

[চলবে]

১৩. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত-আলবানী, সনদ ছহীহ 'ইমারত' অধ্যায় হা/৩৬৯৪*
১৪. *তিরমিযী, সনদ ছহীহ, 'ফিতান' অধ্যায়।*

মালাফিয়া লাইব্রেরী

প্রোঃ আব্দুর রশীদ

এখানে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা সমূহের জন্য প্রযোজ্য রেফারেন্স ইসলামী সাহিত্য বই এবং আরবী-বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও শানে নুযূলসহ কুরআন মজীদ, হাদীছ গ্রন্থ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

কাসিনা বিল্ডিং
সমবায় মার্কেটের সামনে
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

অর্থনীতির পাতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়াঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলামী অর্থনীতিবিদ

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা ও বাজার ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা ও পথ নির্দেশের জন্য যাঁরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত হয়ে রয়েছেন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) তাঁদেরই পুরোধা। এদেশে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে খুবই কম। যতটুকুও বা হয়েছে তাও ইমাম বা মুজাদ্দিদ হিসাবে, অর্থনীতিবিদ হিসাবে নয়। অথচ এক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ, শারঈ আলোচনা ও পথ নির্দেশ মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য দিক নির্দেশনার কাজ করছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এই বিষয়টিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হ'ল।-

ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-এর পুরো নাম তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) আল-হাররানী। তিনি ৬৬১ হিজরীর ১০ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ২২শে জানুয়ারী, ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে সালে হাররানে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে ৭২৮ হিজরীর ২০শে যিলক্বদ, মোতাবেক ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। অত্যন্ত উঁচুমানের পাণ্ডিত্য ও পূণ্য চরিত্রের জন্য তিনি সমকালেই বিখ্যাত ছিলেন। পবিত্র কুরআনের হাফিয এবং হাদীছ ও ফিক্বহ শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তির অধিকারী ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, মননশীলতা ও গভীর প্রজ্ঞার জন্য ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের অন্যতম বলে বিবেচিত। প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি মুজাদ্দিদের দুর্লভ সম্মানও লাভ করেছিলেন। দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ও সত্য প্রকাশে অসম সাহসী ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) সমকালীন ক্ষমতাসীনদের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শারঈ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ না করার দায়ে দীর্ঘকাল কারান্তরালে কাটান।

তাঁর মৌলিক অবদান ফিক্বহ শাস্ত্র ও সমাজকে কুসংস্কার ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে। সমাজই ছিল তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম'। এ গ্রন্থের আলোচনায় যেসব বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সামাজিক বিষয়াদি। যেমন চুক্তি ও তার বাস্তবায়ন, দাম ও কোন্ কোন্ অবস্থায় তা ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন হিসাবে গণ্য করা যায়, বাজার তদারকীতে মুহতাসিবের দায়িত্ব, সরকারী অর্থব্যবস্থা ও জনগণের প্রয়োজন পূরণে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি।

ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-এর রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাঞ্জল ভাষায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন এবং বক্তব্যের স্বপক্ষে আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে প্রচুর উদ্ধৃতি। তাঁর বক্তব্য জোরালো করার জন্য খুলাফায়ে রাশেদা (রাঃ)-এর কার্যক্রম হ'তেও তিনি প্রচুর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার, যে যুগে ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বইটি লিখেছেন সে যুগে বিজ্ঞান হিসাবে আধুনিক অর্থনীতির জন্ম হয়নি। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সে যুগেই ব্যবসার ব্যবস্থা ও তার যাবতীয় অসম্পূর্ণতা, ক্রেতা-বিক্রেতার উপর তার প্রতিক্রিয়া, চাহিদা ও সরবরাহের নানাবিধ রূপ ও সমস্যা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। একচেটিয়া কারবার, মজুদদারী, মূল্যের বিকৃতি প্রভৃতি বিষয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। উচিৎ মূল্য ও যথাযথ মজুরী নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই উদগ্রীব। তাঁর প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল একটি সুবিচার ভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ ও শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়, কতখানি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও দূরদৃষ্টির অধিকারী হ'লে আজ হ'তে প্রায় সাত শত বছর পূর্বে তিনি এতসব জটিল ও দুরূহ বিষয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তিনি দুর্নীতিবাজ সরকার ও শুধুমাত্র জাগতিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিদের খুবই নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এজন্যই সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করার উপর জোর দিয়েছেন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সীমানা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ শরী'আতের নিয়মের মধ্যে চলবে ততক্ষণ সমাজে অনৈতিক কর্মকাণ্ড হ'তে পারে না। ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) এমন সমাজের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে চলবে এবং ব্যক্তিগত সম্পদ নৈতিক বিবেচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে। তিনি লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্ত চুক্তি ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে সম্পাদন করার পরামর্শ দেন। এটা তখনই সম্ভব যখন চুক্তিতে আবদ্ধ অংশীদারগণ স্বেচ্ছায় সব শর্ত মেনে নেয়। এক্ষেত্রে কোন রকম জোর-যুলুম বা অত্যাচার থাকবে না। ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)ই প্রথম ইসলামী অর্থনীতিবিদ, যিনি ন্যায্য দামের উপর বিস্তারিত অবদান রাখেন। ইসলামী অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাঁর আরও একটি অবদান হ'ল বিভিন্ন ধরনের অংশীদারিত্বের উপর জোর দেওয়া। তিনি যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন সে সবের মধ্যে রয়েছে-

১. নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
২. রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ও তার সীমারেখা।
৩. বাজার তদারকি তথা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায্য মুনাফা।
৪. সম্পদের মালিকানার ধরন এবং
৫. প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'আল-হিসবাহ'র প্রতিষ্ঠা।

প্রসঙ্গতঃ বলা ভাল এই অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হ'তে পারে, সমাজবিরোধী কাজের মাধ্যমে জনগণ ও দেশের অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে। এর প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যই ইসলামী অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'আল-হিসবাহ'র প্রতিষ্ঠা। আরবী শব্দ 'হিসবা'-র

* প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ধাতুগত অর্থ গণনা। এ থেকে উৎপন্ন শব্দ 'ইহতাসাবা'র অর্থ কোন বিষয় বিবেচনায় আনা। ব্যবহারগত দিক থেকে হিসবাহর অর্থ এমন এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যার দায়িত্ব সৎ কাজে মানুষকে সহায়তা করা বা নির্দেশ দেওয়া (আমর বিল মা'রূফ) এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়া বা নিরস্ত করা (নাহী আনিল মুনকার)। বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রের দায়িত্বই হচ্ছে এমন ব্যবস্থার আয়োজন করা, যার দ্বারা অপরিহার্যভাবেই সুনীতির (মা'রূফ) প্রতিষ্ঠা হবে এবং দুর্নীতির (মুনকার) উচ্ছেদ হবে।

'আল-হিসবাহ'র আওতায় মুহতাসিবের দায়িত্ব কি কি সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)। তাঁর মতে মুহতাসিবের কাজের মূলনীতি হবে আমর বিল মা'রূফ এবং নাহী আনিল মুনকারের যথাযথ প্রয়োগ। তার কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে-

১. দ্বীনি আহকাম বাস্তবায়ন ২. জুয়া ও সূদের কারবার উচ্ছেদ ৩. দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ৪. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ৫. ঋণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণ ৬. সম্পদের মালিকানার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ৭. জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার ৮. সরকারী কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান ৯. পৌর সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান ১০. আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত এবং ব্যবসায়ীদের অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ প্রসঙ্গে মুহতাসিবের দশটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে 'আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম' গ্রন্থে। প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নীচে এগুলি উল্লেখ করা হ'ল। এ থেকেই বোঝা যাবে বাজার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল কত বিস্তৃত ও গভীর। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয়গুলি বর্তমানেও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচ্য। এসবের মধ্যে রয়েছে-

১. ইসলামী শরী'আতে যা সুস্পষ্টভাবে হারাম তেমন কোন কিছুর উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের জন্য রাষ্ট্র বা ব্যক্তির সহায়-সম্পদ কোনক্রমেই যেন ব্যবহৃত হ'তে না পারে তার উপর তীক্ষ্ণ নযর রাখা।

২. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

৩. সকল প্রকার বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পন্ন হবে প্রকাশ্যে। কারণ গোপন লেনদেন শুধু সরবরাহের পরিমাণ ও সময়ই বিঘ্নিত করে না, স্বাভাবিক মূল্যস্তর প্রতিষ্ঠায়ও বাধা দেয়।

৪. ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে যেন আপোষে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস না করতে পারে। কারণ এতে ক্রেতাসাধারণ বা নতুন বিক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. নতুন ব্যবসায়ীকে বাজারে প্রবেশ করতে তথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংঘ বা গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হ'তে না দেওয়া।

৬. শহুরে ব্যবসায়ীরা পথিমধ্যেই পল্লীর সরবরাহকারীর সাথে যেন মিলিত হ'তে না পারে। কারণ এর ফলে তারা ঐ সব সরবরাহকারীকে শহরে বিদ্যমান মূল্যস্তর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে নিবে এবং শহরবাসীর কাছে তা চড়া মূল্যে বিক্রি করে প্রভূত মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবে।

৭. পল্লী অঞ্চলের সরবরাহকারীদের বাজারের সন্নিকটেই পণ্যসামগ্রী মজুত, বিশ্রাম ও অবস্থানের সুযোগ করে দেওয়া, যেন তারা নিজেরাই বাজারের অবস্থা বুঝতে পারে এবং সুবিধামত সময়ে ও দরে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারে।

৮. বেচাকেনার সকল পর্যায় হ'তে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল, বেপারী ও ফড়িয়া শ্রেণীর উৎখাত করা। কারণ এরাই পণ্যসামগ্রীর কোন গুণবাচক পরিবর্তন না ঘটিয়েই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই মুনাফা লুটে নেয়। এরাই বাজারের সরবরাহ বিঘ্নিত করে। বাজারের সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে এই শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ করতে হবে কঠোর হাতে।

৯. বাজার দখল বা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যসামগ্রীর ডামপিং প্রতিহত করা।

১০. ব্যবসায়ী ও কারিগরদের পণ্য সামগ্রীর ত্রুটি বিচ্যুতি বা খুঁত প্রকাশে বাধ্য করা। ক্রেতাদের সামনে যেন মিথ্যা শপথ নিতে না পারে সেই নিশ্চয়তা বিধানও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর মতে রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব হ'ল জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বায়তুল মাল হ'তেই এই উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাপ্ত যাকাত ও আদায়কৃত কর ও শুল্ক হ'তে যদি দরিদ্র জনগণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ না হয় তাহ'লে সরকার ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করবে। তাতেও ব্যয় সংকুলান না হ'লে তাদের কাছ থেকে ঋণ নিবে। তারপরও ঘাটতি রয়ে গেলে ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নিবে। কারণ আল্লাহই সরকারকে এই অধিকার দিয়েছে *(যারিয়াত ১৯)*।

তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করতে পারলে বেকারত্ব দূর হবে না। এজন্য সরকারকে যথোচিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। একচেটিয়া কারবার মজুতদারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, কালোবাজারী, ওযনে কারচুপি সবই জনস্বার্থবিরোধী। তাই এসব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিয়েছেন। তবে ব্যবসায়ীরা যেন ন্যায্য মুনাফা হ'তে বঞ্চিত না হয় সেদিকেও নযর রাখতে বলেছেন। বাজারে যেন ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা বজায় থাকে তা দেখার দায়িত্ব মুহতাসিব তথা সরকারেরই।

তাঁর মতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সরকার জনস্বার্থেই ব্যক্তির অধিকারবিশেষ খর্ব ও বাতিল করারও এখতিয়ার রাখে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, এসব বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে না দেশের সরকারের কর্মকাণ্ডে আন্তরিকতার পরিচয় রয়েছে, না এদেশের জনগণ একজোট হয়ে এসব অশুভ কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছে। এমনকি ওলামায়ে কেরামও এ ব্যাপারে তেমন আলোচনা করেন না। অথচ জনস্বার্থেই বিশেষতঃ অসংগঠিত ক্রেতা-ভোক্তা ও দরিদ্র জনগণের জীবন ধারণের স্বার্থেই 'আল হিসবাহ ফিল ইসলাম' গ্রন্থে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) যে পথ নির্দেশ দিয়েছেন, শরী'আতের আলোকে মুহতাসিবের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের কথা বলেছেন তা পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ, দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল ও সাফল্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সরকার কি সত্যিই পথ হারাইয়াছে?

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলাভাই নামক ব্যক্তি হাওয়া হয়ে গেল। তাদের খুঁজে বের করতে লক্ষ-কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষিত হ'ল। কারণ ১৭ আগষ্ট ২০০৫, তৎপূর্ব ও তৎপরবর্তী অব্যাহত বোমা হামলার প্রধান আসামী তারা। বোমা হামলার মাধ্যমে তারা বাংলার মানুষের শান্তিপ্রিয় সহাবস্থান ও জাতীয় নিরাপত্তা বিনষ্ট করেছে এবং বেশ ক'টি তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়ে জনজীবনকে করেছে বিষময়। যা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। সমর্থন করে না এদেশের আলেম সমাজ ও শান্তিপ্রিয় জনগণ। জঙ্গী দমনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব সরকার ও বিরোধী দলের। অথচ সরকারী দল বলছে, 'আব্দুর রহমান, বাংলাভাই, আওয়ামী লীগের দুলাভাই'। আর বিরোধী দল বলছে, 'জেএমবি মানে জামায়াতের মধ্যে বিএনপি'। এখন আবার নতুন করে ইসলামী ঐক্যজোটের কণ্ঠে শুনা যাচ্ছে 'জেএমবি মানে জামায়াতের মুজাহিদ বাহিনী'। এই যে পারস্পরিক দোষারোপ, এর গন্তব্য কোথায়? জঙ্গীদের বিরুদ্ধে বক্তব্যের পরিবর্তে পরস্পরকে জড়িত করার প্রবণতা আজ বাংলার বাতাসকে ক্রমশ ভারী করে তুলছে।

আজ ১১ মাস হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ আহলেহাদীছ আন্দোলনের বেশকিছু নেতা রাজরোষে আক্রান্ত হয়ে কারাবরণ করছেন। তাঁরা যে নিরপরাধ তা আজ প্রদীপ্ত সূর্যালোকের মত স্পষ্ট। এই ১১ মাসে জাতি এখনো জানতে পারেনি, কি তাদের অপরাধ? অথচ তাঁদের উপর জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসামী দেখানো হয়েছে খুন, ডাকাতি ও বোমাবাজির ক্ষেত্রে পূর্বে দায়েরকৃত ডজনখানেক মিথ্যা মামলায়। অতঃপর মামলার গতিতে মামলা চলতে থাকল। আইনজীবি, আইনবিশারদ মহলে যামিন মঞ্জুরের ব্যাপারে সন্দেহাতীত অভিমত থাকলেও কোন্ সে অদৃশ্য শক্তির ইশারায় যামিন আটকে থাকে। হাইকোর্টের মত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানেও রায় হয় দ্বিধাবিভক্ত।

ডঃ গালিবের মত সম্মানিত নাগরিক আজও কেন বন্দী থাকবেন, তার যৌক্তিক কারণটি জাতির কাছে কেন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না? বন্দী রাখার কারণে তাঁর জীবনের যে অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এর হিসাব কে দিবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণে বঞ্চিত হচ্ছে, জাতি তাঁর লেখনীর মণিমানিক্য থেকে এবং তাঁর দ্বীনি খেদমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বঞ্চিত মানবতার পক্ষে তাই আমার জোড়ালো বক্তব্য, তাঁকে এবং তাঁর সহযোগীদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দিন।

জেএমবি ও বোমাবাজির দায়ভার তাঁর কাঁধে জোর করে চাঁপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলল। এই সাথে কত যে মিথ্যাচার (!) অথচ বোমা হামলা ও জেএমবি'র বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর সংগঠনই সবচেয়ে বেশী অগ্রসর ও সোচ্চার। লেখনী, বক্তব্য, কর্মতৎপরতা ও ফৎওয়ার মাধ্যমে তিনি পূর্ব থেকেই তাঁর নৈতিক দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। তিনি তো আইন প্রয়োগকারী নন। তাই তিনি সামর্থের মধ্যে থেকে এসবের সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছেন এবং এপথ থেকে লোকদের নিরুৎসাহিত করেছেন। অথচ তাঁকেই জেএমবি নেতা লিখতে হতভাগাদের বিবেকে একটুও বাঁধল না। কি সাংঘাতিক ও জঘন্য আমাদের দেশের বিবেকবানদের বিবেচনাশক্তি (!)।

আত্মস্বীকৃত বোমাবাজরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে যে, এই হামলা আমি করেছি, অমুক স্থানে করেছি, এই কারণে করেছি এবং অমুকের নির্দেশে করেছি। তাদের প্রত্যেকেই আব্দুর রহমান ও বাংলাভাইয়ের নাম বলেছে। কেউ তো তখন ডঃ গালিবের নাম বলেনি। এতে দিন ও রাত, সত্য ও মিথ্যার ন্যায় জেএমবি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যায়। উল্লেখ্য, রাজশাহীতে প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার বলে গেলেন, 'ডঃ গালিবের জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি'। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর জঙ্গীবিরোধী অবস্থান বই, সার্কুলার ও পত্রিকার সংবাদ ছাড়িয়ে বিটিভি সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাদের বক্তব্য ৩ কোটি আহলেহাদীছের অবিসংবাদিত নেতা, ২৩টি বইয়ের স্বনামধন্য রচয়িতা, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী, প্রবীণ বুদ্ধিজীবি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে এতদিন আটকে রেখে কোটি প্রাণে কেবল আঘাতই দেওয়া হয়নি, বরং মিথ্যা জঙ্গীবাদের অপবাদ চাপিয়ে চরম অন্যায় করা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সহ বহু সংগঠন তাঁর গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানিয়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং আহলেহাদীছের সকল সংগঠনের দাবী স্বত্ত্বেও কার স্বার্থে তাঁকে এভাবে আটকে রাখা হয়েছে, তা আমাদের জানা নেই।

তবে যাদের কুপরামর্শে তাঁকে অদ্যাবধি আটকে রাখা হ'ল, তারা কারা? জাতি আজ তাদের পরিচয় জানতে চায়। তারা কি তাহ'লে সত্যিই জেএমবি'র পৃষ্ঠপোষক? কার্যকারণ তত্ত্ব অনুযায়ী ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব জেএমবি'র ঘোর বিরোধী হওয়ায় তাকে আটকালে জেএমবি মাঠ দখল করে আরো বেশী বেপরোয়া হওয়ার সুযোগটুকু পায়।

* বুড়িচং, কুমিল্লা।

কারণ নিরপরাধ মানুষ ধরা পড়লে অপরাধীরা অবারিত সুযোগ পেয়ে অনবদ্যভাবে অপকর্ম চালিয়ে যেতে পারে। বস্তুতঃ বাংলাদেশে এটাই হয়েছে। এখন সরকারের উচিত ডঃ গালিবকে ছেড়ে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়া। খারিজ হয়ে যাওয়া মামলা বাদে খেজুর আলী হত্যা মামলাটি ডঃ গালিবের উপর চাপিয়ে দেওয়া সরকারের জন্যই বরং অপমানকর। কারণ জেএমবি'র অপারেশন কমাণ্ডার আতাউর রহমান সানি তার স্বীকারোক্তিতে এর দায় স্বীকার করেছে। সুতরাং অন্যসব মামলাগুলিও যে মিথ্যা ও সাঁজানো তা আজ সকলেরই বোধগম্য।

মিথ্যা তথ্য আদান-প্রদান করে পত্রিকার পাতা যারা গরম রেখেছে, তাদের আজকের অবস্থান এবং সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পূর্বাপর অবস্থান চিন্তা করলে একটি প্রশ্নই জাগে এসব কথা তারা বহিষ্কারের আগে কেন বলল না? বহিষ্কৃত হ'লে মানুষ পাগলের প্রলাপের ন্যায় কত কথাই বলে। মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যদাতা মীরজাফরের দোসর এবং কৌশলে সরকারকে ভুল তথ্য প্রদান করে যারা প্রকৃত জেএমবি নেতাদের বাঁচানোর অপচেষ্টাকারী সেই কুমতলববাজদের আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিলাম। গ্রেফতারের পর পরই কেউ কেউ বলেছিল, ডঃ গালিব গ্রেফতারের পর বোমাবাজি বন্ধ হয়েছে। তাহ'লে ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী এবং জজহত্যা ও অব্যাহত বোমা হামলার সময় তারা নিরব কেন? তারা কেন বলে না, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে জেলখানা থেকে এসে ডঃ গালিবই এসব করেছে? তাদের এই নিরবতা সত্যিই রহস্যমুক্ত নয়। আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের এভাবেই থামিয়ে দেন।

জেএমবি কোন আহলেহাদীছ সংগঠন নয়। এটি চরমপন্থী-উগ্রপন্থী একটি জঙ্গী সংগঠন। তবে এই অপবাদ কেন নিরীহ আহলেহাদীছদের উপর চাপানো হ'ল? তার সদুত্তর দেওয়া কি সম্ভব? শেরে বাংলা ফজলুল হক, মাওলানা আকরম খাঁ, কাজী নজরুল ইসলাম, শেখ মজিবুর রহমান ও আল্লামা আযীযুল হক সহ বহু জাতীয় নেতা জেল খেটেছেন। ডঃ গালিবের বিষয়টি ধরে নিলাম এমনই একটা কিছু। কিন্তু তিনি তো রাজরোষের শিকার হওয়ার কথা নয়। আর হ'লেও এতদিন কেন তাঁকে এভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে হবে?

আমি ৮০ বছরের বৃদ্ধ স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর কথা বলছি। এই ধরনের ব্যক্তিত্বের উপর মিথ্যাচার করা কত জঘন্য এবং কত পাষণ্ড হ'লে সম্ভব তা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা সেই সাথে শ্রদ্ধাভাজন নূরুল ইসলাম, এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, অধ্যাপক আলমগীর (সিরাজগঞ্জ), শামসুল হক (কুড়িগ্রাম), আযহার আলী রাজা (লালমণিরহাট), যুবায়ের (বাগেরহাট), ছদরুল আনাম (চট্টগ্রাম), ছফিউল্লাহ (নারায়ণগঞ্জ), শফীকুল ইসলাম, খলীলুর রহমান, আমীনুল ইসলাম (জয়পুরহাট), আব্দুল মুমিন (পঞ্চগড়) ও আব্দুল বারী (গাইবান্ধা) সকল নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানাই।

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের গ্রেফতার অসংখ্য বনী আদমকে কাঁদিয়েছে। বিশ্ববরেণ্য একজন আলেমকে এতকাল আটকে রাখার সুস্পষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করতে প্রশাসন এখনো পারেনি। তবে যাদের সন্তুষ্টির জন্য এই আয়োজন তারাই হয়ত দেশটাকে পঙ্গু করানোর জন্য জেএমবিকে মাঠে নামিয়েছিল। সেই অদৃশ্য শক্তির ইশারায়ই হয়ত জেএমবি এতকিছু করতে সাহস পেয়েছে। সেই শক্তিটি কে? তা আমাদের জানার কথা নয়। তবে সেই অদৃশ্য শক্তিটি একদিন চিহ্নিত হবে- ইনশাআল্লাহ।

ইংরেজ শাসনামলে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরিচিতি যেমন একজন কালো মানুষ হিসাবে হয়েছিল, মীরজাফরকে উপস্থাপন করা হয়েছিল একজন সাধু মহাপুরুষ হিসাবে, তেমনি আজকেও দেশদ্রোহী মীরজাফররা সাধু মহাপুরুষের আসনে সমাসীন। তাহ'লে ডঃ গালিবের মত দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবিরা তো জেলই খাটবেন। তাঁর এই ১১ মাসের ত্যাগ অবশ্যই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে স্বাক্ষর রাখবে। বিনা দোষে তিনি জেল খাটলেও আল্লাহ যেন বাংলাদেশকে জঙ্গীমুক্ত করেন, পূরণ করেন ডঃ গালিবের ইচ্ছা-প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের ছোটবড় অসংখ্য স্থাপত্যকীর্তির প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন ডঃ গালিব। ছয় শতাধিক মসজিদ নির্মাণ, বেশকিছু মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা এবং রাজশাহীতে একটি বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন ডঃ গালিবের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর। সংস্কৃতির অংশ হিসাবে পি-এইচ.ডি থিসিস, মাসিক 'আত-তাহরীক' ছাড়াও দুই ডজনের অধিক বই তাঁর গঠনমূলক চরিত্র মাধুর্যকে জাতির কাছে তুলে ধরেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠনের ক্ষেত্র সৃষ্টিতে তিনি দেশব্যাপী ৬টি সংগঠনের (আহলেহাদীছ আন্দোলন, আহলেহাদীছ যুবসংঘ, আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা, সোনামণি, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তাওহীদ ট্রাষ্ট) প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সংগঠনগুলি সুশৃংখল, নিয়মতান্ত্রিক, ইতিবাচক ও দেশপ্রেমিক আদর্শের ঝাণ্ডাবাহী। তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কে না জানে? কিন্তু প্রশাসনের ভয়ে কেউ সাহস করে কিছু বলে না। কিন্তু এই নিরবতা চিরকালের জন্য স্থায়ী কোন কিছু নয়। এই নিরবতার আধার কেটে একদিন আলোয় আলোয় ভরে ওঠবে বাংলার মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। জেগে ওঠবে মানবতা। বলে দিবে সত্য।

আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না, যখন দেখি প্রকৃত অপরাধী ধরার পরিবর্তে নিরীহ-নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করা হয়। যখন দেখি বোমার রাজনীতিকীকরণের নামে জাতীয় নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক দোষচর্চায় মশগূল হয়ে পড়েন। আর যখন দেখি এই ধরনের জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে মতভিন্নতা ভুলতে পারেননি রাজনীতিকরা। আর যখন

দেখি মতিহার থানার নওদাপাড়ায় বিস্ফোরক উদ্ধার হ'লে তাও শাহমখদুম থানার নওদাপাড়াকে টেনে এনে ডঃ গালিবকে জড়ানোর অপচেষ্টা চলে। দেশ-বিদেশে নওদাপাড়া মাদরাসা নিয়ে এভাবে মিথ্যাচার করে আতঙ্কিত করা বোমা হামলার চেয়ে কম জঘন্য নয়। ঐসব তথ্যসন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক জনগণের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা চাই। আবার যখন দেখি ডঃ গালিবকে জেএমবি নেতা আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের সাথে একাকার করে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। মিথ্যাচার করে সম্মানিত ব্যক্তিগণের সম্ভ্রমহানি যদি বাকস্বাধীনতা হয়, তাহ'লে সেই বাকস্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরা এখন সময়ের দাবী। সরকার কি তাহ'লে বাকস্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারীতার পথ নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছেন? সরকারকে তাহ'লে সালাম-শ্রদ্ধা-অভিনন্দন।

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এদেশের একটি রত্ন। বোমাবাজি-জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ও তাঁর সংগঠনের সুদৃঢ় অবস্থান জাতির কাছে আজ সুস্পষ্ট। ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক কিছু মিথ্যা মামলায় তাঁকে আজ প্রায় ১১ মাস ধরে আটকে রাখা হয়েছে। মানবাধিকার লংঘন করে তাঁর হাত থেকে বই-খাতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় বেয়াদবি আর কি হ'তে পারে? ফলে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। এতে করে তার ক্যারিয়ার নষ্ট হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে অনেকেই। সরকার হয়ত ভাবছে যদি কেউ কিছু বলে? কেউ কিছু বলবে ভেবে ছাড়লেন না, মিথ্যার জয়জয়কার করলেন। কিন্তু এই লক্ষ-কোটি মানুষকে কি থামিয়ে রাখতে পারবেন? এই লোকগুলির কি কোনই মূল্য নেই? অন্যদিকে মিথ্যার এই বোঝা নিয়ে কতকাল আর ঘুরে বেড়াবেন? স্বকীয়তাবোধ থাকলে সত্যের প্রদীপ জ্বালুন। ডঃ গালিব সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তি দিন। কেউ কিছু বললে, সরকার কেন তা শুনতে যাবে? খুব তো বললেন, কারো চোখ রাঙ্গানি ভয় পাই না। কারো ইংগিতে দেশ চলে না। তাহ'লে সুস্পষ্টভাবে সবকিছু প্রমাণিত হওয়ার পরও ডঃ গালিবকে কেন এখনো আটকে রাখা হবে, কার স্বার্থে?

কেউ কিছু বলবে ভেবেই যদি ছাড়া না হয়, তবে দেশবাসী জানবে এ সরকারের কাছে ন্যায়নীতি পরাজিত। যদি ন্যায়ের পথে, ইসলামী মূল্যবোধের পথে এ সরকার তার অবস্থান পরিষ্কার করতে চায়, তাহ'লে ডঃ গালিবসহ জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আলেম-ওলামাকে অতি দ্রুত ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে ডঃ গালিবের ভক্ত-অনুসারীরা শুনিয়ে দেবে কাজী নজরুল ইসলামের সেই কবিতা-

'ওদের ছাড়বি কবে বল?
নইলে কিলের চোঁটে হাড্ডি করব জল'।

এই মুহূর্তে দেশবাসী, প্রশাসন, প্রচারমাধ্যম, গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে খুবই পরিষ্কার যে, জেএমবি নামের আত্মস্বীকৃত ও বহু সূত্রে প্রমাণিত জঙ্গী সংগঠনটি বোমাহামলা করেছিল। বর্তমানে সত্যিকার জেএমবি ও বোমাহামলাকারী দমনে প্রশাসনের সঠিক ও প্রশংসনীয় উদ্যোগের জন্য তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। তথাপি আহলেহাদীছ নেতাদের ব্যাপারে প্রশাসনের ভাবখানা দেখে কলামিষ্ট হারুনুর রশীদের 'নামের বান্ধব জমে টানে' শিরোনামে প্রকাশিত লেখাটির সারসংক্ষেপ উদ্ধৃত করছি। অপরাধ না করেও একই নামের হওয়ায় বার বার জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে একটি গল্পের অবতারণা করেন। গল্পটি ছিল এরকম অপরাধ না করলেও ছাড়বে না স্বভাবের এক লোক অন্যজনকে বলে, ভাই! গত সপ্তাহে আপনাদের বাড়িতে সাপে কাটায় যে একটা লোক মারা গেল, সেটি কি আপনি, না আপনার ভাই? প্রশ্নবিদ্ধ লোকটি বিস্মিত ও নিরুপায় হয়ে তৎক্ষণাৎ বাঁচার স্বার্থে বললেন, আমি না, আমার ভাই। তখন নাছোড়বান্দা লোকটি বলে বসলেন, এজন্যই তো আপনার ভাইকে মাঝে মাঝে দেখি। কিন্তু আপনাকে দেখি না।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন সরকারের প্রদত্ত দোষারোপ এবং বাস্তবে ডঃ গালিবের পার্থক্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর উপরোক্ত কারণেই কি এখনো তাঁকে আটকে রাখা হচ্ছে? যদি তাই হয় তবে সরকারের কাছে ৩ কোটি আহলেহাদীছের পক্ষে এবং আপামর আলেম সমাজের পক্ষে বঙ্কিমের ভাষায় আমাদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ-

'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ'।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

শায়েখ মুরাদ বিন আমজাদ প্রণীত 'সহীহ্ আক্বীদার মানদণ্ডে তাবলীগী নিসাব' শীর্ষক তথ্যবহুল বইটি অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে-

যাদের জন্য এই বইঃ

- ❑ যারা সত্যিকার দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে চান।
- ❑ যারা প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করছেন এবং সাথে সাথে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে তাবলীগের কাজ করতে আগ্রহী।
- ❑ যারা একটি বৃহৎ দলের ভুল সংশোধন করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান।
- ❑ যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দাওয়াত দান ও তাবলীগের সঠিক পথ অনুসন্ধান করছেন।
- ❑ যারা সংশোধনের মন নিয়ে প্রচলিত তাবলীগী দলের মৌলিক ভ্রান্তিগুলি জানতে চান।
- ❑ যারা যাবতীয় ফিরকাবন্দীর বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্যিকার ইসলামী তরীকায় চলতে চান এবং অন্যকেও কেই পথে চালাতে চান।

প্রাপ্তিস্থানঃ

- ❑ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০।
- ❑ হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ৩৮, নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা।
- ❑ মুহাম্মাদী জামে মসজিদ, গোবরচাকা, খুলনা।

এছাড়া দেশের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী সমূহ।

নবীনদের পাতা

পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা মরণ

মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ*

(৩য় কিস্তি)

মৃত্যু কখন আসবে তা সকলের অজানাঃ

মৃত্যু আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই। দিনের পরে রাত এবং রাতের পরে যেমন দিন আসে এরচেয়েও আরো সত্য হ'ল মৃত্যু। সবাই বিশ্বাস করে যে, তাকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু এই মৃত্যু কখন আসবে তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ ط إِنَّ اللّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

'ক্বিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে, কেউ জানে না আগামীকাল কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত' *(লোক্বমান ৩৪)*।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন যে, এমন কতগুলি জিনিস আছে যেগুলির জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা কাউকে দেননি। এসবের জ্ঞান নবী-রাসূল এমনকি ফিরিশতাদেরও নেই। ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। অনুরূপভাবে বৃষ্টি কখন বর্ষিত হবে তাও আল্লাহ তা'আলাই অবহিত। গর্ভবতী নারীর জরায়ুতে পুত্র সন্তান, নাকি কন্যা সন্তান, সন্তান লাল বর্ণের হবে, নাকি কালো বর্ণের হবে এটাও আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এটাও কেউ জানে না যে, সে আগামীকাল ভাল কাজ করবে, না মন্দ করবে, মরবে কি বেঁচে থাকবে। তেমনি কেউই জানে না যে, কোথায় তার মৃত্যু হবে, কোথায় তার কবর হবে? হ'তে পারে তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হবে। আবার কোন জন মানবহীন জঙ্গলে মৃত্যুবরণ করবে। হাদীছে আছে, যে ব্যক্তির মৃত্যু অন্য দেশের মাটিতে লেখা থাকে, তাকে কোন কাজে এক মুহূর্তের জন্য হ'লেও সেখানে যেতে হবে এবং সেখানে তার মৃত্যু হবে।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ-

'তোমাদের যে কারু সৃষ্টি নিজের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন যাবৎ শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু হ'তে থাকে। পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট বাঁধা রক্তরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন মাংশপিণ্ড রূপে থাকে। তারপর তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়। অতঃপর তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করানো হয় এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে দেবার জন্য হুকুম দেয়া হয়। তার রুযী, বয়স, কাজ এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান *(বুখারী, মুসলিম)*।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যু কখন আসবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'লাই জানেন। যখন মানুষের মৃত্যুর সময় হয় তখন আল্লাহ্র প্রতিনিধি এসে তার রূহ নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ-

'বল তোমাদের জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে' *(সাজদা ১১)*।

মৃত্যু সত্য। আর তা কখন আসবে তাও আমাদের জানা নেই। এজন্যই মুমিনদেরকে সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَاتَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনি ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ১০২)*।

যারা মহান আল্লাহ্র সতর্কবাণী ভুলে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থেকে আখেরাতকে ভুলে যায়, তারা মৃত্যুর সময় তাদের অবস্থা দেখে তওবা করবে। কিন্তু আল্লাহ তখন তওবা কবুল করবেন না। আল্লাহ বলেন,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا-

'আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ

---

* তুলাগাঁও, নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. ইবনে কাছীর (কুয়েতঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা), ১ম প্রকাশ ১৯৯৪) ৩/৬০১ পৃঃ।

কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপরে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলতে থাকে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ১৮)*।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত, বনু ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি ৯৯টি খুন করার পরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং জনৈক আবেদকে জিজ্ঞেস করে যে, তার তওবা কবুল হবে কি-না? জবাবে উক্ত আবেদ বা পরহেযগার ব্যক্তিটি বলেন, না। তখন ঐ ব্যক্তি উক্ত আবেদকে খুন করে ১০০ পূরণ করে। অতঃপর একজন আলেমকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার ও তোমার তওবার মধ্যে কে বাধার সৃষ্টি করবে? অতঃপর তিনি তাকে একটি জনপদের দিকে যেতে বললেন, যেখানকার লোকেরা আল্লাহ্র ইবাদত করে তিনি বলেন, তুমি তাদের সঙ্গে আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তোমার এলাকায় আর কখনো ফিরে যাবে না। কেননা তোমার এলাকাটি অত্যন্ত খারাপ। একথা শুনে লোকটি ঐ গ্রামের দিকে ধাবিত হ'ল। অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পরেই তার মৃত্যু এসে গেল তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা এসে ঝগড়ায় লিপ্ত হ'ল, কে তার জান কবয করবে। রহমতের ফেরেশতা বলল, সে তওবা করেছিল এবং খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। গযবের ফেরেশতা বলল, সে কখনোই কোন সৎ কর্ম করেনি। এমতাবস্থায় মানুষের রূপ ধরে জনৈক ফেরেশতা এসে তাদেরকে দূরত্ব পরিমাপের নির্দেশ দিলেন। দেখা গেল যে, লোকটি ঐ ইবাদত গুযার গ্রামটির দিকে এক বিঘত বেশী এগিয়ে গেছে। তখন রহমতের ফেরেশতা তার জান কবয করে নিয়ে গেল। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে মাটি এক বিঘত এগিয়ে এসেছিল।[২]

এমনিভাবে মহান আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন। কিন্তু যখন মৃত্যুর সময় এসে যায় আর বান্দা নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্র কাছে তওবা করে তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুশ্বাস উপস্থিত হয়'।[৩]

আর তাই যখন মৃত্যু এসে যাবে তখন মানুষ কিছুকালের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে,

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ اَخَّرْتَنِىْ اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ- وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَاجَاءَ اَجَلُهَا ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَاتَعْمَلُوْنَ-

'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলেন না কেন? তাহ'লে আমি ছাদাক্বা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবে না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন' *(মুনাফিকূন ১০-১১)*।

[চলবে]

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২০ 'তওবা' অধ্যায়।*
৩. *তিরমিযী, মিশকাত ২/২৩৪২, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮।*

সোনালী গার্মেন্টস

প্রোঃ আলহাজ্জ মূসা আহমাদ

আধুনিক ডিজাইনের তৈরি পোষাক
বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

১২৭ নং আর.ডি.এ. মার্কেট,
সাহেব বাজার, রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ ৭৭১২৭৯।

খড়ার নিউ পাবলিসিটি

মোঃ আবু ওবাইদুল হাসান (লিটন)
স্বত্বাধিকারী

* সাইন বোর্ড * ব্যানার * ডিজিটাল সাইন
* পলি সাইন * ক্রেস্ট * পিতল নেমপ্লেট
* প্লাস্টিক নেমপ্লেট * স্ক্রীন প্রিন্ট * পাথর খোদাই

ষ্টেশন রোড, রাণীবাজার, রাজশাহী ৬১০০।
মোবাইলঃ ০১৭৬-৫০৯৩৯০

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সান ও তাবাকা

মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক্ব*

মহান আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যুগে যুগে এদের মধ্যে বহু জ্ঞানী ব্যক্তির আর্বিভাব ঘটেছে। সান নামে প্রাচীনকালে খুব জ্ঞানী এক ব্যক্তি ছিল। সে অল্প কথায় মাঝেমধ্যে অনেক রহস্যজনক কথা বলে থাকে। সান একদিন রাস্তায় ঘুরাফেরা করার সময় তার মাথার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা জাগল। মনে মনে কল্পনা করতে লাগল, আমার মত একজন জ্ঞানী ব্যক্তি পেলে তার সাথে কথা বলে আমার মনের তৃপ্তি মিটাতাম। সে আরো মনে মনে ভাবল কোন জ্ঞানী মহিলা আমার সহধর্মিনী হিসাবে পেলে আমার জীবনকে অত্যন্ত ধন্য মনে করতাম। তাকে নিয়ে আমি কতনা নিত্য নতুন গল্প করে আনন্দে জীবন কাটাতাম। সর্বদা তার একটাই চিন্তা একজন জ্ঞানী মহিলা না পেলে জীবনের কি মূল্য হবে। শেষ পর্যন্ত সান প্রতিজ্ঞা করে বসল, জ্ঞানী মহিলা যতদিন আমি না পাবে ততদিন কোন কিছু পানাহার করবে না। যদি কোন জ্ঞানী মহিলা পায় তাহ'লে তাকে বিবাহ করে তার হাতে পানাহার করবে।

এই প্রতিজ্ঞা করে সে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে এক পর্যায়ে বাজারে প্রবেশ করল। বাজারে অনেক ঘুরাফেরা করেও কোন জ্ঞানী মহিলার সন্ধান পেল না। বাজার থেকে বের হয়ে একটি অপরিচিত পথ ধরে চলতে লাগল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। সেও বাজার থেকে ঐ রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সান লোকটিকে দেখে বলল, আপনি কোথায় যাবেন? লোকটি বলল, আমি বাড়ি যাচ্ছি। লোকটি সানকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় যাবে? সান বলল, আমার যাওয়ার কোন ঠিকানা নেই। সান লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, আমরা যখন একে অপরের সঙ্গী হয়ে পথ চলছি, তখন আপনি আমাকে বহন করে নিয়ে যাবেন, না আমি আপনাকে বহন করে নিয়ে যাব? লোকটি উত্তরে বলল, এক ব্যক্তি কি আরেক ব্যক্তিকে বহন করতে পারে? সান আর কিছু না বলে তারা উভয়ে আরো কিছু দূর পথ অতিক্রম করল।

পথ চলতে চলতে তারা রাস্তার ধারে জমিতে কাটার উপযুক্ত পাকা ফসল দেখতে পেল। সান লোকটিকে বলল, দেখেনতো এই জমির ফসল কি খাওয়া হয়েছে, নাকি হয়নি? লোকটি শুনে বলল, আরে বোকা ফসল জমিতে থাকতেই খাবে কেমন করে? যতক্ষণ জমি থেকে ফসল বাড়ি না নিয়ে যাওয়া হয় ততক্ষণ তা খাওয়ার উপায় নেই, বুঝলে? লোকটি সানকে বকা দিয়ে পথ চলতে লাগল। সান কোন কথা না বলে তার সাথে পথ চলতে লাগল। কিছু দূর যেতে না যেতেই তারা একটি গ্রামের নিকটবর্তী হ'ল এবং দেখতে পেল এক ব্যক্তির জানাযার ছালাত হচ্ছে। সান লোকটিকে জিজ্ঞেস করে বসল, দেখেনতো ঐ জানাযার ব্যক্তি কি জীবিত, না মৃত?

এবার লোকটি রেগে গিয়ে ধমক দিয়ে বলল, তোমার মত এত বোকা মানুষ কোনদিন দেখিনি। মৃতব্যক্তিরই তো জানাযার ছালাত পড়ানো হয়। তাকে জীবিত বলার প্রশ্নই আসে না। সান লোকটির কথার কোন প্রতিবাদ না করে মুচকি মুচকি হেসে পুনরায় তার সাথে চলতে লাগল। কিছু দূর যাওয়ার পর মাঠের মধ্যে অনেকগুলি গরুকে ঘাস খেতে দেখে সান বলল, দেখেনতো মাঠের মধ্যে যে গরুগুলি ঘাস খাচ্ছে, ঐ গরুগুলির কি মাথা আছে? একথা শুনে লোকটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র যমীনে যত মানুষ আছে তাদের মধ্যে তুমি বুঝি সব চাইতে বোকা। যদি কোন প্রাণীর মাথা না থাকে তবে তার মুখ, নাক, চক্ষু, কান কিছুই থাকবে না। ফলে সে দেখতে, খেতে শুনতে পারবে না। তার বাঁচাই দুষ্কর হয়ে পড়বে।

এই কথাগুলি বলতে বলতে লোকটি তার বাড়ির নিকটে পৌঁছে সানকে বলল, তুমি আমার আজকের মেহেমান। সান রাযী হয়ে গেল। সানকে বৈঠকখানায় রেখে লোকটি বাড়ির ভিতরে যেতেই তার মেয়ে তাবাকা পিতাকে জিজ্ঞেস করছে বাবা আজ এত দেরি হ'ল কেন? তাছাড়া তোমাকে আজকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন? মনে হয় বাড়ি ফিরার পথে কারো সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে। লোকটি মেয়েকে বলল, মা আর বলিসনা আজ বাজার থেকে বের হ'তেই একটা বোকা মানুষের সাক্ষাত ঘটে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনে ঝগড়া করতে করতে বাড়ি ফিরতে এত দেরি হ'ল। তাবাকা বলল, তার সাথে কিজন্য ঝগড়া করলে? সে কি কথা বলেছে, বলতো শুনি? লোকটি মেয়ের কাছে সমস্ত ঘটনা বলল। তখন তাবাকা বলল, বাবা তুমি কি তাকে গালি দিয়েছ। সে অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ, বোকা নয়। লোকটি মেয়েকে বলল, তুমি কি করে বুঝলে সে জ্ঞানী মানুষ? তাবাকা বলল, আমি এই বাজার খরচগুলি ঘরের ভিতরে রেখে আসি ততক্ষণে তুমি শান্ত হয়ে বস। আমি এসে তার কথাগুলি একটা একটা করে বলে দিব। কিন্তু বাবা এত বড় জ্ঞানী মানুষকে ছেড়ে না দিয়ে আমাদের বাড়ীতে মেহেমান করে আনলে না কেন? লোকটি বলল, সে আমাদের বৈঠকখানায় বসে আছে।

তাবাকা বলল, বাবা এক এক করে লোকটির কথাগুলির জবাব বলছি শোন-

১। বহন করার দ্বারা সান বলতে চেয়েছিল আপনি আমাকে গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে পথ চলবেন, না আমি আপনাকে গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে পথ চলব?

২। যদি জমিতে থাকা অবস্থায় ফসলের মালিক ফসল বিক্রি করে মূলধন নিয়ে থাকে, তাহ'লে ফসল খাওয়া হয়েছে। আর যদি ফসল বিক্রি না করে থাকে তাহ'লে ঐ জমির ফসল খাওয়া হয়নি। সান একথাই বুঝাতে চেয়েছিল। বাবা তুমি তার কথা বুঝতে পারনি।

৩। মৃতব্যক্তি ছাড়া কারো জানাযার ছালাত পড়ান হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে তার কি কোন সন্তানাদি দুনিয়াতে জীবিত আছে? যদি তার সন্তানাদি জীবিত থাকে তাহ'লে সে জীবিত এই অর্থে যে, তার সন্তানদেরকে বলা হবে অমুকের ছেলে অমুক। দুনিয়াতে তার নাম প্রচার থাকা মানে মৃতব্যক্তি জীবিত থাকা। কিন্তু যদি তার সন্তানাদি কিছুই না থাকে, তাহ'লে তার নাম কেউ স্মরণ করবে না। আর তার নাম সমাজে প্রচার না থাকে মানে সে একেবারে মৃত।

৪। গরুগুলি তো মাঠের মধ্যে আছে। যদি গরুর রাখাল না থাকে তাহ'লে গরুগুলি ছুটাছুটি করে এদিক সেদিক চলে যাবে। আর গরুগুলির রাখাল থাকলে কোথাও যেতে পারবে না। ঐ রাখালই হ'ল গরুগুলির মাথা। এই ছিল তার প্রশ্নগুলির রহস্য।

* গ্রাম প্রশিকটা, পোঃ পুনট, কালাই, জয়পুরহাট।

ক্ষেত-খামার

গরু মোটাতাজাকরণ

গরু মোটাতাজাকরণ হ'ল একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় গরু একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এবং উন্নত খাবার খাইয়ে মোটাতাজা বা মাংসল করে বাজারজাত করা হয়। এটা একটা লাভজনক ব্যবসা।

যে কারণে মোটাতাজা করা হয়ঃ

১. অল্প সময়ে গরু মোটাতাজা করে বেশী বেশী বাজারজাত করে অনেক লাভবান হওয়া যায়।

২. অল্প সময়ে মূলধন খাটিয়ে বেশী লাভসহ মূলধন ফেরত পাওয়া যায়।

৩. গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বেকার যুবসমাজকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূর করা যায়।

৪. কর্মসূচিতে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি কম থাকে।

৫. উন্নত শঙ্কর জাতের গরু না পাওয়া গেলেও স্থানীয় বাজার থেকে কম দামে সংগ্রহ করে কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

৬. গরু মোটাতাজাকরণ খামার স্থাপনের জন্য খুব বেশী শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকেরও প্রয়োজন হয় না।

৭. বিভিন্ন খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার করা যায়।

গরু মোটাতাজাকরণে যে বিষয়গুলির প্রতি নযর দিতে হবেঃ

১. গরু নির্বাচন ও ক্রয় করা।
২. গরুর জন্য বাসস্থান নির্মাণ।
৩. চিকিৎসা প্রদান।
৪. সুষম খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

গরু নির্বাচন ও ক্রয়ঃ

কুরবানীর তিন-চার মাস আগে কর্মসূচি হাতে নিলে বেশী সংখ্যক গরু ভাল দামে সহজেই বাজারজাত করা যায়। মোটাতাজাকরণের জন্য যে গরু নির্বাচন করা হবে তা এঁড়ে বাছুর হ'লে ভাল হয়। তবে প্রজননের অনুপযুক্ত ষাঁড়, বকনা বা গাভীও মোটাতাজা করার জন্য নির্বাচন করা যায়। শঙ্কর জাতের গরু মোটাতাজা করলে বেশী লাভবান হওয়া যায়। গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচির জন্য সাধারণত দেড় থেকে দু'বছর বয়সের এঁড়ে বাছুর ক্রয় করা ভাল। বাছুর ক্রয় করার সময় বাছুরের কতগুলি বৈশিষ্ট্য দেখে বাছুর নির্বাচন করতে হয়। যেমন- ১. ভাল জাতের বাছুর ২. প্রশস্ত কপালবিশিষ্ট বাছুর ৩. ঘাড় খাটো প্রকৃতির ৪. হাড়ের জোড়াগুলি মোটা প্রকৃতির হওয়া, ইত্যাদি।

গরুর জন্য বাসস্থান নির্মাণঃ

মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ায় গরুকে ঘরে বেঁধে পালতে হবে। প্রতিটি গরুর জন্য ৩-৪ বর্গমিটার জায়গা হিসাবে ঘর তৈরী করতে হবে। ঘরের মেঝে ইট বিছানো বা পাকা হ'লে ভাল হয়। তবে খুব মসৃণ করা যাবে না। ঘরের চালা টিন বা ছন দিয়ে করা যায়। চালা যেন বেশী গরম না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। চারদিকে দেয়াল, কাঠ বা বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘর তৈরী করা যায়। তবে চারদিক খোলামেলা রাখতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে। ঘরের মেঝে একদিকে ঢালু করতে হবে যাতে গরুর গোবর, চনা গড়িয়ে ড্রেন দিয়ে দূরে গর্তে চলে যায়। ঘরটি সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

পশুর কৃমির চিকিৎসাঃ

পশুকে কৃমির ওষুধ খাইয়ে প্রথমে কৃমিমুক্ত করতে হবে। পশুর দেহের ভেতর ও বাইরের উভয় পরজীবীরই চিকিৎসা দিতে হবে।

রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাঃ

পশুর কোন রোগ-ব্যাধি থাকলে বা রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করতে হবে। কৃমি চিকিৎসার সাথে সাথে বলবর্ধক বা শরীরে বিপাকীয় কাজে সহায়তাকারী যেমন- কেটামল দিয়ে চিকিৎসা করানো যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে পশু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

গবাদি পশুর খাদ্য সরবরাহ

গরু মোটাতাজাকরণের জন্য পশুর খাদ্য সরবরাহের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা খাদ্য থেকে পশু পুষ্টি পায় এবং শরীর দ্রুত বাড়ে। আমিষ, শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের মধ্যে চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, বাদাম, তিল, সরিষা বা সয়াবিনের খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, ভুট্টা বা গম ভাঙা, ঝোলাগুড়, খড় উল্লেখযোগ্য। ইউরিয়া ও ঝোলাগুড় বা মোলাসেস মেশানো খাদ্য গবাদি পশুকে মোটাতাজাকরণে বিশেষ সহায়ক। ইউরিয়া ও ঝোলাগুড় দু'ভাবে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। যেমন-

১. খড়ের সাথে মিশিয়ে ২. দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে। মোটাতাজাকরণের জন্য ইউরিয়া ঝোলাগুড় স্ট্র এবং ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক উত্তম খাদ্য। তবে এ দু'টি খাদ্য একই সাথে খাওয়ানো যাবে না। ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ালে পশুকে ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় না দিয়ে শুধু খড় খাওয়াতে হবে। পশুকে প্রচুর পানি খাওয়াতে হবে। খড় ছোট ছোট করে কেটে ভিজিয়ে দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে পশুকে খাওয়ানো যায়। বাড়িতে খাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ না ফেলে পশুর খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। কাঁচা ঘাসের অভাব হ'লে পশুকে ইপিল, ডেউয়া, কাঁঠাল, বাবলা, কাঞ্চন, মান্দার গাছের পাতা খাওয়ানো যায়।

মোটাতাজাকরণের জন্য ১৫০-২০০ কেজি ওযনের একটি গরুর দৈনিক খাদ্য তালিকাঃ

১. ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাতকৃত খড়-৩ কেজি

২. সবুজ কাঁচা ঘাস- ১০ কেজি

৩. দানাদার খাদ্যঃ (ক) চাউলের কুঁড়া- ১ কেজি (খ) গমের ভুসি- ১.২৫ কেজি (গ) তিলের খৈল- ৪০০ গ্রাম (ঘ) হাড়ের গুঁড়া- ৫০ গ্রাম (ঙ) লবণ- ৫০ গ্রাম (চ) ঝোলাগুড়- ২৫০ গ্রাম, মোট = ৩ কেজি।

১. ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাতকৃত খড়ঃ

খড় শক্ত আঁশযুক্ত গোখাদ্য। এতে মাত্র ৩- ৩.৫% আমিষ থাকে। খড়ের খাদ্যমান কম বিধায় এর মাধ্যমে পশুর পুষ্টি চাহিদা মেটানো যায় না। এই খড়কেই ইউরিয়া দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করলে খড়ে আমিষের পরিমাণ বেড়ে অধিক পুষ্টি হয় এবং খড়ের পরিপাচ্যতা বাড়ে। ইউরিয়া দিয়ে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণে যেসব জিনিসের প্রয়োজন সেগুলি হ'ল-

(১) ছিদ্রবিহীন বায়ুরোধক পাত্র, যেমন- বাঁশের ডোল, পাকা গর্ত, পলিথিন বিছানো মাটির গর্ত। (২) খড়- ১০ কেজি (৩) ইউরিয়া- ০.৫ কেজি (৪) পানি- ১০ লিটার (৫) একটি মাঝারি বাঁশের জেল (৬) ছালা, পলিথিন, মাটি ইত্যাদি। (৭) একটি ১০/১২ কেজি পরিমাণ পানির বালতি।

প্রথমে খড়গুলিকে এক ফুটের মত লম্বা করে কেটে নিতে হবে। বালতির মধ্যে পানি ও ইউরিয়া গুলে নিতে হবে। সাধারণত যতটুকু খড় প্রক্রিয়াজাত করতে হয় তার ওযনের শতকরা ৫ ভাগ ইউরিয়া নিতে হয় এবং খড়ের সমপরিমাণ পানি নিতে হয়। ডোলটির বাইরের দিক কাদা দিয়ে লেপে ছিদ্র বন্ধ করে নিতে হবে। কাদা শুকানোর পর ডোলের ভেতর ভাল করে খড় দিয়ে ইউরিয়ামিশ্রিত পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ডোলে সমস্ত খড় চেপে চেপে ইউরিয়া মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে ভর্তি করতে হবে। তারপর ডোলের মুখ চট ও পলিথিন দিয়ে ভাল করে বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে বাতাস এবং পানি না ঢুকতে পারে। এভাবে ১০ দিন রাখার পর ডোল থেকে খড় বের করে রোদে শুকিয়ে পরিমাণ মত পশুকে খাওয়াতে হবে। একটি পূর্ণবয়স্ক গরুকে প্রতিদিন ৩ কেজি এরূপ খড় খাওয়ানো যায়। খড়ের সাথে একটি গরুকে দৈনিক ৩০০-৪০০ গ্রাম ঝোলাগুড় মিশিয়ে দিলে খড়ের খাদ্যমান আরো বাড়ে এবং পশু বেশী পুষ্টি পায়।

খড়ের সাথে ইউরিয়া মেশানোর অনুপাত

খড় ১০ কেজি- ইউরিয়া ০.৫ কেজি, পানি ১০ লিটার।
খড় ২০ কেজি- ইউরিয়া ১.০ কেজি, পানি ২০ লিটার।
খড় ৩০ কেজি- ইউরিয়া ১.৫ কেজি, পানি ৩০ লিটার।

***

আত-তাহরীক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

॥ আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ॥

সম্মানিত পাঠক! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার অনন্য মুখপত্র আপনাদের প্রিয় গবেষণা পত্রিকা **'মাসিক আত-তাহরীক'** অনেক চড়াই-উৎরাই পেড়িয়ে ৮ম বর্ষ অতিক্রম করে ৯ম বর্ষে পদার্পন করেছে। ডিসেম্বর'০৫ সংখ্যার মাধ্যমে ৯ম বর্ষের ৩য় সংখ্যা প্রকাশ হ'ল। আমাদের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আপনাদের সহযোগিতাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জীভূত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত এই অনন্য মুখপত্রটি সেপ্টেম্বর ১৯৯৭-এর সূচনা লগ্ন থেকেই বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবেষ্টিত মানবতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে মাইলফলক হিসাবে কাজ করে আসছে। দেশ-বিদেশে সাড়াও পেয়েছে আশানুরূপ। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাভাষী মুসলমানদের নিকটে এমন একটি পত্রিকা ছিল দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যৎসামান্য হ'লেও চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছি। ফালিল্লা-হিল হামদ।

প্রিয় পাঠক! আমরা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি পত্রিকাটির মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখতে। সেকারণ দীর্ঘ আট বছরে অসংখ্যবার কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হ'লেও পাঠকদের কথা সুবিবেচনা করে আমরা মাত্র একবার মূল্যবৃদ্ধি করেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, সম্প্রতি আকস্মাৎ কাগজের অত্যধিক (৩৫-৪০%) মূল্যবৃদ্ধির কারণে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা পত্রিকাটির বর্তমান মূল্য ১২/= টাকার পরিবর্তে জানুয়ারী'০৬ সংখ্যা থেকে ২(দুই) টাকা বৃদ্ধি করে ১৪/= টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। যেমনটি অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। আমরা জানি এই মূল্যবৃদ্ধি আপনাদের কাম্য নয়। কিন্তু 'দ্বীনে হক্ব' প্রচারের এই নির্ভরযোগ্য ব্যতিক্রম মুখপত্রটি বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে এর কোন বিকল্প ছিল না। আশা করি দ্রব্যমূল্যের অনাকাঙ্খিত উর্ধ্বগতির এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আপনাদের প্রিয় **'আত-তাহরীক'**-এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধি কষ্টের কারণ হবে না। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতাই উন্মোচিত করবে আমাদের সাফল্যের দ্বার। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীন অনুযায়ী চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক

কবিতা

আবর্জনা

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়ালক্ষীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

কি বলব আজ এই সমাজের ভেবে কিছু ঠিক না পাই
দুঃখ-ব্যথায় পাঁজর ভাঙ্গে জীবন ভরে হতাশায়।
লোক সমাজে বড় যারা প্রধান মোড়ল মান্যমান
ঘৃণায় ভরে দেখলে তাদের চরিত্র আর স্বভাবখান।
মিথ্যা কথা ধোঁকাবাজি লোক-ঠকানোর চেষ্টাতে
নিত্য নতুন কায়দা-কানূন চলছে সারা দেশটাতে।
পড়ে মোরা ঠকের হাতে সবাই যেন ঠকছি আজ
দুঃখ-জ্বালার আগুনে তাই মরছে পুড়ে এই সমাজ।
আজকে যারা চালাক-চতুর মিথ্যাবাদী ধুরন্ধর
তারাই বেশী সমাজপতি প্রধান মোড়ল মাতব্বর।
তাস পাশা আর জুয়া মদের আসর তারা জমায় বেশ
নির্লজ্জ আর বেহায়াপনার নেইকো সীমা নেইকো শেষ।
সূদ ব্যবসা মজুদদারী অর্ধেক টাকায় ডবল লাভ
কিনছে গরীব-কাঙ্গালের ধন পড়েছে যখন টান অভাব।
নেইকো কোন বিচার আচার তাদের বেলায় সমাজে
যদিও তারা অপরাধী সকলখানে সবকাজে।
টাকা তাদের পয়সা তাদের বড় বাড়ী বড় ঘর
সে কারণেই আজকে তারা সমাজে পায় উচ্চস্তর।
নাইবা থাকুক ভাল স্বভাব ন্যায়নীতি আর হক্ব ইনছাফ
মমত্ববোধ দয়া ক্ষমা নেইকো হৃদয় নেইকো মাফ।
ভাই ভাতিজা টাউট তাদের ছেলেমেয়ে সবই প্রায়
খুঁজলে তারই প্রমাণ মিলে এই সমাজের প্রতি ঠাঁই।
তাদের দ্বারাই হচ্ছে যত দুর্নীতি আর মন্দ কাজ
আজকে তারাই ভাল মানুষ হিরো জিরো মহারাজ।
কার কথা কই কারবা রাখি কারবা করি সুনাম ভাই
ইমাম খতীব হাজী কাযী মৌলভী আর মুন্সী নাই।
অধিকাংশের লোভের ব্যাধি ভুগছে সবাই এই রোগে
সবাই যেন পাগলপারা এই ধরণীর সুখ ভোগে।
আর সহে না এই যাতনা দুঃখ জ্বালার পাহাড় চাপ
সব সমাজে আসুক ফিরে ন্যায়নীতি আর হক্ব-ইনছাফ।

***

অন্ধ সময় স্রোত

-মাহবুবুল হক্ব
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চোখ মেললেই দেখি মহাকালের যাত্রা বুঝি গেছে থেমে
বারে বারে এ কিসের অশনি সংকেত আসছে নেমে।
মানবতা আজ গুমরে কাঁদে, সভ্যতা মরে হয়েছে লাশ
অশান্ত প্রহর গুনতে গুনতে উঠছে সবার নাভিশ্বাস।
নরপিশাচেরা আজ মেতেছে নেশায়, খেলছে রক্তহোলি
এমন করে আর দিন দিন কত তাজা প্রাণ হবে বলি।
প্রতিদিন কত খুঁড়ব কবর, জ্বলবে অগ্নিচিতা
সন্ত্রাসীদের নগ্ন থাবায় বিপন্ন মোদের স্বাধীনতা।
ধরা পড়ে শুধু চুনোপুঁটি, আড়ালে থেকে যায় রাঘব বোয়াল
ভাঙ্গতে হবে উচ্ছৃঙ্খলতা দুর্নীতি আর অনিয়মের বেড়াজাল।
সত্যের কণ্ঠ চেপে ধরে আজি ক্ষমতাদর্পী হাত
সংঘবদ্ধ হচ্ছে না কেউ, হচ্ছে না মুখর প্রতিবাদ।
সবুজ এই শান্ত ভূ-খণ্ড ছেয়ে গেছে দুর্নীতি আর অরাজকতায়
নেই কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা, দেশটা বোধ হয় ভূতে চালায়।
শুভ দিন আর আসেনাতো ফিরে, সত্যের রং হয়েছে ফিকে
এ কোন অন্ধ সময়স্রোত আজ বয়ে চলেছে চারিদিকে?

***

ভোরের ছালাত

-মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
রঘুরামপুর, কুমিল্লা।

প্রভুর স্মরণে আলোর সন্ধানে সবাই খোল আঁখি
আঁধার গিয়েছে ভোর হয়েছে উঠবে তরুণ রবি।
মসজিদ মিনারে মধুর সুরে আযান দিয়েছে মুওয়াযযিন
ঘুম ছেড়ে জলদি আস ছালাত আদায় কর হে মুমিন!
ওরে গাফেল তন্দ্রায় বিভোর তুমি কেন অচেতন?
পশুপাখি যিকির করে তুমি হও সচেতন।
আঁধার রাত শেষ হয়েছে জাগ হে মুসলমান
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভাল হাদীছের ফরমান।
দিবা-রাত্রী ছালাত কায়েম কর নাজাত পাবে হাশরে
আল্লাহ পাক খুশি হবেন সুখে থাকবে কবরে।
ছালাত হ'ল জান্নাতের চাবি আদায় কর জামা'আতে,
আল্লাহ পাকের দিদার তুমি লাভ করবে জান্নাতে॥

***

এইতো মোদের পণ

-শহীদুল ইসলাম
বান্দাইখাড়া কলেজ, নওগাঁ।

অপশক্তির বর্বরতায় মেতেছে আজ যে দল
থাকবে না একদিন ক্ষমতার দম্ভ
থাকবে না সে অপবল।
নিজের সৃষ্ট নিয়ম-নীতি
নিজেই করে ভক্ষণ
দেশ জুড়ে আজ অশুভ ছায়া
কে করিবে রক্ষণ।
ক্ষমতার লোভে দিশেহারা
ধ্বংসলীলায় মত্ত ওরা
ওরাই আজ হায়েনা
অহি-র ধ্রুব বার্তা ওরা
শুনবে না আজ মানবে না।
ভয় নাই তবু ভয় নাই, ওরে সত্যদ্রষ্টার দল
কে নিবে কেড়ে আমল সত্তা
আছে মোদের অহি-র বিধানের বল।
ভয় নাই ওরে মহান নেতা
ভয় তোমাদের নাই
জানি মোরা সবে, নিয়ে আছ কত ব্যাথা
নিষ্ঠুর সে কারায়।
আমরাও জ্বলছি অন্তর জ্বালায় জ্বলবো আমরণ
তবুও মোদের পণ
সঁপে জীবন প্রাণ
চলবেই মোদের দেশ জুড়ে আজ
সত্য-মুক্তির আন্দোলন
আহলেহাদীছ আন্দোলন॥

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে বলে।
২। সূর্যের অত্যধিক উজ্জ্বলতায় তারা দেখা যায় না।
৩। বাতাসের সাহায্যে জলীয় বাষ্প উপরে উঠে জমাট বাঁধলে মেঘ সৃষ্টি হয়।
৪। চাঁদের আকর্ষণেই জোয়ার হয়। তবে কখনো সূর্যের আকর্ষণেও হয়।
৫। চাঁদের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আকর্ষণ কম হ'লেই ভাটা হয়।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। বাংলাদেশ ২। ৩১টি ৩। ১২০ কি.মি.।
৪। রাজশাহী। ৫। ৩টি। ৬। পটুয়াখালী।
৭। সুন্দরবন।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। পানি ফুটাতে শুরু করলে বুদবুদের সৃষ্টি হয় কেন?
২। বরফকে কাঠের গুড়া দিয়ে ঢেকে রাখা হয় কেন?
৩। শীতকালে বদ্ধ ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমানো উচিৎ নয় কেন?
৪। ভেন্টিলেটরের কাজ কি?
৫। রান্না করতে কোন ধাতুর পাত্র সুবিধাজনক এবং কেন?

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। দেশের সর্বপ্রথম কোথায় বায়ুবিদ্যুৎ চালু হয়?
২। কর্ণফুলী কাগজে প্রধানত কি ব্যবহৃত হয়?
৩। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প কি?
৪। বাংলাদেশের জ্বালানী তেল শোধনাগারটি কোথায় অবস্থিত?
৫। বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র তৈরীর কারখানা কোথায় অবস্থিত?

শিহাবুদ্দীন আহমাদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

শুকুলপট্টী, নাটোর ১৪ ডিসেম্বর বুধবারঃ অদ্য বেলা ১১-টায় শুকুলপট্টী 'হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা'য় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' নাটোর যেলা পরিচালক মাওলানা মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয আব্দুল বারী এবং জাগরণী পেশ করে আব্দুস সালাম।

মনিরামপুর, যশোর ২৫ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মনিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মাওলানা বযলুর রশীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যশোর যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ২৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ২ জানুয়ারী সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সমাপনী ভাষণ পেশ করেন যেলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা জনাব কফীলুদ্দীন। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি সাখাওয়াত হুসাইন।

নশিপুর, বগুড়া ৩ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর নশিপুর 'আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা'য় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক জনাব হাফেয মুখলেছুর রহমান।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

শাপলা প্লাজা
গৌরহাঙ্গা, ষ্টেশন রোড,
(রেলগেইট), রাজশাহী-৬৩০০
ফোনঃ ৭৭৩০৬৬

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

মার্কিন কোম্পানী গ্যাসখাতে ২শ' ৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'ডব্লিউজি পেট্রোলিয়াম এলএলসি' বাংলাদেশের গ্যাস এবং রিফাইনারি খাতে আড়াই বিলিয়ন (২শ' ৫০ কোটি) ডলার বিনিয়োগ করবে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে বাংলাদেশের 'মদীনা গ্যাস কোম্পানী'র একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দু'টি সিলেটে গ্যাস এবং চট্টগ্রামে রিফাইনারী খাতে যৌথভাবে বিনিয়োগ করবে। গত ১১ ডিসেম্বর সকালে শিল্পমন্ত্রী মতীউর রহমান নিজামীর সাথে তাঁর মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে সফররত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম গাষ্টের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করতে এলে এ তথ্য জানানো হয়। শিল্পমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে মার্কিন প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের সার্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার প্রদত্ত সুবিধাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সোনালী আঁশ এখন ডায়মণ্ড ফাইবার

আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন করে পাটের কদর বাড়ছে। এককালের 'গোল্ডেন ফাইবার' (সোনালী আঁশ) পাটকে এখন বলা হচ্ছে 'ডায়মণ্ড ফাইবার'। পাট এখন বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ, টয়োটা, ফোর্ডের মত নামীদামী গাড়ী নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া বিদেশী নির্মাণ, বস্ত্র, ইনসুলেশন, জিও টেক্সটাইল, হেলফকেয়ার, ফুটওয়্যার, ইলেকট্রনিক্স শিল্প ও কম্পিউটারের বডি তৈরী ইত্যাদিতেও পাট ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুর্নীতির শীর্ষে রাজনৈতিক দল

'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালে'র (টিআই) এক জরিপে রাজনৈতিক দলকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পরে রয়েছে পার্লামেন্ট, পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থা। 'গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০০৫' শীর্ষক এই জরিপে ৬৯টি দেশের মধ্যে ৪৫টি দেশের উত্তরদাতারা দ্বিতীয় বছরের মতো ঘুষ-দুর্নীতির তালিকায় রাজনৈতিক দলকে শীর্ষস্থান দিয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫৫ হাযার। 'স্টিলিং দ্য ফিউচারঃ করাপশন ইন দ্য ক্লাসরুম' শিরোনামীয় 'টিআই'র আরেকটি জরিপে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসাবে শিক্ষা ক্ষেত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুর্নীতির ডালপালা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই দু'জরিপ রিপোর্ট সম্পর্কে 'টিআই' চেয়ারপার্সন বলেছেন, দুর্নীতি আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। গরীবের উপর দুর্নীতির ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। এ ব্যাপারে মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তারা দুর্নীতি প্রতিরোধে কিছুই করতে পারবে না।

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হচ্ছে

উচ্চশিক্ষা স্তরে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। ফলে সরকারী, বেসরকারী সকল বিশ্ববিদ্যালয় যে যার খেয়াল-খুশীমত পদ্ধতি তৈরী করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ণ এবং ফলাফল প্রকাশ করে আসছে। এমনকি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুষদ ও ইনষ্টিটিউটগুলি যে যার খেয়ালমত এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, এমনকি ঐ আইনের সংশোধনীতেও এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এতে করে উচ্চশিক্ষার মানদণ্ড নিয়ে সরকারী-বেসরকারী চাকরীসহ সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরে জটিল পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে সরকারী-বেসরকারী সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' (ইউজিসি)। এদিকে দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যাপারে 'ইউজিসি'র প্রস্তাবে একমত হয়েছেন। তারা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলে 'ইউজিসি' প্রস্তাবিত অভিন্ন গ্রেডিংয়ের খসড়া উপস্থাপন করবেন। বাস্তবায়ন পর্যায়ে কারো কোন যুক্তি, বক্তব্য বা সুপারিশ থাকলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।

গত ২৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে দেশের প্রায় সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা বৈঠকে মিলিত হন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষার ফল একই নিয়মে তৈরী হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। তবে 'ইউজিসি'র প্রস্তাবিত খসড়ার সঙ্গে কোন কোন উপাচার্য দ্বিমত পোষণ করেন।

৯টি ধাপে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির যে খসড়া তৈরী করেছে তা হ'ল- 'এ' গ্রেড= ৯০-১০০, 'এ-'= ৮৫-৮৯, 'বি+'=৮০-৮৪, 'বি'=৭৫-৭৯, 'বি-'=৭০-৭৪, 'সি+'=৬৫-৬৯, 'সি'=৬০-৬৪, 'সি-'=৫৫-৫৯ এবং 'ডি'= ৫০-৫৪।

রেলওয়ের জমি বিক্রি ও লিজের নতুন নীতিমালা হচ্ছে

বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি লিজ ও বিক্রির নতুন নীতিমালা হচ্ছে। নতুন নীতিমালায় বিনা মূল্যে বা প্রতীকী মূল্যে রেলওয়ের কোন জমি কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি বা হস্তান্তরের সুযোগ থাকবে না। নতুন নীতিমালার খসড়া ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। কমিটির অনুমোদন পেলেই তা কার্যকর হবে। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোডের ৮২ নং ধারা অনুযায়ী প্রথমে রেলওয়ে জমি বিক্রি ও হস্তান্তর হ'ত। পরে রেলওয়ে অথরিটি রেগুলেশন অনুযায়ী একটি নীতিমালা করা হয়। এই নীতিমালার আলোকে ৯৮ সালের ৮ অক্টোবর ভূমি

মন্ত্রণালয় একটি স্মরক প্রকাশ করে এরপর থেকেই এই স্মারক অনুযায়ী রেলওয়ের জমি বিক্রি হয়ে আসছে। কিন্তু বিদ্যমান নীতিমালা নিয়ে রয়েছে নানান বিতর্ক। একারণেই নতুন নীতিমালা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী রেলওয়ে জমির বাজার মূল্য নির্ধারণ হবে ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী।

বাংলাদেশ ব্যাংকে বিএবির ৩ প্রস্তাব

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি)-এর প্রস্তাব নাকচ করে নূন্যতম পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের নিত্যদিনের তথ্য সরবরাহে সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সার্কুলার জারির পর এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ৩ মাস শিথিল করলেও আগামী ১লা এপ্রিল থেকে প্রতিটি তফসিলী ব্যাংকের প্রতিদিনের লেনদেনের প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাতে হবে। বিএবি'র সভাপতি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ডঃ সালেহ উদ্দীন আহমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বেসরকারী ব্যাংক পরিচালনায় বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন। এ সময় তারা প্রতিদিনের নগদ লেনদেনের তথ্য (সিটিআর) বাংলাদেশ ব্যাংকে সরবরাহ, ব্যাংকিং খাতের উপর আরোপিত আয়কর এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে বিদেশী এক্সচেঞ্জ অফিসগুলোর উপর আরোপিত ১ লাখ ডলারের গ্যারান্টি প্রত্যাহারের আবেদন জানান।

রিজার্ভ ৮.৩ শতাংশ বেড়েছে

গত অর্থ বছরে (২০০৪-০৫) দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৮ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। বিদেশ থেকে বাংলাদেশীদের পাঠানো আয়ের অর্থ ও রফতানী আয় ক্রমান্বয়ে বাড়ার কারণে ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দারায় ২৯৩ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সদ্য প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে এ তথ্য দেয়া হয়। রিপোর্টে বলা হয়, ২০০৪ সালের জুনে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৭০ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার। ২০০৫ সালের জুনে তা ৮ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৩ কোটি মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে বাণিজ্যিক ও তফসিলসহ সকল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ৩২০ কোটি ৮২ লাখ মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

তুলার বিকল্প হ'তে যাচ্ছে পাট

বাংলাদেশের পাটের সামনে এখন আরেক নতুন সম্ভাবনা কড়া নাড়তে শুরু করেছে। প্রয়োজনীয় তুলা উৎপাদনের অভাবে বাংলাদেশের যে টেক্সটাইল সেক্টরের যথাযথ বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেই তুলার বিকল্প হ'তে যাচ্ছে পাট। আর এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে অষ্ট্রেলিয়া। অষ্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ উলের সাথে বাংলাদেশের পাটের সংমিশ্রণে তৈরী হবে নতুন ধরনের সুতা। এই সুতা থেকেই তৈরী করা হবে বিভিন্ন ধরনের কাপড়। ফলে তৈরী পোষাকের জন্য বাংলাদেশকে আর বিদেশ থেকে অধিক মূল্যে কাপড় বা সুতা আমদানীর প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া পাট ও উলের সংমিশ্রনে তৈরী এই সুতা বা কাপড়ও হবে তুলনামূলক সস্তা।

কক্সবাজারে চোরাই 'মাদার ট্রি'র কাঠ দিয়ে তৈরী করা হচ্ছে কার্গো ও ফিশিং বোট

চট্টগ্রাম বন সার্কেলের ৪টি বন বিভাগের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে প্রায় ২৫ কোটি টাকার শত বছরের পুরনো 'মাদার ট্রি' কেটে কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল ও নদী তীরবর্তী এলাকায় চোরাই কাঠ দিয়ে শতাধিক কার্গো, ফিশিং বোট ও নৌকা সাম্পান তৈরী হচ্ছে। বন বিভাগ ও পুলিশের টোকেন নিয়ে এসব বোট প্রকাশ্যে নির্মাণ করা হ'লেও প্রশাসন রয়েছে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগ, কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপযেলায় বর্তমানে চোরাই কাঠ দিয়ে এসব বোট ও নৌকা সাম্পান তৈরী হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন সার্কেলের লামা, কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান শত বছরের পুরনো 'মাদার ট্রি' কেটে একশ্রেণীর অসাধু চোরাই কাঠ ব্যবসায়ী বোট নির্মাতাদের কাছে সরবরাহ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব বোট তৈরীর জন্য লম্বা তক্তাসহ বিভিন্ন সাইজের কাঠের প্রয়োজন হচ্ছে প্রায় ২৫ কোটি টাকার। সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ কাটা আইনত নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে নির্মিত শতাধিক বোট তৈরীর কাজে কোন অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

পাটখাত ধ্বংস করছে বিশ্বব্যাংক

ভারতীয় পাট কলগুলোর স্বার্থে বিশ্বব্যাংক সুকৌশলে বাংলাদেশের পাটখাত ধ্বংস করলেও সরকার রহস্যজনক কারণে নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশের পাটখাত সংস্কারের নামে ঋণ সহায়তার কথা বলে বিশ্বব্যাংক পাট শিল্প ধ্বংসকারী বৈষম্যমূলক নীতি চাঁপিয়ে দেবার পর গত এক যুগে এদেশে নতুন একটি পাট কল স্থাপনতো দূরের কথা, বরং ঐতিহ্যবাহী ৩০টি পাটকল ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। আর এ ব্যাপারে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং বেসরকারী পাট কলগুলোর সাথে বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে পাটখাত ধ্বংসের ষোলকলা এখন পূর্ণ হ'তে চলেছে। এমনকি বেসরকারী পাটকলগুলোর পাওনা ৫৩ কোটি টাকাও সরকার দীর্ঘদিন যাবত পরিশোধ না করে পাটখাত ধ্বংসের নেপথ্যে উৎসাহ যোগাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ এদেশের প্রধান কৃষিপণ্য পাট ও পাট শিল্পের সাথে প্রায় ৩ কোটি মানুষের ভাগ্য জড়িত। বেসরকারী পাটকলগুলির সমিতি 'বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ)' অবিলম্বে তাদের পাওনা ৫৩ কোটি টাকা পরিশোধের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, অর্থ মন্ত্রণালয় এই টাকা ছাড় করলে এ মাসের মধ্যেই বন্ধ ২৪টি পাটকল পূর্ণোদ্যমে চালু করা সম্ভব এবং এতে প্রায় ৩৫ হাযার লোকের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সেই সাথে বন্ধ পাটকলগুলি আবার উৎপাদনে যেতে সক্ষম হ'লে পাটপণ্য রফতানীর মাধ্যমে বছরে অতিরিক্ত এক হাযার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের পাটখাত সংস্কারে ১৯৯২ সালে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের (তৎকালীন হিসাবে প্রায় ১ হাযার কোটি টাকার) একটি বৃহৎ ঋণ প্রকল্প গ্রহণ করে। সরকারী খাতের পাটকল (বিজেএমসি) এবং বেসরকারী খাতের পাটকলগুলির

জন্য 'জেসাক' (জুল সেক্টর এডজাষ্টমেন্ট ক্রেডিট) প্রোগ্রাম নামের এই কর্মসূচীটি ছিল অত্যন্ত বৈষম্যমূলক, যা বাংলাদেশের পাটখাতের ভয়াবহ ক্ষতি করেছে। অথচ এর আগে সরকারী ও বেসরকারী খাতের পাটকলগুলিকে এদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে সবসময় সমান চোখেই দেখা হ'ত। কিন্তু জেসাকের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক সরকারী পাটকলগুলির জন্য এক ধরনের নীতি এবং বেসরকারী পাটকলগুলোর জন্য আরেক ধরনের হটকারী নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের পাট খাতের পতন শুরু হয় তখন থেকেই। পরে বিশ্বব্যাংক তাদের ভুল স্বীকার করে এবং এটি সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার কিংবা বিশ্বব্যাংক কেউই আর উদ্যোগ নেয়নি এবং জেসাক প্রকল্পের অবশিষ্ট ২০০ মিলিয়ন ডলারও বিশ্বব্যাংক পরিশোধ করেনি। বিশ্বব্যাংক বৈষম্যমূলক নীতির কারণে বেসরকারী খাতের ৩৫টি পাটকলের মধ্যে ২৪টিই বর্তমানে অর্থাভাবে বন্ধহয়ে আছে। ফলে বাংলাদেশ বছরে প্রায় হাযার কোটি টাকা মূল্যের ২ লাখ মেট্রিকটন পাটপণ্য তৈরী ও রফতানী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পিআরএস বাস্তবায়নে ১শ' ৮০ কোটি ডলার এডিবি সহায়তা

বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কৌশল (পিআরএস) বস্তবায়নে 'এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক' (এডিবি) জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে ১৫টি প্রকল্পে আগামী ৩ বছরে ১৮০ কোটি ডলার ঋণ দেবে। বাংলাদেশের এডিবি'র আবাসিক মিশন সূত্রে জানা যায় যেসব খাতে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা বেশ জটিল সেসব খাতে এডিবি তাদের সংযুক্তি বাড়াবে। কারণ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সেসব খাতের গুরুত্ব অত্যাধিক। যেমন জ্বালানী খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, নগরীগুলোতে পানি সরবরাহ এবং পয়নিষ্কাষন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেবে সংস্থাটি। এছাড়া কৃষি, পানসম্পদ ও আর্থিক খাতের সংস্কারের মত বিষয়গুলিতে তাদের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে এডিবি'র সদস্যপদ লাভের পর গত ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ১৫৮টি প্রকল্পে প্রায় ৭শ' ৮০ কোটি ডলার ঋণ প্রদান করেছে। এসব প্রকল্পের বাইরেও কারিগরি সহায়তা বাবদ বাংলাদেশকে প্রায় ১৫৮ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে এডিবি। বর্তমানে ২শ' ৬০ কোটি ডলার ব্যয় সাপেক্ষ ৩৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা দিচ্ছে সংস্থাটি। চলতি পঞ্জিকাবর্ষে এডিবি বাংলাদেশকে ৫টি প্রকল্পে প্রায় ৪৮৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুর করেছে। এডিবি অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথেও যৌথ প্রকল্পে ঋণ প্রদান করেছে। বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহায়তার প্রায় ৮০ ভাগই দিয়ে থাকে এডিবি, জাপান সরকার, যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (ডিএফআইডি) এবং বিশ্বব্যাংক।

উত্তরের নদ-নদীতে মারাত্মক নাব্যতা সংকটঃ বহু নৌযান আটকা পড়েছে

উজান থেকে পানির প্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে কমে যাবার কারণে উত্তরাঞ্চলে নদ-নদীর নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। দেশের সর্ববৃহৎ এবং প্রমত্তা যমুনা নদীর নাব্যতা আশংকাজনকভাবে কমে যাওয়ায় পণ্যবাহী নৌযানগুলি চলাচল করতে পারছে না। ইতিমধ্যেই বহু নৌযান যমুনার চরে আটকা পড়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যমুনার নাব্যতা অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ার কারণে পণ্য ও তেলবাহী জাহাযগুলি স্বাভাবিক চলাচল করতে পারছে না। নদীপথে আরিচা থেকে তেলবাহী জাহাযগুলি চিলমারী সহ অন্যান্য গন্তব্যে পৌঁছতে পারছে না। যে কারণে চিলমারী ডিপো জ্বালানী শূন্য হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যমুনা অয়েল কোম্পানীর বেশ কয়েকটি ট্যাংকার ইতিপূর্বে জ্বালানী বহনের সময়ে আটকা পড়লেও বহু কষ্টে সেগুলিকে গন্তব্যে পৌঁছানো হয়েছিল।

সূত্র মতে, গত ১৫ জানুয়ারী আরিচা থেকে সিরাজগঞ্জ যাবার পথে চর সুকুরিয়ায় প্রায় ৪ লাখ লিটার ডিজেল নিয়ে যুমনা অয়েল কোম্পানীর তেলবাহী জাহাজ 'তাপস' আটকা পড়ে। ইতিপূর্বে বিআইডাব্লুডি'-এর কর্মকর্তারা এক ঘোষণায় জানিয়েছিল যে, ৫ ফুট গভীর চ্যানেল দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারবে। অথচ ৫ ফুট ড্রাফটের চ্যানেল দিয়ে চলাচল কালেই তেলবাহী 'তাপস' চরে আটকে যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে দাবী করা হয় যে, অবিলম্বে আরিচা-সিরাজগঞ্জ রুটের চ্যানেলটি ডেজিং করা না হ'লে অরিচরেই এ রুটে সকল তেলবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।

অপরদিকে তেলবাহী জাহাজ চলাচল করতে না পারায় উত্তরাঞ্চলের চিলমারী সহ একাধিক তেলের ডিপো ইতিমধ্যেই তেলশূন্য হয়ে পড়েছে। যে কারণে বিকল্প হিসাবে উত্তর জনপদে বোরো মৌসুমে সেচ কাজ নিশ্চিত করতে বিপিসি চট্টগ্রাম থেকে যমুনা সেতু হয়ে সরাসরি রেলপথে রংপুর সহ আশপাশের অঞ্চলে তেল সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম
রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।
এম এন টেইলার্স
৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট, দোতলা, রাজশাহী। ঃ ৭৭৫৭৭৫
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
প্রয়োজনে একদিনেও পোষাক সরবরাহ
অটোমেটিক মেশিনে ফিউজিং
স্যুটের জন্য মনোরম কভার
কাপড়ের উন্মুক্ত মূল্য
সাদর আমন্ত্রণে
মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম
'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

বিদেশ

মসজিদ বন্ধে ব্লেয়ারের প্রস্তাব বাতিল

দেশে-বিদেশে তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনার মুখে ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত মসজিদ বন্ধের বিতর্কিত আইন স্থগিত করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চার্লস ক্লার্ক গত ১৫ ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে একথা জানিয়েছেন। 'হাউজ অব কমনসে'র নিম্নকক্ষে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বিতর্কিত আরেকটি প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্লামেন্ট সদস্যের ভোটে বাতিল হয়ে যাবার পরে তিনি মসজিদ বন্ধের আইনটি আর ভোটে তোলেননি। বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষক মহল জানান, চরম বৈষম্যমূলক আইনটি পাসের জন্য ভোটে তুললে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা এর বিপক্ষে ভোট দিয়ে এটাও বাতিল করে দিত।

মসজিদ বন্ধের আইনে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পুলিশের চোখে যে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি ব্রিটেনের মসজিদে থাকলে অথবা মসজিদ কর্তৃপক্ষের কারো গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হ'লে পুলিশ তৎক্ষণাৎ সে মসজিদ বন্ধ করে দিতে পারবে। সংখ্যালঘু ও উপাসনালয় বিরোধী এ ধরনের একটি অনৈতিক প্রস্তাব আইন হিসাবে পাস করা হ'লে ব্রিটেনের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্ম চর্চায় প্রশাসনের নগ্ন হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা আছে, একথা ভেবে বেশীরভাগ পার্লামেন্ট সদস্য প্রস্তাবটি বাতিল করে দিয়েছেন বলে পর্যবেক্ষকরা জানান।

বুশ বিপজ্জনক ব্যক্তি ও বাজে প্রেসিডেন্ট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে বিশ্বের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে'র এক জরিপে এই তথ্য পাওয়া গেছে। আমেরিকান বাহিনীর নেতৃত্বে নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে ইরাক দখলের ঘটনাটিকে বিশ্বের কেউই সমর্থন করেনি। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন সারাবিশ্ব থেকে জরিপে অংশ নেয়া প্রায় অর্ধেক লোক। এরা বলেছেন, জর্জ বুশ দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়াটাও বিশ্বের জন্য খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে আরেক খবরে জানা গেছে, মার্কিন ইতিহাসবিদদের অভিমত হ'ল, যুক্তরাষ্ট্রে এযাবত যত প্রেসিডেন্ট হয়েছে তার মধ্যে জর্জ বুশের অবস্থান সবচেয়ে নিকৃষ্টতম। এর আগে জর্জ বুশের মত একেবারে বাজে প্রেসিডেন্ট আর কেউ ছিল না। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ যেসন ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রি নিউজ নেটওয়ার্ক সেদেশের ৪৫০ জন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদের মতামত জরিপ করে। এর মধ্যে ৩৩৮ জন বলেন, জর্জ বুশ সবচেয়ে ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট। ৫০ জন বলেছেন, বুশ সবচেয়ে বাজে প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, জর্জ বুশের আগে যুক্তরাষ্ট্রে বাজে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নাম ছিল জেমস বুকানন-এর।

অপরদিকে বিবিসি সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২১ হাযার ৯৫৩ জনকে এই বিষয়ে এক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। ২১টি দেশের মধ্যে ১৬টি দেশের ৫৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী বলেছেন, দ্বিতীয়বার জর্জ বুশের প্রেসিডেন্ট হওয়াটা বিশ্ববাসীর জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বের জঘন্য মানবাধিকার লংঘণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর কোরিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র 'রডোং সিনমুনে' পত্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণিত মানবাধিকার লংঘনকারী অভিহিত করে বলা হয়, এই সাম্রাজ্যবাদী দেশটি স্বাধীনতা রক্ষা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে বিভিন্ন নিরপরাধ দেশে আগ্রাসী হামলা চালাচ্ছে এবং আক্রান্ত দেশগুলিতে লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ধ্বংসযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়ে চরমভাবে মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। বিশ্বে মানবাধিকার লংঘনে এই দেশটির রেকর্ড সবার শীর্ষে। প্রসঙ্গত ইরাকের নাম উল্লেখ করে পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র এই দখলীকৃত দেশটির জনগণের উপর জঘন্য নির্যাতন চালিয়ে মানবাধিকার লংঘনের যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে তা অবর্ণনীয় এবং এ জাতীয় অপরাধের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে।

বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় ১০ সিটির মধ্যে লণ্ডন প্রথম

সারাবিশ্বে পরিচালিত এক জরিপে জানা গেছে যে, লণ্ডন হচ্ছে শীর্ষ স্থানীয় ১০টি সিটির প্রথম এবং নিউইয়র্ক সপ্তম। প্যারিস দ্বিতীয়, সিডনী তৃতীয়, রোম চতুর্থ, বার্সিলোনা পঞ্চম, আমস্টারডাম ষষ্ঠ, লসএঞ্জেলেস অষ্টম, মাদ্রিদ নবম এবং দশম স্থানে রয়েছে বার্লিন। চাকরি, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং কম্যুনিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে জনমত জরিপে লণ্ডনকে শীর্ষে দেখেছেন এই জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৭,৫০২ জন ট্যুরিষ্ট। বিশেষ কারণে আরো ৫টি সিটির নাম সারাবিশ্বে জনপ্রিয় হয়েছে। এগুলি হচ্ছে প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য বার্লিন, ৯/১১-এর কারণে নিউইয়র্ক, নতুন পোপের নির্বাচনের জন্য রোম, ৭/৭-এর জন্য লণ্ডন এবং ট্রেনে সন্ত্রাসী হামলার জন্য মাদ্রিদ। এছাড়া আরো ৬টি সিটি বিখ্যাত হয়েছে বিশেষ স্থাপত্যের কারণে। এগুলি হচ্ছে, আইফেল টাওয়ারের জন্য প্যারিস, গোল্ডেন গেট ব্রিজের জন্য সানফ্রান্সিসকো, হোয়াইট হাউজের জন্য ওয়াশিংটন ডিসি, অপেরা হাউজের জন্য সিডনী, পিরামিডের জন্য কায়রো এবং ষ্ট্যাচু অব লিবার্টিজের জন্য নিউইয়র্ক।

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের বাইবেল ছুঁয়ে শপথ নেয়ার পক্ষে আদালতের রায়

মুসলমানরা বাইবেলের পরিবর্তে পবিত্র কুরআন ছুঁয়ে সত্য বলার শপথ উচ্চারণ করবেন আদালতে দাঁড়িয়ে এই মর্মে দায়ের করা মামলাটি নর্থ ক্যারলিনার সুপিরিয়র কোর্টের জর্জ ডোনাল্ড এল স্মীথ খারিজ করে দিয়েছেন। ৮ ডিসেম্বর গীলফোর্ডের সিনিয়র রেসিডেন্ট সুপিরিয়র কোর্টের জর্জ ডব্লিউ ডগলাস অ্যালব্রাইট এবং চীফ ডিস্ট্রিক্ট জর্জ যোসেফ ই টার্নার সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত প্রদানের পরই মামলাটি খারিজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে কেয়ারের নির্বাহী পরিচালক ইবরাহীম হোপার জানিয়েছেন। মামলাটি দায়ের করেছিল 'গ্রীন্সবরো মুসলিম সেধা মটিনের পক্ষে নর্থ ক্যারলিনাস্থ 'আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন'। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, পবিত্র আদালতে দাঁড়িয়ে কেবল বাইবেল ছুঁয়েই সত্য বলার শপথ উচ্চারণ করতে হবে, এমন সুনির্দিষ্ট বিধান নর্থ ক্যারলিনা স্টেটের সংবিধানে নেই। তাই মুসলমানরা যাতে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ নিতে পারেন সে আবেদনই জানানো হয়েছিল।

একদিনের মেয়র!

রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে আমেরিকার ওহাইয়ো স্টেট কলম্বাস সিটির একদিনের জন্য মেয়র হন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এক স্কুল ছাত্র। তার নাম শামসুল আরেফীন শাওন। আমেরিকান নাগরিক শাওন মেয়রের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করে নিজের কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছে।

'যদি তুমি একদিনের জন্য মেয়র নির্বাচিত হও। তাহ'লে তুমি সিটি পার্কের উন্নয়নের জন্য কি করবে'? এ বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় শাওন প্রথম স্থান অধিকার করে মেয়র হয়। রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আরো ২৬ জনকে কাউন্সিলর নির্বাচিত করা হয়। গত ৩০ নভেম্বর শাওন তার কাউন্সিলরদের নিয়ে কলম্বাসের সিটি হ'লে শপথ গ্রহণ করে। পরে শাওন মেয়রের সকল দাফতরিক কাজ পরিচালনা করে। ১৪ বছর বয়সী রিজভিউ স্কুলের ৮ম গ্রেডের ছাত্র শাওন ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ'তে চায়।

ইসরাঈলী পরমাণু প্রকল্পে ব্রিটেনের প্রযুক্তি সরবরাহের গোপন তথ্য ফাঁস

ইসরাঈলের গোপন পারমাণবিক মারণাস্ত্র প্রকল্পে শুরু থেকেই ব্রিটেনের প্রযুক্তি সহায়তা দেয়ার চাঞ্চল্যকর খবর দিয়েছে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা 'বিবিসি নিউজনাইট'। খবরে বলা হয়, ব্রিটেন গত শতকের পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং পারমাণবিক বোমা বানানোর জন্য ইসরাঈলকে কৌশলে ২০ টন ভারী পানি (হেভি ওয়াটার) সরবরাহ করেছে। আন্তর্জাতিক নযরদারি ফাঁকি দেয়ার জন্য এই বিপুল পরিমাণ ভারী পানি নরওয়ের মাধ্যমে ইসরাঈলের কাছে বিক্রি করা হয়। বিষয়টি দীর্ঘদিন গোপন রাখার পর সম্প্রতি তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রও বিবিসি'র দফতরে জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। খবরে বলা হয়, পারমাণবিক প্রকল্প গ্রহণ করার প্রাথমিক পর্যায়ে পরমাণু বোমা বানানোর লক্ষ্য নিয়ে ইসরাঈল গোপনে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম এবং অজ্ঞাত কোন দেশ থেকে প্লুটোনিয়াম সংগ্রহ করে। ইসরাঈলের এই গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন পুরোপুরি অবহিত ছিল বলে খবরে জানানো হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম ধর্মের বাণী শুনে এবং ইসলামের আবেদন ও মহিমার আকর্ষণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এখন ইসলাম গ্রহণ করছেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন তাদের মধ্যে খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ এবং জৈন ধর্মাবলম্বী ছাড়া অনেক বস্তুবাদী ও নাস্তিকও রয়েছে। তাদের অনেকেই ইসলামগ্রহণের সাথে সাথে পূর্বেকার ধর্মের সঙ্গে তাদের নামও ত্যাগ করেছেন। মুসলমান নাম গ্রহণ করে কালেমা পড়ে তারা মসজিদে গিয়ে নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগী করছেন। কোন সময় মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে অপারগ হ'লে তাদের অনেকে ঘরে অথবা কর্মস্থলে নিজ নিজ ওয়াক্তের ছালাত আদায় করছেন। স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে তারা আন্তরিকভাবে ধর্ম পালন, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং ইসলামের বিধি-বিধান জানার ও তা মেনে চলার চেষ্টা করছেন।

সমুদ্র সিল্ক রুটে নিমজ্জিত হাযার বছরের প্রাচীন চীনা জাহায

'সমুদ্র সিল্ক রুটের অস্তিত্ব ছিল চীনকে ভারত মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাকে যুক্ত করা। এই রুট ধরে চীনারা যেত জাহায ভর্তি বাণিজ্য পসরা নিয়ে দূর দূরাঞ্চলের এসব দেশে। তেমনি এসব দেশ থেকে বাণিজ্যিক বহর বিশেষ করে আরব বণিকরা সমুদ্র সিল্ক রুট ধরে ভারত হয়ে সুদূর চীনে যেতেন। তাদের সাথে যেতেন পরিব্রাজকরা। হাযার বছরের বেশী সময়ের পুরোনো এই সিল্ক রুটের সন্ধান দিয়ে চীনা রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম জানায় ৮শ' বছরের বেশী সময় আগে সমুদ্র সিল্ক রুট ধরে এগিয়ে যাবার সময় দক্ষিণ চীন সাগরে ডুবে যাওয়া ২৫ মিটার দীর্ঘ নানহাই নং ১ নামক চীনা বাণিজ্য জাহায গুয়াংডং প্রদেশ উপকূল থেকে ৩৭ কি.মি. দূরে সাগর তলদেশ থেকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের জন্য চীনা বিজ্ঞানীরা এক জটিল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ভূতত্ত্ববিদরা জাহাজটি অক্ষত উদ্ধারের চেষ্টা করবেন, যাতে হাযার বছর আগের জাহাজ নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ উদ্ধারকারী জাহাজ তৈরী করা হচ্ছে এবং আগামী মে মাসের মধ্যে এই উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে জাহাজটি ঐতিহাসিক স্মারক হিসাবে মজুদ রাখার জন্য গুয়াংডং-এর ইয়াং জিয়াং শহরের কর্মকর্তরা একটি মিউজিয়াম নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। পরিকল্পনা মোতাবেক ৮ শতাব্দিরও বেশী সময় ধরে পানির নিচে অবস্থানকারী জাহাজটিকে সাগর তলদেশ পরিবেশে রাখার লক্ষ্যে কাঁচের দেয়াল সম্বলিত হ'ল ঘরে সমুদ্রের পানি ভর্তি মিউজিয়ামে ভুবিয়ে রাখা হবে।

আমেরিকার বেগুনে 'ইয়া আল্লাহ্' এবং 'ইয়া মুহাম্মাদ'

ভাজি করার জন্যে গোল একটি বেগুনকে ৫ টুকরা করা হয়। এরপর বাংলাদেশী গৃহিনী সুরাইয়া বেগম ঝর্না আছরের ছালাত আদায় করতে যান বেগুনের টুকরোকে রান্না ঘরে রেখে। এ সময় তার ছোট পুত্র নাবিল চৌধুরী শুভ (২১) রান্না ঘরে গিয়ে কাটা বেগুনের মধ্যে সুন্দর নকশা আবিষ্কার করে। সে কৌতুহল সংবরণ না করতে পেরে তার বড় ভাইকেও চিৎকার করে ডাকতে থাকে। বড় ভাই ইফতেখার চৌধুরী শাওন (২৪) রান্না ঘরে এসে বেগুনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বেগুনের প্রতিটি টুকরোতেই 'ইয়া আল্লাহ' 'ইয়া মুহাম্মাদ' লেখা। মুহূর্তের মধ্যেই অলৌকিক এ ঘটনাটির খবর ছড়িয়ে পড়লে কৌতুহলী লোকজন ভীড় জমান বেগুনের টুকরোগুলি এক নযর দেখার জন্যছ। বেগুনের টুকরো ৫টিকে সযত্নে রাখা হয়েছে ফ্রিজে। সেগুলো স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করছেন বাড়ীওয়ালা নেছারুল হক।

ডেনমার্কের পত্রিকায় হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র

ডেনমার্কের একটি দৈনিক পত্রিকা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ১২টি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করায় দেশ ও বিদেশে নিন্দা ও ধিক্কারের ঝড় উঠেছে। সে দেশের ২২ জন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত 'জাইল্যান্ডস-পোষ্টেন' নামক পত্রিকার সমালোচনা করেছেন। ১১টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূত বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আন্ডার্স ফোহ রাসমুসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তিনি সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে গত ২০ ডিসেম্বর 'পলিটিকেন' নামক একটি দৈনিকে প্রকাশিত খোলা চিঠিতে ডেনিস প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেন সেদেশের প্রাক্তন ২২ জন রাষ্ট্রদূত। ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী গত অক্টোবরেও মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ডেনিশ পত্র-পত্রিকা কি করে না করে সে ব্যাপারে তার কোন করণীয় নেই। গত সেপ্টেম্বরে ডেনমার্কের ঐ পত্রিকায় হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হ'লে মুসলিম দেশগুলিতে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ডেনমার্কের কয়েকটি মুসলিম গ্রুপ ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উক্ত দৈনিকের কাছে দাবী জানালে উদ্ধত দৈনিকটি মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করে।

মুসলিম জাহান

আমীরাত ২৬০ কোটি ডলার দিচ্ছে পাকিস্তানকে

পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমীরাতের মধ্যে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়েছে। এ চুক্তি অনুযায়ী 'পাকিস্তান টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড'-এর বেসরকারীকরণের জন্য সংযুক্ত আরব আমীরাত ২৬০ কোটি ডলার প্রদান করবে। সংযুক্ত আরব আমীরাতের 'আমীরাত টেলিকমিউনিকেশন' পাকিস্তানের টেলিকম কোম্পানীকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ১২০ কোটি ডলার সরবরাহে ব্যর্থ হ'লে সংস্থাটির বেসরকারীকরণে বিঘ্ন ঘটে। এর ফলে আমীরাত সরকার এগিয়ে আসে এবং পাকিস্তানের সাথে এ ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করে।

গাযায় ইসরাঈলের প্রবেশ নিষেধ জোন তৈরীর সিদ্ধান্ত

ইসরাঈল গাযার উত্তরে একটি এলাকাকে প্রবেশ নিষেধ জোন হিসাবে ঘোষণা করতে যাচ্ছে। পদাতিক বাহিনী, হেলিকপ্টার ও গান বোট সহযোগে এই এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ইসরাঈলী শহরগুলিতে রকেট হামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জানান ইসরাঈলী প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হ'লে গত সেপ্টেম্বরে ইহুদী বসতি প্রত্যাহারের পর এটি হবে ফিলিস্তীনীদের বিরুদ্ধে ইসরাঈলের গৃহীত সবচেয়ে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা। ইসরাঈলের প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী জিভ বোইম জানান, ফিলিস্তীনীদের রকেট হামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ এলাকা তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের অংশ হিসাবে রকেট ছোঁড়া হয়েছিল এমন সন্দেহভাজন এলাকা লক্ষ্য করে ইসরাঈল ইতিমধ্যেই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে এবং এতে বেশকিছু ফিলিস্তীনী হতাহতও হয়েছে। উল্লেখ্য, গাযায় প্রবেশ নিষেধ এলাকা দেড় মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ইসরাঈলী প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা জানান, এই এলাকাটিতে মনুষ্য বসতি না থাকলেও ফিলিস্তীনীদের কৃষি জমি রয়েছে।

ওআইসি'র মক্কা ঘোষণা

৫৭ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)'র দু'দিন ব্যাপী বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন সঊদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদের সভাপতিত্বে গত ৮ ডিসেম্বর পবিত্র মক্কা নগরীর আছ-ছাফা প্রাসাদে শেষ হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক সম্ভাব্য সকল পন্থায় সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে মক্কা ঘোষণা ও ১০ বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। ওআইসি'র কাজকর্মে প্রাণসঞ্চার করে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে মূলতঃ সঊদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আলে-সঊদের উদ্যোগেই এই বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। এই মক্কা ঘোষণায় 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স' (ওআইসি)'-এর নামও পরিবর্তন করা হয়েছে। এর পরিবর্তিত নামকরণ হয়েছে 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কান্ট্রিজ' (ওআইসি)। সদস্য রাষ্ট্রগুলির আশা-আকাঙ্খা এবং মুসলিম বিশ্বের চিত্র তুলে ধরে মক্কা ঘোষণায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ একমত হয়ে স্বীকার করেছেন যে, ইসলাম এখন এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। মক্কা ঘোষণা ও ১০ বছরের যে কর্মপরিকল্পনা এবং যৌথ ইসলামী কার্যক্রমসহ ইসলামবিরোধী অপপ্রচার রোধের ব্যবস্থাও সুনিশ্চিতভাবে জোরদার হবে। মক্কা ঘোষণায় ইসলামী সহযোগিতা সংহতকরণ, সদস্য দেশসমূহের সমস্যা সমাধান এবং বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। অপরদিকে ১০ বছর মেয়াদী যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে মূলতঃ ৩৬ বছরের পুরনো ওআইসি'র সনদ পরিবর্তন এবং এই সংস্থার আর্থিক সামর্থ্য বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এ সংস্থার কাজকর্মে কিভাবে গতিসঞ্চার করা যায় সে বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আরো বেশী বাণিজ্য বৃদ্ধি, উদার চিন্তার পৃষ্ঠপোষকতা, মুসলিম নারীদের বেশী অধিকার কিভাবে নিশ্চিত করা যায়, এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মক্কা ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

কুয়েতের আমীরের ইন্তেকাল

কুয়েতের আমীর শেখ জাবের আল-আহমেদ আল-সাবাহ ৭৯ বছর বয়সে গত ১৫ জানুয়ারী ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তিনি ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে ভুগছিলেন। গত ১৫ মাসে উপসাগরীয় এলাকায় মোট তিনজন বয়স্ক শাসক ইন্তেকাল করেন। তারা হচ্ছেন সঊদী বাদশা ফাহাদ এবং সংযুক্ত আরব আমীরাতের প্রেসিডেন্ট ও আমীরাতের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান এবং কুয়েতের আমীর শেখ জাবের আল-আহমেদ আল-সাবাহ। কুয়েতের বিখ্যাত আস-সুল কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। কুয়েতের সংবিধান মোতাবেক ৭৫ বছর বয়স্ক যুবরাজ ক্রাউন প্রিন্স শেখ সাদ আল-আব্দুল্লাহ আল-সাবাহ দেশের নতুন আমির হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইলেকট্রোনিক্স

* এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এ্যামপ্লিফায়ার সহ মাইক ও বক্স এবং পি.এ.বক্সসহ পি.এ সেট ভাড়া পাওয়া যায়।

* এ্যামপ্লিফায়ার
* মাইক
* রেডিও
* টিভি
* চার্জার ফ্যান
* পাম্প মটর ও টেপ-রেকর্ডর মেরামত করা হয়।

মুহাম্মাদ আসলাম দৌলা খাঁন
পরিচালক
মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭০৪৪৪; মোবাইলঃ ০১৭১-৯৬২০৯২;
০১৭২-৭৭২৩৫৭; ০১৭৬-৯৬০৮৮৯।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কাগজের মত পাতলা ব্যাটারি

এনইসি জানিয়েছে অতি সম্প্রতি তারা একটি নমনীয় পেপারের মত ভাজযোগ্য ব্যাটারি তৈরী করেছে। মূলতঃ ব্যাটারিটি বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ডিভাইসে ব্যবহৃত হবে। কোম্পানী এই ব্যাটারির নাম দিয়েছে 'ওআরবি' অর্থাৎ 'অর্গানিক রেডিক্যাল ব্যাটারি'। প্রথমত ব্যাটারিটি স্মার্ট কার্ড ও ইন্টেলিজেন্ট পেপারে ব্যবহৃত হবে। ব্যাটারিটি মাত্র ত্রিশ মিনিটে রিচার্জ হবে। এতে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক কোন ধাতব পদার্থ নেই। ব্যাটারিটি অর্গানিক রেডিক্যাল পলিমার দিয়ে তৈরী। ব্যাটারিটি মাত্র ৩০০ মাইক্রন পুরু। ব্যাটারিটি বাঁকা করা যাবে বলে স্মার্ট কার্ড, পাতলা যে কোন ডিভাইস এবং আরএফআইডি ডিভাইসে ব্যবহার করা যাবে। আরএফআইডি হ'ল 'রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ব্যাটারিটি ভবিষ্যতে প্রায় সব ডিভাইসে ব্যবহৃত হবে। এমনকি যেসব টার্মিনাল সবসময় চালু থাকে সেসবেও এই ব্যাটারিটি ব্যবহৃত হবে।

চা মহিলাদের ডিম্বাশয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

দৈনিক ২ কাপ অথবা কয়েক কাপ চা পান করলে ডিম্বাশয় ক্যান্সার থেকে মহিলারা অব্যাহতি পেতে পারে। সুইডেনের একটি প্রতিষ্ঠান ৬১ হাযার মহিলার উপর গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য উদঘাটন করেছে। স্টকহোমের ক্যারলিনস্কা ইনস্টিটিউট পরিচালিত এই গবেষণা জরিপে আরো জানা যায়, ১৯৮৩ সাল থেকে উপরোক্ত মহিলাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। এর দুই-তৃতীয়াংশ নিয়মিত চা পান করেন।

২০০৪ সালে পর্যবেক্ষণ শেষে দেখা যায়, মাত্র ৩০১ জন মহিলা আক্রান্ত হয়েছেন ডিম্বাশয় ক্যান্সারে। এই গবেষণা জরিপের প্রধান ডঃ সুমানা লারসন বলেন, যারা একেবারেই চা পান করেন না, তাদের তুলনায় যারা দিনে অন্তত ২ কাপ চা পান করেন তাদের এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা ৪৬ শতাংশ কম।

ইন্টারনেটে মানুষের চেয়ে বেশী যন্ত্র

ইন্টারনেটের পুরোটাই যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক এটা সত্য। কিন্তু মানুষের চেয়ে যন্ত্ররাই ইন্টারনেট বেশী ব্যবহার করে যদি বলা হয় তাহ'লে এক ধরনের অশরীরী ভয় মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে যায়, তাই না? মনে পড়ে যায় বিজ্ঞান কল্পকাহিনী এবং চলচ্চিত্রের সেই ভবিষ্যদ্বাণী 'আমরা যেভাব যন্ত্রনির্ভর হচ্ছি তাতে এক সময় যন্ত্ররাই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে'। আর এমনটিই জানিয়েছে জাতিসংঘ। জানানো হয়েছে, যন্ত্ররা অনেক কাজ মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে। এখন মানুষের চেয়ে যন্ত্ররাই বেশী ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। জাতিসংঘের টেলিযোগাযোগ এজেন্সি 'ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন্স ইউনিয়ন ইন্টারনেট অফ থিংস' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে পূর্বাভাষ দেয়া হয়েছে, প্রযুক্তি বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে মানুষ, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রী ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমন্বিত হবে।

এই প্রতিবেদনে বলা হয়, এই যুগের সূচনা হয়ে গেছে। এরই মধ্যে রোবট ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং এ সংখ্যা বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে অচিরেই। আর এর ফলে মানব ব্যবহারকারীরা সংখ্যায় তাদের নীচে পড়ে যাবে। ছোট আকারের রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আদান-প্রদানকারী যন্ত্র বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। এসব যন্ত্র দ্বারা পরিবার ট্র্যাকিং করা হয়ে থাকে। রিপোর্টে সাবধান করে বলা হয়, কেন্দ্রে মানুষের ভূমিকা যেন নিশ্চিত করা হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে মাছ

গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কয়েকশ' মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। সরকার ও জনগণ আগের চেয়ে সচেতন হ'লেও প্রতিরোধ এখনও সম্ভব হয়নি। আমাদের পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ডেঙ্গু প্রতিরোধে এবার সাহায্য নিচ্ছে 'গাম্বুসিয়া' ও 'গাপ্পি' নামক পরিষ্কার পানির মাছের। এই ছোট সুন্দর ঝকঝকে মাছগুলি একুরিয়ামে প্রতিপালনের জন্য খুবই জনপ্রিয়। এবার স্বাস্থ্য বিভাগ পুকুর, লেক, কূপ বা যেখানে বদ্ধ পানিতে মশারা বংশবিস্তার করতে পারে সেখানে এই মাছ ছেড়েছে। তারা এরপর ভাল ফল পাওয়ারও দাবী করেছে। এই মাছ একদিনে তার নিজের ওযনের সমান মশার 'লার্ভা' অর্থাৎ 'পিউপা' খেতে পারে। মশা রোগ বিস্তার বিশেষজ্ঞ আমিয়া হাতি ওষুধ ছিটানোর চেয়ে সস্তায় প্রাপ্ত এই মাছকে বেশী কার্যকর বলছেন। কারণ আজকাল অনেক মশাই ডিডিটির মত ওষুধেও প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে।

ক্যান্সারে মৃত্যু প্রতিরোধ সম্ভব

প্রতি বছর ক্যান্সারে মৃত্যু হয় ৭০ লাখ মানুষের। পৃথিবীর এই বিপুল জনগোষ্ঠীর অন্তত এক-তৃতীয়াংশকে অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। বিখ্যাত হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের ডাঃ মাজীদ ইযযাত বলেছেন, এখনও 'প্রতিরোধই প্রতিকারের চেয়ে ভাল উপায়' হিসাবে পরিগণিত হয়। ল্যানসেট মেডিকেল জার্নালকে তিনি জানাচ্ছেন, প্রধান ১২টি ক্যান্সারের জন্য দায়ী ৯টি অপকারী অভ্যাস, যা প্রতিবছর ২৪ লাখ ৩০ হাযার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। ধূমপান, মদ, স্থূলতা, খাবারের বদ অভ্যাস, খারাপ যৌনাভ্যাস, পরিশ্রমের অভাব ইত্যাদি কারণেই এই ক্যান্সারের সৃষ্টি। স্থূলতার কারণে পায়ু এবং স্তনে ক্যান্সার হয়। খারাপ যৌনাভ্যাস জরায়ু ক্যান্সার এবং হেপাটাইটিস যকৃত ক্যান্সারের জন্য দায়ী। বিশ্বের প্রায় ১০০ বিজ্ঞানীর দেয়া তথ্য-উপাত্তর ওপর ভিত্তি করে গবেষক দল এই মূল্যবান আবিষ্কার জনসমক্ষে হাযির করেছেন।

ফ্রান্সে মুখ বদল!

মুখ বদল, তবে তা আক্ষরিক অর্থে। গত মে মাসে কুকুরের কামড়ে ফ্রান্সের এক মহিলার মুখের নীচের অংশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আগে রোগীর শরীরের অন্য কোন অংশের চামড়া মুখে লাগিয়ে দেয়া হ'ত। তাতে মূলতঃ ত্বকের ধরন ও ত্বকের রঙ পাল্টাত না। আর এবার ফ্রান্সের চিকিৎসকরা মুখে বসিয়ে দিয়েছেন মৃত মানুষের মুখের চামড়া। বিশ্বে এই ধরনের অস্ত্রোপচার এই প্রথম। মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অবশ্য অনেক দিন থেকেই এই অস্ত্রোপচারের কৌশল জানতেন। কিন্তু মুখ বদলে যাওয়ার পর রোগীর মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা পিছিয়ে যান। এবারও এই মুখ বদলের সমালোচনা করেছেন অনেকেই, তবে সেই আপত্তি মূলতঃ নৈতিক।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বিটিভিতে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ

গত ৫ ডিসেম্বর সন্ধা ৭-২০ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান 'সময়ের সংলাপে' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ডঃ এরশাদুল বারী ও মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন অংশগ্রহণ করেন। প্রচলিত জঙ্গী তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রচারিত আধা ঘন্টার এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন 'মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট'-এর চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের অন্যতম ভাষ্যকার মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন আলী ইমাম।

অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন জিহাদের নামে প্রচলিত জঙ্গী তৎপরতাকে ইসলাম বিরোধী আখ্যায়িত করে বলেন, ইসলাম শান্তিপূর্ণ আদর্শের নাম। এখানে জোর-জবরদস্তির কোন সুযোগ নেই। জঙ্গীবাদকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ইমাম ইবনে তায়মিয়া, ইবনে হাযম আন্দালুসী, শায়খ বিন বায, নাছিরুদ্দীন আলবানী, আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী সহ খ্যাতনামা মনীষীগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি কোন আহলেহাদীছ বিদ্বানের আক্বীদা এমন নয়। তারা সকলেই ইসলামের নামে যেকোন চরমপন্থার তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন।

ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বেশ কিছু বইয়েও আমরা এদের তীব্র সমালোচনা করেছি। উল্লেখ্য, তিনটি মতবাদ, সমাজ বিপ্লবের ধারা, দাওয়াত ও জিহাদ এবং ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি বইয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জিহাদের নামে দেশে নাশকতা সৃষ্টিকারী এইসব চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লেখনী উপহার দিয়েছেন। আমাদের প্রকাশিত **আত-তাহরীক** পত্রিকায়ও আমরা ৪ বছর আগেই এদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া প্রদান করেছি। মূলকথা এটা ইসলাম সমর্থিত কোন পদ্ধতি নয়। বরং ইসলামকে সর্বোপরি আহলেহাদীছ জামা'আতকে ধ্বংস করার জন্য একটি ব্লু-প্রিন্ট। তিনি খারেজী আক্বীদাপুষ্ট এইসব চরমপন্থী জঙ্গীদের থেকে সাবধান থাকার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, এরা ইসলামের দু'জন মহান খলীফাকে কাফের ফৎওয়া দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। আল্লাহ্র বিচারে যারা জান্নাতী, দুনিয়াতেই যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিল সেই মহান মানুষগুলি এদের বিচারে ছিল কাফের। আজকেও এই চরমপন্থীরা যাকে তাকে কাফের বলে তাদের রক্ত হালাল করে নিচ্ছে। কাজেই সে যুগের খারেজীদের সাথে আজকের যুগের জঙ্গীদের আক্বীদাগত সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বহু পূর্বেই এদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'শেষ যামানায় একদল অল্পবয়সী তরুণের আবির্ভাব ঘটবে, যারা নির্বোধ হবে এবং সুন্দর সুন্দর কথা বলবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। অন্য বর্ণনায় আছে তাদের ছালাতের সাথে এবং ছিয়ামের সাথে তোমরা তোমাদের ছালাত ও ছিয়ামকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। কিন্তু এরা ইসলাম থেকে এত দ্রুত বের হয়ে যাবে যেমনভাবে সজোড়ে নিক্ষিপ্ত তীর দ্রুত শিকার্য বস্তু ভেদ করে বেরিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করেও অসহ্য যন্ত্রণায় নিজের বর্শা নিজের বক্ষে বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করার কারণে জনৈক ছাহাবীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাহান্নামী নির্দেশ করার ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছটি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, আজকে যারা আত্মঘাতি বোমা হামলা করে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে এবং শাহদতের ভুল ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হয়ে নিজেরা মৃত্যুবরণ করছে, তারা নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা করছে। আর আত্মহত্যাকারীর পরিণতি জাহান্নাম। তিনি এই ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানান।

জমঈয়তে আহলে হাদীস এর সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এরশাদুল বারী বলেন, 'ইসলাম' শব্দটি 'সালাম' মূলধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ শান্তি। অথচ আজকে ইসলামের নামে বোমাবাজি করে একশ্রেণীর বিপথগামী যুবক শান্তির ধর্ম ইসলামকেই যেন প্রশ্নবিদ্ধ করে চলেছে। একের পর এক বোমা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিরীহ মানুষ হত্যা করে এরা গোটা দেশেই ত্রাস সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, এগুলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি নয়। ইসলাম কখনো এগুলোকে সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করল, সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করল। অথচ এই গর্হিত ও ঘৃণিত অন্যায় কাজটিই এরা করে চলেছে। তিনি প্রশাসন সহ দেশের সর্বস্তরের জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান। তিনি কুরআন মজীদের একাধিক আয়াত উদ্ধৃত করে জঙ্গী তৎপরতার অবৈধতা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, ইসলাম কখনো হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম শান্তিপূর্ণ আদর্শের নাম। বোমাবাজি করে গোটা দেশকে অস্থিতিশীল করার মাধ্যমে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে যেকোন ধরনের ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করে বলেন, সরকার কোন ভুল পদক্ষেপ নিলে ইসলাম তাদেরকে সুপরামর্শ দানের নির্দেশ দিয়েছে। সম্ভব না হ'লে সে অন্যায় কর্মকে ঘৃণা করতে বলেছে। কিন্তু কখনো শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলনের অনুমোদন দেয়নি। সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে কি-না ছাহাবীদের এমন প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। কাজেই প্রচলিত জঙ্গী তৎপরতা ইসলাম সমর্থিত কোন পদ্ধতি নয়। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন, যারা নিরীহ নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে তারা নিঃসন্দেহে

তাদের স্থানকে জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়। কেননা আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করল, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল' (নিসা ৯৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কালেমা পাঠকারী কোন মুসলমানের রক্ত কারো জন্য হালাল নয়। বোমা হামলা, হত্যা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে বরং ইসলামের শান্তিপূর্ণ আদর্শকেই কলঙ্কিত করা হয়। তিনি সুইসাইড বোমা বা আত্মঘাতি বোমা হামলাকে আত্মহত্যা আখ্যায়িত করে বলেন, এর মাধ্যমে শাহাদত নয় বরং নিজের পরকালই ধ্বংস করা হয়। এক যুদ্ধে জুহায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে উসামা বিন যায়দ (রাঃ) মারতে উদ্যত হ'লে সে কালেমা পাঠ করে। কিন্তু এর পরও উসামা তাকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করেন। এ সংবাদ প্রাপ্তিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিস্মিত ও মর্মাহত হয়ে উসামাকে বললেন, কালেমা পাঠ করার পরও তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে? উসামা বললেন, সে তো জীবন রক্ষার্থে কালেমা পাঠ করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছ? *(বুখারী, মুসলিম)*। অতএব যেকোন বিচারেই আজকের বোমা সন্ত্রাস ও আত্মঘাতি বোমা হামলার কোন বৈধতা ইসলামে নেই। তিনি বলেন, এগুলো জিহাদ নয়। জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা।

যারা নিরীহ মানুষ হত্যা করে তারা ইসলামের বন্ধু নয়, শত্রু

-সংবাদ সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর রবিবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় 'ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনো এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কোনভাবেই জিহাদ করে না। যারা নিরীহ মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে তারা কখনো ইসলামের বন্ধু নয়। এরা ইসলামের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, মানবতার দুশমন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ইসলামের নামে বোমাবাজির বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন এবং তার আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও দৃঢ় অবস্থানের পরও সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ ছাড়াই জঙ্গীবাদের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে অন্যায়ভাবে আটক রাখা হয়েছে। জোট সরকারের ভেতর একটি কুচক্রী মহলের স্বার্থহানি ঘটার কারণে দীর্ঘ ১০ মাস যাবত তাঁকে আটক রাখা হয়েছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস এবং ১৯৯৮ সাল থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বক্তব্য-বিবৃতি এবং তার রচিত জঙ্গীবিরোধী বই-ই প্রমাণ করে যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন ইসলামের নামে বোমাবাজ ও সব ধরনের নাশকতার বিরুদ্ধে। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম আযীযুল্লাহ সহ সকল আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম আব্দুল লতীফ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াছ হোসাইন সহ ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ।

জোর করে কারো উপরে কোন আদর্শ চাপিয়ে দেওয়া যায় না

-সংবাদ সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর

রাজশাহী, ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী মহানগরীর সাফা ওয়াং চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন উপরোক্ত কথা বলেন।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতিসুন্দর পরিবেশ নিশ্চিতকারী জীবনব্যবস্থা। এখানে জোর-জবরদস্তির কোন স্থান নেই। জোর করে কারো উপরে কোন আদর্শ চাঁপিয়ে দেওয়া যায় না এবং কোন জাতিকেও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। নবী-রাসূলগণ দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের শান্তিময় মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা জোর করে কাউকে ইসলামে দীক্ষিত করেননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে নবী আপনাকে জবরদস্তিকারী হিসাবে প্রেরণ করিনি' *(গাশিয়াহ ২২)*। জিহাদের নাম নিয়ে নিরপরাধ, নিরীহ মানুষকে হত্যা করে কেউ নিজেকে 'মুজাহিদ' দাবী করতে পারে না। যারা বিপথগামীদের কুপ্ররোচনায় এভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে তারা কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে পরিষ্কারভাবে জাহান্নামী। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে সে জাহান্নামী' *(নিসা ৯৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কালেমা পাঠকারী কোন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা কারো জন্য বৈধ নয়' *(বুখারী ও মুসলিম)*। সুতরাং এরা 'আল্লাহর আইন' প্রতিষ্ঠার নাম নিয়ে বোমাবাজি, নরহত্যা ও আত্মহত্যা করে যেমন নিজেদের মূল্যবান জীবন ধ্বংস করছে, তেমনি দেশব্যাপী ভয়াবহ অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে। তদুপরি ইসলামের বিশ্বজনীন কল্যাণের মহান আদর্শের উপরও কালিমা লেপন করছে। সাথে সাথে ইসলাম বিদ্বেষীদের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম এই মুসলিম ভূ-খণ্ডটিকে পুনরায় পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার যুব শাখা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশের দু'টি শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক দ্বীনি সংগঠন। ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে মুরব্বী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উক্ত সংগঠনদ্বয় দেশে শান্তিপূর্ণ, সুশৃংখল ও

নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জীভূত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই মূলতঃ আমাদের আন্দোলন। 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা' আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং প্রকাশনার মাধ্যমে আমরা গণসচেতনতা সৃষ্টি করে চলেছি। গবেষণাধর্মী বই-পুস্তক প্রকাশ ছাড়াও আমাদের নিয়মিত প্রকাশনা মাসিক আত-তাহরীক দীর্ঘ এক দশক যাবৎ প্রকাশিত হয়ে আসছে।

তিনি আরো বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশে জঙ্গী সম্পর্কিত খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করে আসছি। ১৯৯৮ সাল থেকেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এদের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত জনসভায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বক্তব্য রেখে আসছেন। মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট২০০০ সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ প্রশ্নোত্তরে (২৪/৩২৪ নং) তিনি জঙ্গীবাদী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ফৎওয়া প্রদান করেছেন। জুলাই'০৩ সংখ্যায় জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ এবং ২০০৪ সালে **'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি'** শিরোনামে একটি পৃথক পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে সার্কুলার জারি করে তিনি কর্মীদেরকে সাবধান করেছেন। **'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি'** পুস্তকের শেষ ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী তিনি এদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং ধিক্কার জানিয়েছেন। উক্ত পুস্তকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেন-

'জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়' *(ইক্বামতে দ্বীন, পৃঃ ২৭)*। 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন নাগরিক বাধ্য' *(ঐ, পৃঃ ৩৯)*। 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোঁকাবাজি'! *(ঐ, পৃঃ ৩৯)*। এতদ্ব্যতীত তিনি জঙ্গীদের সমালোচনা করে এক ভাষণে বলেন, 'জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনো এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কস্মিনকালেও জিহাদ করে না। তারা সন্ত্রাস করে। যারা মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে, রগ কাটে, মানুষকে টাঙ্গিয়ে পিটায়, অন্যায়ভাবে মানুষের উপর যুলুম করে, তারা কখনো ইসলামের বন্ধু নয়। এরা ইসলামের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, মানবতার দুশমন'।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হ'ল, জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এভাবে দৃঢ় ও কঠোর অবস্থানের পরও তাঁকে উক্ত অভিযোগেই কুচক্রীদের গভীর ষড়যন্ত্রে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে চরম হয়রানি করা হচ্ছে এবং প্রায় ডজনখানেক মিথ্যা মামলা তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়ে দীর্ঘ দশ মাস যাবৎ কারারুদ্ধ রাখা হয়েছে। আমরা তাঁর এই অন্যায় গ্রেফতার ও বর্বরোচিত নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ সহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানাই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৭ আগষ্টপূর্ব দেশের বিভিন্নস্থানে সংঘটিত বোমাবাজি, হত্যা ও লুণ্ঠন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এগুলিও যে একই চক্রের কাজ তা আজ খুবই স্পষ্ট। অতএব আত্মস্বীকৃত ও বহুসূত্রে প্রমাণিত এ সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের দায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কাঁধে চাঁপানোর আদৌ কোন অবকাশ নেই। প্রকৃত অপরাধীদের পরিচয় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হওয়ার পরও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ আর কতদিন নির্মম নির্যাতনের শিকার হবেন, এটাই দেশের সরকার ও প্রশাসনের নিকট তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ সচেতন দেশবাসীর জিজ্ঞাসা।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, জেএমবি বা অন্য কোন নাম ধারণ করে যে বা যারা দেশে ভয়াবহ নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে তারা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু। এরা নিঃসন্দেহে ইসলামবিদ্বেষী মহলের ক্রীড়নক হয়ে পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে একশ্রেণীর অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অপরিণামদর্শী তরুণকে এ পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এদের হাত থেকে দেশ, জাতি ও ধর্মকে নিরাপদ করার জন্য আমরা দেশের সরকার ও প্রশাসনকে সততা, দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করার জোর দাবী জানাচ্ছি। সেই সাথে নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ বিশেষ করে আলেম-ওলামা যেন অকারণ হয়রানির শিকার না হন সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সংবাদপত্র জাতির গতিনির্ধারক, আর সাংবাদিকগণ জাতির বিবেক হিসাবে পরিচিত। দেশের এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সঠিক তথ্য তুলে ধরে সন্ত্রাস ও সন্ত্রিকার সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবেন এটাই জাতির প্রত্যাশা। সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত চিহ্নিত কুচক্রীমহলের মিথ্যা প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে অযথা সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশ করে খ্যাতিমান আলেম-ওলামা সহ দেশের প্রতিষ্ঠিত কোন আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং তার নেতা-কর্মীগণকে হয়রানি করা নিঃসন্দেহে অনুচিত।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইউনুসুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা সাঈদুর রহমান প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের গ্রেফতার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র

বোমা মেরে নয়, আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব

-সাতক্ষীরায় বিশাল জনসমুদ্রে ভারপ্রাপ্ত আমীর

সাতক্ষীরা, ২৫ ডিসেম্বর রবিবারঃ অদ্য বেলা ২-টায় সাতক্ষীরা শহরস্থ শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে দেশব্যাপী অব্যাহত বোমা হামলা, হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নির্দোষ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত ইসলামী মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন উপরোক্ত কথা বলেন। যারা ভয়াবহ বোমা হামলা সহ নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত তারা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এরা ইসলাম বিদ্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রে পরিকল্পিতভাবে বোমা সন্ত্রাস চালিয়ে দেশকে অস্থীতিশীল করে তুলছে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে একশ্রেণীর অশিক্ষিত বিপথগামী যুবককে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এদের হাত থেকে দেশ, জাতি ও মুসলমানদের রক্ষা করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু সরকার সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অদৃশ্য ইশারায় প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করেও ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আত্মস্বীকৃত জঙ্গীদের পরিচয় যখন দেশবাসীর নিকটে পরিষ্কার তখন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দকে আটকে রাখা স্রেফ প্রতারণা ও জঘন্য ষড়যন্ত্র বৈ কিছুই নয়। তিনি অবিলম্বে নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক-মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদে'র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের গ্রেফতার এক ঐতিহাসিক মিথ্যাচার

-ভারপ্রাপ্ত আমীর

রাজশাহী, ২৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বেলা ১২-টায় রাজশাহী মহানগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবীতে অনুষ্ঠিত ইসলামী মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন সরকারকে উদ্দেশ্য করে উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ সহ যাবতীয় নাশকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন দেশের খ্যাতনামা প্রবীণ শিক্ষাবিদ, বহু ভাষার পণ্ডিত এবং তেইশেরও অধিক গ্রন্থের রচয়িতা **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** অন্যায়ভাবে গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ইসলামী মূল্যবোধের এই সরকার ইতিহাসের সর্বাধিক মিথ্যাচার করেছে। গভীর ষড়যন্ত্রে ফেলা হয়েছে আহলেহাদীছ জামা'আতকে। যারা এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত তাদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, ১৭ আগষ্ট ও তৎপরবর্তী বোমা হামলার পর প্রকৃত সন্ত্রাসী কারা তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কাজেই ১৭ আগষ্টের পূর্বের বোমা হামলার দায়ভার মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কাঁধে চাঁপানোর অপচেষ্টা ইতিহাসের এক চরম ন্যক্কারজনক অধ্যায়। তিনি আত্মস্বীকৃত জঙ্গীদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, বোমাবাজি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। যারা বোমাবাজি করে তাদের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীদের কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

তিনি সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যে বলেন, একশ্রেণীর সাংবাদিক নামধারী তথ্যসন্ত্রাসীর গোয়েবলসীয় অপপ্রচারণায় দেশের বহু মানুষ আজ নীরবে নিভৃতে নির্যাতিত হচ্ছে। এ ধরনের তথ্যসন্ত্রাস বোমাসন্ত্রাসের চেয়েও কম গুরুতর নয় উল্লেখ করে তিনি দায়িত্বশীল ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতি আহবান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদে'র আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন

ইউসুফ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারুক আহমাদ, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান, গোদাগাড়ী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক দুররুল হুদা, শাহমখদুম এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী, তাহেরপুর এলাকা প্রতিনিধি আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে হাযার হাযার জনতা মিছিল সহকারে গিয়ে অবিলম্বে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীকে মুক্তিদান ও সর্বোতভাবে বোমাবাজদের দমনের দাবী সম্বলিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে লিখিত স্মারকলিপি রাজশাহী যেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ পেশ করা হয়।

১. জঙ্গী তৎপরতার মাধ্যমে যারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে এবং জান-মালের ক্ষতি সাধন করছে, তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়ে সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. নিরপরাধ কোন মানুষ যেন অকারণ কিংবা পূর্ব শত্রুতার কারণে প্রতিশোধপরায়নতার রোষাণলে না পড়ে ও অযথা হয়রানির শিকার না হন এবং কারো প্রদত্ত তথ্য যথাযথভাবে যাচাই না করে অথবা সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়া যেন কাউকে গ্রেফতার ও হয়রানি করা না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩. গোটা জাতির কাছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর দেশপ্রেম ও জঙ্গীবাদ বিরোধী অবস্থান পরিষ্কার এবং নিষিদ্ধঘোষিত জেএমবি ও জেএমজেবি'র নামে যারা বোমাবাজি করছে তাদের পরিচয়ও স্পষ্ট। ১৭ আগষ্ট, তৎপূর্ববর্তী ও পরবর্তী সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডও যে একই চক্রের কাজ তা আজ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। অতএব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নির্দোষ নেতা-কর্মীগণকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দানের জোর দাবী জানাচ্ছি।

জঙ্গী দমনে সরকারের শতভাগ সদিচ্ছা চাই

-ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন

বগুড়া, ৪ জানুয়ারী, বুধবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বোমাবাজির সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতাকর্মীদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই উল্লেখ করে বলেন, আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ষড়যন্ত্রের শিকার। তাঁকে অন্যায়ভারে গ্রেফতার ও দীর্ঘদিন আটকে রেখে সরকার নিঃসন্দেহে সীমালংঘন করেছে। অপরদিকে প্রকৃত অপরাধীরা এখনো ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। জঙ্গী দমনে সরকারের সদিচ্ছা প্রমাণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামের নাম। বক্তব্য, বিবৃতি, লেখনী ও সাংগঠনিক তৎপরতায় জাতির কাছে তা আজ পরিষ্কার। তথাপি বোমা হামলার দায়ভার মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কাঁধে চাঁপানোর অপচেষ্টা এক গভীর ষড়যন্ত্র ও জঘন্য মিথ্যাচার। তিনি বলেন, বোমা মেরে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আদর্শে আমরা বিশ্বাসী নই। জেএমবি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পার্থক্য সকল প্রচারমাধ্যম, দেশবাসী, প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে আজ অত্যন্ত পরিষ্কার। তদুপরি ইসলামের শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক আদর্শবাদী সংগঠনের নিরপরাধ নেতাকর্মীদের দীর্ঘকাল আটকে রাখা মানবাধিকারের চরম লংঘন।

তিনি গত ৪ জানুয়ারী বেলা ২-টায় বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথা পৌর পার্ক ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বগুড়া যেলা কর্তৃক আয়োজিত বিশাল ইসলামী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। দেশব্যাপী অব্যাহত বোমাহামলার প্রতিবাদ ও আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বগুড়া যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদে'র আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সদস্য হাফেয মাওলানা আখতার হোসাইন, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম, গাইবান্ধা যেলা যুবসংঘে'র সভাপতি মাওল্যানা আবূ হানীফ, নশিপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সদস্য মুহাম্মাদ আতাউর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বক্তাগণ বলেন, বোমাসন্ত্রাস ও নাশকতার বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন সবসময়ই সোচ্চার। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষেই আমাদের অবস্থান। সুতরাং অতিসত্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নির্দোষ নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করতে হবে। তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ডঃ গালিবের মত দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দশমাস কারাঅন্তরীণ রাখার উদ্দেশ্য কি জাতি তা জানতে চায়। তারা পারস্পরিক দোষারোপ না করে জঙ্গী দমনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ১৩ জন নিরপরাধ নেতাকর্মীগণকে অবিলম্বে মুক্তিদান ও সর্বোতভাবে বোমাবাজদের দমনের দাবী সম্বলিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে লিখিত স্মারকলিপি বগুড়া যেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রদান করা হয়।

ওলামা সম্মেলন

ঢাকা, ৩০ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ

জাতীয় ওলামা পরিষদে'র এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওলামা পরিষদের আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মাওলানা কফীলুদ্দীন, হাফেয মাওলানা আব্দুছ ছামাদ, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, মাওলানা আকমাল হোসাইন, হাফেয মাওলানা আখতার মাদানী, মাওলানা সাইফুল ইসলাম, মাওলানা আবদুল্লাহ আল-মা'ছূম, মাওলানা নূরুল আলম সহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম।

বক্তাগণ বলেন, এদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোমা হামলার মাধ্যমে নিরীহ মানুষ হত্যা জঘন্য অপরাধ ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহে কবীরা। তারা বলেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার নাম নিয়ে চলমান বোমাবাজি ইসলাম বিধ্বংসেরই এক গভীর চক্রান্তের অংশ। বোমাবাজরা ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী অপশক্তির ইশারায় ইসলামের সর্বনাশ করার জন্যই এসব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এদেরকে কঠোর হস্তে দমন এবং জঙ্গীবাদের নামে নিরীহ-নিরপরাধ আলেমগণকে অকারণে গ্রেফতার ও হয়রানি না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ নির্দোষ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করেন।

অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি দিন!

-মতবিনিময় অনুষ্ঠানে চার মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল

উত্তরা, ঢাকা ২৮ নভেম্বর সোমবারঃ 'ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' হল রুমে দেশের প্রখ্যাত চার মাদরাসা প্রধানদের মধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়ন শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে'র প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা ওয়েযুল্লাহ বিন আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর শিক্ষক জনাব শামসুল আলম, ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পরিষদের সদস্য মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, শিক্ষক আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ ছালেহ, আল-মারকাযুল ইসলামী, নশিপুর, বগুড়ার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আব্দুর রঊফ, শিক্ষক হাফেয আখতার মাদানী, দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল সাতক্ষীরার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আহসান হাবীব প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এদেশে বৃটিশদের রেখে যাওয়া দ্বি-মুখী শিক্ষাকে সংস্কার করে ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে একমুখী শিক্ষা চালু করা আবশ্যক। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আক্বীদা বিশ্বাসী সমমনা সকল প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠদান পদ্ধতি ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমন্বয় করা দরকার। তিনি শিক্ষা সংস্কারে এদেশের বরণ্য ইসলামী শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতরাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** কথা স্মরণ করেন এবং জোট সরকার কর্তৃক তার উপরে নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। অন্যান্য বক্তাগণ শিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁরা এদেশের প্রাণপ্রিয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও শ্রেষ্ঠ আলেম **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ** সকল নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান। সাথে সাথে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি কামনা করেন।

সত্য প্রকাশের পরও আমীরে জামা'আতকে আটক রাখা জঘন্য অন্যায়

-সুধী সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

কুমিল্লা, ১৩ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কোরপাই কারিয়ারচর সিনিয়র মাদরাসা মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী বোমাসন্ত্রাস ও নিরপরাধ আহলেহাদীছে নেতৃবৃন্দের হয়রানির প্রতিবাদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জালালুদ্দীন এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী।

বক্তাগণ বলেন, ইসলাম বোমাবাজিকে সমর্থন করে না। জেএমবি ও বোমাবাজির বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সুদৃঢ় অবস্থান প্রচার মাধ্যম, গোয়েন্দা সংস্থা, প্রশাসন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে আজ খুবই পরিষ্কার। তথাপি আহলেহাদীছের সুদীর্ঘকালের সত্যসুন্দর আদর্শ ও সম্প্রীতি সুন্দর আচরণকে উগ্রতার লেবাস পড়ানোর ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। মূল ষড়যন্ত্রকারীদের না ধরে নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতাদের আজও অন্যায়ভাবে আটক রাখা হয়েছে। ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পরিবারসহ কোটি কোটি নিরীহ আহলেহাদীছকে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার এই সরকার নিরীহ আহলেহাদীছ নেতাদের গ্রেফতার করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে পুলিশী রাজত্ব কায়েম করেছে। বহিষ্কৃত মীরজাফরদের বিভ্রান্তিকর তথ্যের ভিত্তিতে নির্বিচারে করা হয়েছে ঐতিহাসিক মিথ্যাচার। নেতৃবৃন্দ এইভাবে ৩ কোটি আহলেহাদীছের কণ্ঠরোধ করা যাবে না উল্লেখ করে অবিলম্বে সকল নিরাপরাধ আহলেহাদীছ নেতার নিঃশর্ত মুক্তি এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে নিয়ে সাজানো মিথ্যা নাটক বন্ধের দাবী জানান। পাশাপাশি পারস্পরিক দোষারোপ না করে

ঐক্যবদ্ধভাবে বোমাবাজদের প্রতিহত করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

যেলা 'যুবসংঘে'র তাবলীগ সম্পাদক জামীলুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মিছবাহুল উলুম কামিল মাদরাসা, ঢাকার প্রভাষক মাওলানা এরশাদুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা আবূ তাহের, সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা আমজাদ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক জাফর ইকরাম, অর্থ সম্পাদক হারুনুর রশীদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক কাউছার আহমাদ সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান, ধামতী এলাকার সভাপতি আব্দুল হান্নান ভুইয়া, বাতাপুকুরিয়া এলাকার সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসাইন, কোরপাই এলাকার সভাপতি মাহবূবুর রহমান প্রমুখ।

সন্ত্রাসবিরোধী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' নেতৃবৃন্দের বিরল কৃতিত্ব

'মিছবাহ ফাউণ্ডেশন' ও দৈনিক 'আমার দেশ' আয়োজিত সন্ত্রাসবিরোধী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের নেতৃবৃন্দর এক বিরল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সহস্রাধিক প্রাবন্ধিকের মধ্যে ১৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এর মধ্যে শিক্ষার্থী গ্রুপে ২য় স্থান অধিকার করেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম এবং ৪র্থ স্থান অধিকার করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। 'বয়স ও পেশা উন্মুক্ত' গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, ৩য় স্থান অধিকার করেন কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং ৪র্থ স্থান অধিকার করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী। প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থী গ্রুপের বিষয় ছিল, 'সন্ত্রাস নয়, শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম' এবং বয়স ও পেশা উন্মুক্ত গ্রুপের বিষয় ছিল 'গোঁড়ামী ও চরমপন্থাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ'। প্রত্যেক গ্রুপের ১ম পুরস্কার বিশ হাযার টাকা, ২য় পুরস্কার পনের হাযার এবং ৩য় পুরস্কার ১০ হাযার টাকা। প্রত্যেক গ্রুপ থেকে ৫ জন করে মোট ১০ জনকে ৫ হাযার টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাছাড়া বিজয়ী প্রত্যেককে ক্রেষ্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১৫ ডিসেম্বর ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মিছবাহ ফাউণ্ডেশন ও দৈনিক আমার দেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাস বিরোধী উলামা সমাবেশে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের' খত্বীব মাওলানা উবায়দুল হক বিজয়ীদের হাতে সনদ তুলে দেন। এ সময়ে তার পাশে ছিলেন, অনুষ্ঠানের সভাপতি ও মিছবাহ ফাউণ্ডেশনের পরিচালক মাওলানা মুখলেছুর রহমান, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহীউদ্দীন খান, দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক আমানুল্লাহ কবীর প্রমুখ।

বিসমিল্লা-হির রাহ্মানির রাহীম

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৬ সফল হউক

আলো

ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

প্রোপ্রাইটরঃ মুহাম্মাদ মোফায্যল হোসাইন (রঞ্জু)

এখানে ডেকোরেটর সামগ্রী, সাউন্ড বক্স, মাইক পিএ-বক্স, লাইটিং ও জেনারেটর ভাড়া পাওয়া যায় এবং প্যাকেট খাবার সরবরাহ করা হয়।

রাত ৯টা হ'তে সকাল ৯টা পর্যন্ত বাসায় যোগাযোগ করুন

ষ্টেশন রোড, (অলকার মোড়), রাণী বাজার, রাজশাহী।

ফোন- (দোকান)ঃ ৮১১৪৪৪, (বাসা)ঃ ৭৭৪০০৮, মোবাইলঃ ০১৭১১১৭০৬৮; ০১৭১৯৬৮৮৪৩।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বোমাবাজি আহলেহাদীছ আদর্শের পরিপন্থী ॥ তবে কেন এই ষড়যন্ত্র ও অবিচার?

*সাইমুম ইসলাম**

ইসলাম মানুষের শান্তি নিশ্চিতকারী এবং কল্যাণধর্মী একটি জীবনব্যবস্থা। মানবসমাজে স্থিতিশীল সহাবস্থান, বৈষম্যহীন অর্থব্যবস্থা ও ন্যায়বিচারসহ সমুদয় ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের নিশ্চিয়তা বিধানে ইসলাম সত্যিই অনন্য। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের পাঠান হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য' *(আলে ইমরান ১১০)*। মুসলমানদের পরিচয় বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'আগে অস্ত্র উত্তোলন কিংবা অস্ত্রের ভয় প্রদর্শন নিষিদ্ধ'। কিন্তু বহিঃশত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হ'লে, সরকারের নির্দেশে সকল নাগরিকেরই অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া বৈধ। বাংলাদেশের মত একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দেশ ও সম্প্রীতিসুন্দর পরিবেশে বোমাবাজি কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। এগুলি জিহাদ নয়। জিহাদের নামে ধোঁকাবাজি।

বিচারকদের এভাবে প্রাণ দিতে হবে, এও কি আজ আমাদের মেনে নিতে হবে? এই জঘন্য অপকর্মের প্রতিকার আজ দেশবাসীর একান্ত দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দাবী পূরণে সরকারের পূর্ণ সদিচ্ছা চাই। সরকারের ভিতরেও যদি কেউ লুকিয়ে থাকে, তাদেরও খুঁজে বের করতে হবে। এদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দিতে দল-মত নির্বিশেষে এক হ'তে হবে সবাইকে। দেশবাসী এক হ'লে তারা বাঁচতে পারবে না। কারণ চীন, রাশিয়া ও ভারতের সর্বোচ্চ সাপোর্ট পেয়েও এদেশে কমিউনিজম তেমন কিছু করতে পারেনি। সুতরাং ইসলামের অভিশপ্ত খারেজীদের আক্বীদা নিয়ে জঙ্গী তৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিরা বোমাবাজি করে কিছুই করতে পারবে না। কারণ বোমাবাজদের বিরুদ্ধে দেশবাসী আজ একমত।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কখনোই বোমাবাজির আদর্শে বিশ্বাস করে না। আহলেহাদীছ জামা'আতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে হেয় প্রতিপন্ন করার অসৎ উদ্দেশ্যে কতিপয় যুবককে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এদেরকে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে দেশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরা জানে না, এদের হাইকমান্ড সম্পর্কে, কিংবা এরা কাদের দ্বারা এবং কেন ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই আসল কথাটি। ধৃত জঙ্গীদের মধ্যে মুরাদ স্বীকার করেছে, নেতার নির্দেশ মেনে চলা ফরয। তাই তারা নেতার নির্দেশের উপর কোন কথা বলত না। সুতরাং তাদের হাইকমান্ড থেকে যে নির্দেশই আসত, সেই নির্দেশই পালন করতে হ'ত। বস্তুতঃ ইসলাম কখনো মানুষ হত্যার কথা বলেনি। এগুলি জিহাদ নয়। জিহাদের ধোঁকা দিয়ে কতিপয় মুসলিম যুবককে এ পথে যারা লেলিয়ে দিয়েছে, তারা আন্তর্জাতিক ইসলামবৈরী শক্তির ক্রীড়নক। জাতীয়ভাবে এদের পরিচিতি 'জেএমবি' এবং 'জেএমজেবি' হিসাবেই জানা যায়। শুধু আহলেহাদীছ এলাকা নয়, সারা দেশব্যাপী বিস্তার লাভকারী এই দুই চরমপন্থী উগ্র সংগঠনের নেতা হিসাবে শায়খ আব্দুর রহমান ও ছিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইয়ের নাম সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত কারণ আত্মস্বীকৃত বোমাবাজরা প্রত্যেকেই তাদের নেতা ও বোমা হামলার নির্দেশদাতা হিসাবে এ দু'জনের নাম বলেছে।

কিন্তু যারা বলেছিল 'বাংলাভাই মিডিয়ার সৃষ্টি' তাদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া আরো বেশী যরূরী। আজকে পোষ্টার ছাপিয়ে ধরিয়ে দিলে ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণার কারণ কি? এদেশের মানুষ কি কিছুই বুঝে না? কতিপয় নামধারী মুসলমানের কারণে সকল মুসলমানকে যেমন খারাপ বলা যায় না, তেমনি কতিপয় বিভ্রান্ত আহলেহাদীছের কারণে পুরো আহলেহাদীছের উপর দোষ চাঁপিয়ে দেওয়াও উচিত নয়। একজন আহলেহাদীছ হিসাবে বলিষ্ঠভাবে বলতে চাই, 'জেএমবি' বা 'জেএমজেবি'র জঙ্গীবাদী তৎপরতার সাথে আহলেহাদীছ আদর্শের কোনরূপ সম্পর্কই নেই। বরং প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের নেতৃত্বে পরিচালিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জঙ্গীবাদের চরম বিরোধী। লেখনী, বক্তব্য, বিবৃতি, ফৎওয়া এবং সাংগঠনিক সার্কুলার সহ জঙ্গীবিরোধী শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক আদর্শ প্রচারে এ সংগঠনের রয়েছে অনেক ডকুমেন্টারী। যেসব মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আজ আহলেহাদীছ সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে, সেসব অভিযোগ জঙ্গীবাদীদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এবং জঙ্গী মদদ দাতাদের হাতেরই কর্ম। দায়সারা গোছের বাজার দর গোয়েন্দা রিপোর্ট ও বহিষ্কৃতদের মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে গ্রেফতার-হয়রানি করা যাবে, কিন্তু আহলেহাদীছের জঙ্গীবিরোধী ও দেশপ্রেমিক আদর্শকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যাবে না। একটি গোয়েন্দা রিপোর্টের বরাত দিয়ে বেশ কয়টি পত্রিকায় ১০টি জঙ্গী সংগঠনের তালিকায় আহলেহাদীছ যুব আন্দোলন (ড. গালিব) ও আহলেহাদীছ আন্দোলন (ড. সালাম) নামের দু'টি সংগঠনের কথা জানা যায়। সত্যিকার অর্থে ডঃ গালিবের আহলেহাদীছ যুব আন্দোলন নামে কোন সংগঠন নেই। আবার ড. সালাম নামের আহলেহাদীছ আন্দোলনের কোন নেতার অস্তিত্ব এদেশে নেই। গোয়েন্দা সংস্থাগুলির হাই কমান্ড, সরকার ও রিপোর্ট প্রকাশিত পত্রিকা সমূহের সম্পাদক বৃন্দ এ বিষয়টিতে সামান্য দৃষ্টি দিবেন কি?

আমরা প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সম্পর্কে মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। তাঁর পাঁচ ভাষায় পণ্ডিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শিক্ষাবিদকে দীর্ঘ ১১ মাস যাবত অন্যায়ভাবে আটকে রাখার প্রতিবাদ ও ঘৃণা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। ইসলামী মূল্যবোধের এই সরকারকে শুধু বলব, বাহ! কি চমৎকার তোমাদের ইসলামী মূল্যবোধ (!) আত্মস্বীকৃত বোমাবাজদের একজনও কি নেতা হিসাবে প্রফেসর ডঃ গালিবের নাম বলেছে? রাজশাহীর প্রেস কনফারেন্সে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য, 'বোমা হামলার সাথে ডঃ গালিবের জড়িত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি' দ্বারা কি বুঝা যায়? তাহ'লে তাঁকে বোমা হামলা ও ডাকাতি মামলায় আসামী করে বরং বহির্বিশ্বে আমাদের দেশকেই কলঙ্কিত করা হয়েছে। কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা তিতুমীরের দেশপ্রেমিক উত্তরসূরী কোটি কোটি আহলেহাদীছ জনতাকে। কাদের প্ররোচনায় এসব হয়েছে, তা কারো অজানা নয়। এই অবিচারের বিরুদ্ধে বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। আবহমান কাল ধরে চলে আসা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অতন্দ্র প্রহরী, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষমুক্ত ও শান্তিপ্রিয় আহলেহাদীছ সমাজের উপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদ আর হিংসাত্মক আচরণ বন্ধ হোক, জাতীয় বিবেকের কাছে এ আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

* বুড়িচং, কুমিল্লা।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১২১)ঃ আমরা জানি যে, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলে বান্দার পাপ মোচন হয়। কিন্তু যারা চুম্বন করতে পারে না তাদের পাপ কি মার্জনা হবে না?

-সৈয়দ ফয়েজ
ধামতী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ বান্দার পাপ মোচনের বিষয়টি কেবলমাত্র হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি বান্দার পাপ মোচনের একটি মাধ্যম। এর জন্য সরাসরি চুম্বন করা শর্ত নয়। সম্ভব হ'লে বান্দাহ উহা সরাসরি চুম্বন করবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫৬৭)*। সম্ভব না হ'লে হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/২৫৮৭)*। যদি এটাও সম্ভব না হয় তবে দূর থেকে হাত বা অন্য কিছু দ্বারা ইশারা করবে এবং 'আল্লাহ আকবার' বলবে *(বুখারী, মিশকাত, হা/২৫৭০, বায়হাক্বী ৫/৭৯ পৃঃ)*। অর্থাৎ উক্ত তিন মাধ্যমেই বনু আদমের পাপ মোচন হ'তে পারে।

উল্লেখ্য যে, জান্নাত থেকে অবতীর্ণ ধবধবে সাদা এই পাথরটি বনু আদমের পাপের কারণে কালো আকার ধারণ করেছে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৬৯৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২/১২২)ঃ জামা'আত চলাবস্থায় পিছনের কাতারে কেউ একাকী ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে কি? পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের পার্থক্য জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
বৃ-কুষ্টিয়া, শাহজাহানপুর
বগুড়া।

উত্তরঃ সামনের কাতারে জায়গা থাকাবস্থায় পিছনে একাকী ছালাত আদায় করলে তার ছালাত শুদ্ধ হবে না। ওয়াবেসা ইবনু মা'বাদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একা ছালাত আদায় করতে দেখে তাকে পুনরায় ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন *(আহমাদ হা/১১০৫; তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১১০৭)*। তবে সামনের কাতারে জায়গা না থাকলে এবং কোন মুছল্লী আসারও সম্ভাবনা না থাকলে পিছনের কাতারে একাকী ছালাত আদায় করলেও হয়ে যাবে *(ইরওয়াউল গালীল ২/৩২৯ পৃঃ)*।

পুরুষ ও মহিলার ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/১০৯ পৃঃ)*। তবে পুরুষ কাতারের সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবেন আর মহিলা জামা'আতের ১ম কাতারের মধ্যস্থলে সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবেন *(আবূদাঊদ, দারা-কুতনী প্রভৃতি; ইরওয়া হা/৪৯৩)*। ইমামের ভুল হ'লে পুরুষ মুক্তাদী 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবেন এবং মহিলা মুক্তাদী হাতে হাত মেরে লোকমা দিবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৯৮৮ 'ছালাত অবস্থায় নাজায়েয ও জায়েয আমল সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/১২৩)ঃ যবহ করার সময় মুরগির মাথা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কি সেই মুরগির গোশত ভক্ষণ করা জায়েয হবে না?

-মুহাম্মাদ শফীউল করীম
চকপাড়া, বাসুদেবপুর
নাটোর।

উত্তরঃ যবহ এর সময় ধর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পশু হালাল হওয়া-না হওয়া কারণ নয়। এ সম্পর্কিত কোন বিধি-নিষেধও শরী'আতে নেই। অতএব 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করার সময় মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও যবেহকৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৪/১২৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরপরই কি তার লাশ দাফন সম্পন্ন হয়েছিল?

-খলীলুর রহমান
অভয়া ব্রীজ, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তিন দিন যাবত তাঁর লাশ দাফন করা হয়নি *(আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৪৭১)*।

প্রশ্নঃ (৫/১২৫)ঃ আমার মা, দুই খালা ও এক মামা নিয়ে নানার পরিবার। নানা মারা গেলে দুই খালা তাদের প্রাপ্য সম্পত্তি মামার নিকট হ'তে বুঝে নেন। কিন্তু প্রায় বিশ বছর অতিক্রান্ত হ'লেও আমার মা তার সম্পত্তি বুঝে নেননি। পরবর্তীতে আমার মা জমি নিতে গেলে মামা জমির হিসাব বুঝিয়ে না দিয়ে ৩ বিঘার মত জমি প্রদান করেছে। মা অবশ্য চার বিঘা জমি পাবেন। এদিকে গত বিশ বছরের বিভিন্ন সময়ে মা সাংসারিক অভাবের কথা মামাকে জানালে মামা সর্বমোট ১৫০০/= টাকা দেন এবং বলেন, তোমার ১০ কাঠা জমি আমি এর বিনিময়ে কিনে নিলাম। কিন্তু মামা আজও জমি রেজিষ্ট্রি করে নেননি। আমরা সে জমিটি মামার নিকট হ'তে দখলে নিয়েছি। ১৫০০/= টাকাও ফেরত দেইনি। আমার আব্বা ইতিমধ্যে ইন্তেকাল করেছেন। প্রশ্ন হ'ল আমার আব্বা কি এখন মামার নিকটে ঋণগ্রস্ত আছেন? আমাদের করণীয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মনযুর রহমান
পশ্চিম দৌলতপুর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্যান্য খালাদের ন্যায় চার বিঘা জমি প্রশ্নকারীর

মাকে বুঝিয়ে দেওয়া মামার কর্তব্য। বুঝিয়ে না দিলে তিনি দায়ী থাকবেন। এক্ষণে এই চার বিঘা জমি হ'তে প্রশ্নকারীর মা-বাবা উভয়ে একমত হয়ে ১৫০০/= টাকার বিনিময়ে ১০ কাঠা জমি মামার নিকটে মৌখিকভাবে বিক্রি করলেও তা শারঈ বিধান অনুযায়ী বিক্রি হয়ে গেছে। যদিও তা এখনো রেজিষ্ট্রি হয়নি। উক্ত বিক্রিত সম্পত্তি মামাকে বুঝিয়ে না দিলে প্রশ্নকারীর মা-বাবা উভয়ই দায়ী থাকবেন।

প্রশ্নঃ (৬/১২৬)ঃ মহিলাদেরকে ফরয ছালাতে ইক্বামত দিতে হবে কি?

-শহীদুল্লাহ বিন আযমতুল্লাহ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইক্বামতের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহিলাদের ইক্বামত না দেওয়ার ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ দলীল পাওয়া যায় না। যে বর্ণনাগুলি এসেছে সেগুলির সনদ যঈফ। সুতরাং মহিলাদের ইক্বামত দানে কোন বাধা নেই *(রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/২২৩ পৃঃ)*। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মহিলাদের আযান ও ইক্বামত দিতে হবে কি? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে এ প্রশ্ন করা হ'লে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি কি কাউকে আল্লাহ্র যিকির থেকে বিরত রাখতে পারি? *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা 'মহিলাদের আযান ও ইক্বামত' অনুচ্ছেদ, ৩৩ নং বাব, হা/৩)*। অতএব ফরয ছালাতে পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও ইক্বামত দিবেন।

প্রশ্নঃ (৭/১২৭)ঃ কোন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে গালি দিলে তার হুকুম কি?

-আহমাদ আলী
ক্ষুদ্রকুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধী। একবার দু'জন মহিলা গানের মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিন্দা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৩৮৬ পৃঃ)*। নবী করীম (ছাঃ)-কে গালি দেওয়ার কারণে জনৈকা দাসীকে তার মালিক হত্যা করেছিল *(আবুদাঊদ, যাদুল মা'আদ ৩/৩৮৬ পৃঃ)*। ইহুদী কা'ব বিন আশরাফ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালি দিত এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী, যাদুল মা'আদ ৩/১৭১)*। তবে এই হুকুম বাস্তবায়ন করবে দেশের সরকার। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়।

প্রশ্নঃ (৮/১২৮)ঃ আযান দেওয়াকালে কাশির কারণে অন্য কেউ অবশিষ্ট আযান সম্পন্ন করলে বৈধ হবে কি?

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ কাশির পরেও আযানের বাকী অংশ পূর্ণ করতে পারলে করবে। আর সম্ভব না হ'লে অপর কোন ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আযানের বাকী অংশ পূর্ণ করতে পারে *(আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান আল-জাবরীন, আহকামুল আযান, পৃঃ ৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯)ঃ কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য অক্ষর প্রতি দশ নেকী রয়েছে বলে জানি, কিন্তু কুরআন শ্রবণকারীর জন্য কি পরিমাণ নেকী রয়েছে জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আযীযুর রহমান
রংপুর।

উত্তরঃ কুরআন শ্রবণকারীর জন্য নির্ধারিত কোন নেকীর হাদীছে উল্লেখ নেই। তবে তার উপর রহমত ও দয়া করা হবে মর্মে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- 'যখন তোমাদের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা নিশ্চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো, এতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে' *(আ'রাফ ২০৪)*। এতদুদ্দেশ্যে ফেরেশতা ও জিনেরা পর্যন্ত কুরআন শ্রবণ করতেন *(জ্বিন ১, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২১১৬ 'কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের মহিমা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৩১)ঃ ইক্বামত দানকারী ব্যক্তি ইক্বামত দেয়া অবস্থায় কথা বললে পুনরায় ইক্বামত দিতে হবে কি?

-নূরুল ইসলাম
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বললে উক্ত কারণে ইক্বামত নষ্ট হবে না। যেমন- মুওয়াযযিন বা ইক্বামতদানকারী ব্যক্তি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে বিপদের সম্মুখীন হ'তে দেখে তাকে সতর্ক করল *(আহকামুল আযান পৃঃ ৪৫)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৩২)ঃ জানাযার ছালাতে লোক কম-বেশী হ'লে মৃত ব্যক্তির উপকার বা ক্ষতি হবে কি?

-হেলালুদ্দীন
মহিষকুণ্ডি, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে অধিক সংখ্যক মুছল্লী হওয়াই মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করল, আর তার জানাযায় এমন চল্লিশজন মুছল্লী অন্য বর্ণনায় একশত জন মুছল্লী শরীক হ'ল যারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করেনি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্পর্কে তাদের সুপারিশ কবুল করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬০ 'জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩৩)ঃ সূরা ফাতিহার কিয়দাংশ বা সম্পূর্ণ পাঠ শেষে কেউ জামা'আতে শরীক হ'লে তাকে ছানা সহ সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, নাকি শুধু সূরা ফাতিহা পড়লে চলবে। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
নারায়ণজোল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে অথবা কিয়দাংশ পাঠ করার পর কেউ জামা'আতে শরীক হ'লে তাকে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। ছানা পড়তে হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৩৪)ঃ মহিলারা নিজ বাড়িতে বা মসজিদে জামা'আত সহকারে অথবা স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদে পুরুষদের জামা'আত শেষে পুরুষ ইমামের মাধ্যমে পৃথক ঈদের জামা'আত করতে পারবে কি?

-রানা
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদের ছালাতে মহিলারা পুরুষদের জামা'আতে শরীক হবে এটিই শরী'আতের বিধান *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪৩১)*। নিজ বাড়ীতে বা মসজিদে মহিলার ইমামতিতে জামা'আত সহকারে মহিলাদের পৃথকভাবে ঈদের ছালাত আদায়ের প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তবে স্থান সংকুলান না হ'লে পুরুষদের জামা'আত শেষে পুরুষদেরকে যে ইমাম ছালাত পড়িয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইমাম মহিলাদেরকে নিয়ে পৃথকভাবে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারেন। আনাস (রাঃ) তাঁর আযাদকৃত গোলাম ইবনু আবী উৎবাকে যাবিয়া নামক স্থানে তার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে ঈদের ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি নির্দেশ মোতাবেক তাকবীর সহ ঈদের ছালাত আদায় করিয়েছিলেন *(বুখারী, ১ম খণ্ড, 'ইদায়নের ছালাত' অধ্যায় 'কারো ঈদের ছালাত ছুটে গেলে সে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৩৬)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে কিভাবে রাখতে হবে? চিৎ করে, নাকি কাত করে?

-এনামুল হক্ব
সিকটা, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে ডান কাতে পশ্চিম দিকে মুখ করে কবরে রাখাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'উভয় জীবনে মানুষের কা'বা হচ্ছে ক্বিবলা' *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/৬৯০)*। আল্লামা ওছায়মিন (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে চিৎ করে রেখে হাত দু'টি বুকের উপর রাখার বিষয়টি আমরা কোন বিদ্বান হ'তে অবগত নই *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৪১২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৩৭)ঃ ঋণগ্রস্ত কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে যাকাত হ'তে তার ঋণ পরিশোধ করা যায় কি?

-আহমাদ
ফাঁসিতলা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির ঋণ যাকাত হ'তে পরিশোধ করা যাবে। কুরআনে বর্ণিত যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি একটি অন্যতম খাত *(তওবা ৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় জনৈক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হ'লে তিনি ছাহাবীগণকে তার প্রতি ছাদাক্বা করতে বলেন *(মুসলিম, ফিক্বহুয যাকাত ২/৮৪৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৩৮)ঃ কুরবানী ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমে নেকী রয়েছে, একথা কি সত্য?

-আব্দুল হাই
গয়ণাকুড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। হাদীছটি হচ্ছে- যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই কুরবানী কি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এটা হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। ছাহাবীগণ বললেন, এতে আমাদের জন্য কি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক লোমে একটি করে নেকী রয়েছে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৪৭৬, হাদীছটি জাল, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৪৭৮)*। তবে মুসলিম উম্মাহ্র উপরে যে কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে তা ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহর রাহে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে 'সুন্নাত' হিসাবে চালু হয়েছে *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৩৯)ঃ শ্রমিককে তার গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই কি পারিশ্রমিক দিতে হবে? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন?

-তাইফুর রহমান
দেবীনগর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা শ্রমিককে গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক প্রদান কর' *(ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/১৪৯৮)*। তবে শ্রমিকের সম্মতিতে পরবর্তীতেও পারিশ্রমিক প্রদান করা যায়।

প্রশ্নঃ (২০/১৪০)ঃ কারো জন্য নির্ধারিত চেয়ারে অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ বসতে পারে কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ অনুমতি ব্যতীত কারো চেয়ারে বসা ঠিক নয়। আবু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যেন কারো অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে এবং কারো বাড়ীতে তার বসার স্থলে না বসে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪৯)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৪১)ঃ কুরবানীর জন্য পূর্ব থেকে রাখা খাসির হঠাৎ এক পায়ের খুর ভেঙ্গে গেছে। এখন উক্ত খাসি দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে কি?

-আব্দুল হালীম
বেলাল বাজার, গোমস্তাপুর
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরবানী না হওয়ার জন্য নবী করীম (ছাঃ) প্রাণীর যেসব দোষ উল্লেখ করেছেন খুর ভেঙ্গে যাওয়া তার অন্তর্ভুক্ত নয়। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তম রূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি যার কানের অগ্রভাগ কাটা, শেষ ভাগ কাটা অথবা যার কান গোলাকারে ছিদ্র হয়েছে বা যে পশুর কান পাশের দিকে কেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৬৩)*। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, 'আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৬৪)*। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কুরবানীতে কি ধরনের পশু হ'তে বেঁচে থাকা উচিৎ? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতের ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু হ'তে বেঁচে থাকা উচিৎ (১) স্পষ্ট খোঁড়া (২) স্পষ্ট কানা (৩) স্পষ্ট রোগী এবং (৪) জীর্ণশীর্ণ *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৬৫)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৪২)ঃ প্রথম স্ত্রী অবাধ্য হ'লে তার অনুমতি ব্যতীত ২য় স্ত্রী গ্রহণ করা যায় কি?

-আবু আব্দুল্লাহ
সফিপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ প্রথম স্ত্রী অবাধ্য হোক আর না হোক ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্ত্রী গ্রহণ করার জন্য শরী'আতে পূর্ব স্ত্রীর কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি সরকার কর্তৃক প্রচলিত নিয়ম মাত্র। এক সাথে হোক বা একাধিক বৈঠকে হোক আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার পসন্দমত চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন *(নিসা ৪)*। মানুষ তার জীবন যাপনের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীর যথাযথ হক্ব আদায়ের শর্তে যেকোন সময়ে চার জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৩/১৪৩)ঃ কোন ঘুষখোর সরকারী কর্মচারীর স্বেচ্ছায় প্রদত্ত টাকা মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা যাবে কি?

-আবুবকর
ক্ষুদ্রকালিকা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদ আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পবিত্র স্থান। যা নির্মাণের জন্য যেমন ওয়াকফ হওয়া যরূরী, তেমনি হালাল অর্থ হওয়াও যরূরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ আল্লাহ্‌র জন্য, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কারো ইবাদত করো না' *(জিন ১৮)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ পবিত্র, পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। অতএব অবৈধভাবে সঞ্চিত অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/১৪৫)ঃ প্রত্যেক ওয়াক্তের আযান দেয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি? মাগরিবের আযান সূর্য ডুবার সাথে সাথে দিতে হবে আর বাকী ওয়াক্তের আযান ওয়াক্তের সময়ের যেকোন অংশে দিলে চলবে এমন বিধান আছে কি? মাগরিবের আযান দিতে দেরী হ'লে মানুষ গালাগালি করে কেন?

-হানযালা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আযানের সময় ছালাতের সময়ের সাথে সম্পর্কিত। ছালাতের সময় হ'লে আযান দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে এটাই শরী'আতের বিধান *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সময়ের প্রথমাংশে ছালাত আদায় করতে বলেছেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬০৬)*। অতএব ছালাতের সময়ের প্রথমাংশে আযান দেয়াই শরী'আত সম্মত। মাগরিবের আযানের সময় যত স্পষ্ট অন্য আযানের সময় এত স্পষ্ট নয়। সেকারণ মাগরিবের আযানে বিলম্ব হ'লে সহজে মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। তবে কারণ বশতঃ মাগরিবের ছালাত দেরী হ'লে আযান দেরী হওয়ায় কোন দোষ নেই। এজন্য গালাগালি করা নিঃসন্দেহে অনুচিত।

প্রশ্নঃ (২৬/১৪৬)ঃ মুরব্বীরা অন্যায় কাজ করলে যুবকেরা যদি তার প্রতিবাদ করে তবে কি বেআদবের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-মুহাম্মাদ আকরাম
কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রেখে মুরব্বীদের অন্যায়ের প্রতিকার করা উচিৎ। এক্ষেত্রে ভয় করা চলবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, তোমরা মানুষকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর' *(মায়েদাহ ৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন অন্যায় প্রত্যক্ষ করে অথচ তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৫৬৪; ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২ 'আদব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অবশ্যই কোন ব্যক্তি যেন হক্ব কথা বলতে মানুষকে ভয় না করে যখন সে হক্ব জানতে পারবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৪৭)ঃ আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনের নিমিত্তে কোন মুসলিম শাসকের পক্ষে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ঘুরে দেখা এবং হিন্দু নেতাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করা বৈধ হবে কি?

-মাহবূবুল হক
৪র্থ বর্ষ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তে সরকার অমুসলিমদের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করতে পারে। তবে তাদের পূজাকে সমর্থন বা সম্মান করার উদ্দেশ্যে নয়। কেননা পূজা শিরকে আকবর বা বড় শিরক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পরস্পরে পুণ্য ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু অন্যায়

ও পাপাচারে পরস্পর সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*। অনুরূপভাবে অমুসলিম নেতাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ও করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিমদের সাথে সাদাচরণ করতেন, তাদের প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। তাদেরকে স্বাগত জানাতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৮৪)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৪৮)ঃ অমুসলিমদেরকে কুরবানীর গোশত দেওয়া যায় কি?

-আরীফুর রহমান
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কুরবানীর গোশত দুঃস্থ, গরীব ও মিসকীনদের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন *(হজ্জ ৩৬)*। অত্র আয়াতে মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য করা হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকেও অমুসলিমদের কুরবানীর গোশত প্রদানে নিষেধের কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং অমুসলিমদেরকে তিনটি কারণে কুরবানীর গোশত দেওয়া যায়। (১) দরিদ্র হিসাবে (২) প্রতিবেশী হিসাবে এবং (৩) তার অন্তরকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে। শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন *(হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ১/৫২১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৪৯)ঃ গরু বা মহিষ সাত ভাগে কুরবানী করা যাবে কি? একজনে কয়টি পশু কুরবানী করতে পারে?

-আসাদুল ইসলাম
বল্লভপুর, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সাতজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করার ছহীহ হাদীছ আছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৮)*। কিন্তু সাত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু বা মহিষ কুরবানী করার কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। বরং এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানীর হাদীছ আছে। আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে নিজের পক্ষ থেকে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করতেন এবং তারা সবাই খেতেন ও খাওয়াতেন *(ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/১১৪২)*। সামর্থ অনুযায়ী একজন ব্যক্তি একাধিক পশু কুরবানী করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে ১০০টি কুরবানী করেছিলেন। এছাড়া প্রতি বৎসর তিনি দু'টি করে খাসি কুরবানী করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৫০)ঃ প্রায় ৩৩ বছর পূর্বে জনৈক ব্যক্তি ১০ শতাংশ জমি ওয়াকফ করে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তিনি মারা যান। সেখানে এক বছর জুম'আর ছালাত হয়। তারপর কিছু লোক মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলে এবং ইমামকে হত্যা করে। এখন সেখানে জুম'আর ছালাত হয় না। জুম'আর ছালাত না হওয়ার কারণে গুনাহ হচ্ছে কি-না এবং যারা মসজিদ ভেঙ্গেছে ও ইমামকে হত্যা করেছে তাদের পরিণতি জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আবূ রায়হান
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ সুস্পষ্ট কারণ ব্যতিরেকে মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা এবং ইমামকে হত্যা করা বড় অপরাধ, যার পরিণাম জাহান্নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২)*। শারঈ কোন সমস্যা না থাকলে এলাকাবাসীর উচিত হবে পুনরায় মসজিদ নির্মাণ করে জুম'আ চালু করা। তবে যদি এলাকাবাসীর পক্ষে উক্ত স্থানে মসজিদ আবাদ সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে উক্ত স্থান বিক্রয় করে অন্যত্র অনুকূল পরিবেশে মসজিদ নির্মাণ করে আবাদ করবে *(মাজমূ'আ ফাতাওয়া, হাইয়াতু কেবারিল ওলামা ২/৫৯৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৫১)ঃ কোন মুসলমান কি হিন্দুদের পূজার দাওয়াতে যেতে পারবে?

-মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম
মল্লিকপাড়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কোন মুসলমানের জন্য হিন্দুদের পূজার দাওয়াত কবুল করা, পূজা উপলক্ষে তৈরী খাবার খাওয়া জায়েয নয়। কেননা এতে শিরকের মত বড় পাপের সাহায্য করা হবে, যা হারাম। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন 'তোমরা পরস্পর ভাল ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করো। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। তবে পূজা-পার্বণ ব্যতীত অন্য উপলক্ষে তাদের সাধারণ নিমন্ত্রণ কবুল করা যাবে। এমনকি তাদের দেওয়া উপঢৌকনও গ্রহণ করা যাবে *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ মীরাট ছাপা; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪ দ্রঃ আত-তাহরীক, মে ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২৮/২৩৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৫২)ঃ ঈদের ছালাতে এক রাক'আত ছুটে গেলে কিভাবে পূর্ণ করতে হবে?

-মুহাম্মাদ আবূ হানীফ
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় অতিরিক্ত তাকবীর সহ অবশিষ্ট এক রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে *(মূল বুখারী ১/১৩৫পৃঃ টীকা-১ দ্রঃ; ফাৎহুল বারী ২/৬০৩)*। অনুরূপভাবে কারো দু'রাক'আত ছুটে গেলেও একই নিয়মে তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৫৩)ঃ আমাদের ১টি পুত্র সন্তান ৫ বছর ৮ মাস বয়সে পানিতে ডুবে মারা যায়। তার মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৬ বছর পূর্বে। অজ্ঞতাবশতঃ আমরা তার আক্বীক্বা দেইনি। কেউ কেউ এখন আক্বীক্বা দিতে বলেন। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদা খাতুন
রানাগাতি, অভয়নগর
যশোর।

উত্তরঃ সন্তান-সন্ততি জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার বিধান শরী'আতে রয়েছে। সপ্তম দিনের পরে ১৪, ২১ বা সারা জীবনে হ'লেও আক্বীক্বা দিতে হবে মর্মে বর্ণিত

হাদীছগুলি যঈফ *(ইরওয়া হা/১১৭০)*। ৭ম দিনে আক্বীক্বা করা সম্ভব না হ'লে উক্ত সন্তানের আর আক্বীক্বার প্রয়োজন নেই। বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমাদের কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে একটি বকরী যবেহ করত এবং এর রক্ত নিয়ে শিশুর মাথায় মালিশ করে দিত। কিন্তু ইসলাম আসার পর শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আমরা একটি বকরী যবেহ করি, শিশুর মাথার চুল কামিয়ে দেই এবং তার মাথায় জাফরান মালিশ করি *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৮ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। অন্য হাদীছে রয়েছে পুত্র সন্তান হ'লে দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তান হ'লে একটি ছাগল ৭ম দিনে আক্বীক্বা দিতে হবে *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪১৫২, ৫৭ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৫৪)ঃ পিতা যদি সূদী ব্যাংকে চাকুরী করেন এবং পিতার মাসিক বেতন হ'তে পুত্রের লেখাপড়া সহ যাবতীয় খরচ দিয়ে থাকেন, তবে কি পুত্র গোনাহগার হবে?

-আখতার
সরকারী আযীযুল হক কলেজ
বগুড়া।

উত্তরঃ সূদী লেন-দেন হ'তে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সূদ প্রদানকারী, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন। তিনি আরো বলেন, পাপে তারা সবাই সমান *(মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ; মীরাট ছাপা, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে কাউকে সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি দাতা' *(মায়েদাহ ২)*। এক্ষণে পিতার উচিত হবে হালাল রুযী অনুসন্ধান করা। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় পুত্রের কোন পাপ হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪)*। তবে পুত্র উপার্জনক্ষম হ'লে তার জন্য পিতার অবৈধ রোজগার খাওয়া জায়েয হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৫৫)ঃ যাকাত, ওশর, ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মসজিদের জায়গা ক্রয়, মেরামত ও সংস্কার এবং ইমাম-মুওয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ দলীলুদ্দীন
নোনাগ্রাম, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উপরোল্লিখিত অর্থ মসজিদের কোন কাজে লাগানো যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাতের জন্য যেসব খাত উল্লেখ করেছেন মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(আরকানুল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৬৮, পৃঃ ৪৩১)*। তবে ইমাম, মুওয়াযযিন গরীব হ'লে তাদেরকে দেওয়া যাবে। কিন্তু বেতন হিসাবে নয়। ইমাম-মুওয়ায্যিন হচ্ছেন সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের দায়-দায়িত্ব সমাজের উপর ন্যস্ত। সুতরাং সমাজের লোকদের উচিৎ সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মানজনক ভাতা বা বেতনের ব্যবস্থা করা *(আবূদাঊদ হা/৩৫৮৮, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৫৬)ঃ আমাদের এলাকায় ঈদের ছালাত ১২ তাকবীরে না হয়ে ৬ তাকবীরে হয়। আমরা জেনে শুনেও কি ৬ তাকবীরে ছালাত আদায় করব, না বিরত থাকব?

-আশরাফ আলী
ইয়াম্বু, আহ্-ছানাইয়া
সঊদী আরব।

উত্তরঃ ঈদায়নের ১২ তাকবীর সম্বলিত হাদীছগুলি ছহীহ। সুতরাং ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত *(তিরমিযী ১/৭০ পৃঃ; মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ; ইরওয়া ৩/১১১-১৩ পৃঃ)*। সেকারণ ১২ তাকবীরে ছালাত হয় এমন জামা'আতে শরীক হওয়া যরূরী। তবে সম্ভব না হ'লে ৬ তাকবীরের জামা'আতেই শরীক হবে। কোন অবস্থাতেই জামা'আত থেকে বিরত থাকা ঠিক হবে না। কারণ ছালাতের ভুলের জন্য ইমাম দায়ী, মুক্তাদী নয় *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৫৭)ঃ শুক্রবার ঠিক দ্বিপ্রহরে (নিষিদ্ধ সময়ে) সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ নয় মর্মে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
বাঁশদহ বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শুক্রবার দ্বি-প্রহরে সুন্নাত-নফল ছালাত আদায় নিষিদ্ধ নয়। কেননা মুছল্লী জুম'আর খুৎবার পূর্ব পর্যন্ত একটানা সুন্নাত ছালাত আদায় করতে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮১, ১৩৮২)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ আমার এক জোড়া পাতলা মোযা রয়েছে এবং নীচে সামান্য ছিঁড়ে গেছে। এমতাবস্থায় এই পাতলা ও ছেঁড়া মোযার উপর মাসাহ করা যাবে কি? মোযার উপর মাসাহ-এর পদ্ধতি কি হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহমাদ আলী
মালিটোলা, ঢাকা।

উত্তরঃ মোযা মোটা, পাতলা বা সামান্য ছেঁড়া হ'লেও মাসাহ করা যাবে *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৩; মির'আত হা/৫১৯-এর ব্যাখ্যা ২/২১২ পৃঃ, 'মোযার উপরে মাসাহ' অনুচ্ছেদ)*। নিয়ম হচ্ছে, ওযূ করে পায়ে মোযা পরতে হবে। অতঃপর নতুন ওযূর সময় মোযার উপরিভাগে হাতের ভিজা আঙ্গুল দ্বারা পায়ের উপরের পাতা হ'তে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮)*। মুক্বীম অবস্থায় ১ দিন ১ রাত ও মুসাফির অবস্থায় ৩ দিন ৩ রাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা যাবে *(মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০; 'মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৫৯)ঃ জনৈক বক্তা বললেন, যেকোন একটি মাযহাব মানা যরূরী, এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আবূ নু'মান
হাসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ নির্দিষ্টভাবে কোন একটি মাযহাব মান্য করা যরূরী নয়; বরং সর্বাবস্থায় নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে হবে। শরী'আত বুঝতে অক্ষম হ'লে আলেমগণের নিকট থেকে প্রমাণ সহকারে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন 'তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ৪৩-৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ অনেক বক্তাকে দেখা যায় ভূমিকার পর শ্রুতামণ্ডলীকে সালাম দেন। এরূপ সালাম দেওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-মুফীদুল ইসলাম
রুদ্রশ্বর, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ বক্তৃতা আরম্ভ করার পূর্বে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বক্তার সালাম দেওয়া উচিৎ। বক্তৃতার মাঝে সালাম দেওয়ার শরী'আত বিরোধী আমল। ইবনু সুন্নী হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি সালামের পূর্বে কথা বললে তোমরা তার উত্তর দিয়ো না *(যাদুল মা'আদ ২/৪১৫ পৃঃ)*।

লেখকদের প্রতি আরয!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্য অঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক 'আত-তাহরীক' সনেঃ সনেঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। সে কারণে বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্যিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্‌হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।

৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

এনায়েত হার্ডওয়ার ষ্টোর্স গৃহ নির্মাণ'র নতুন সংযোজন

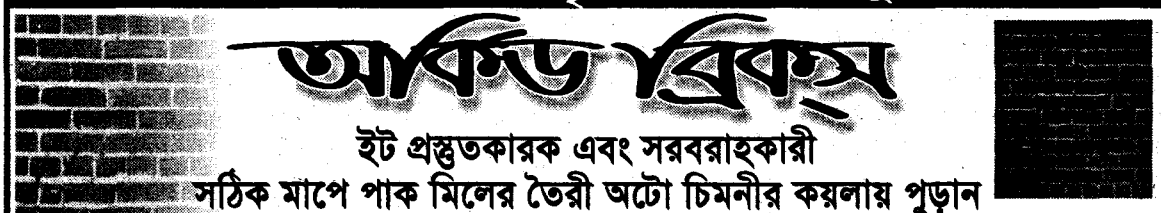

ইট প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী
সঠিক মাপে পাক মিলের তৈরী অটো চিমনীর কয়লায় পুড়ান

অর্কিড ব্রিকস্ বিক্রয় কেন্দ্র
কদম শহর (দামকুড়া হাটের উত্তরে)
মোবাইল ঃ ০১৭১-৪৭৮৮৬৪
০১৭১-৩৪২৪০৭

যোগাযোগ ঃ
এনায়েত হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
মালোপাড়া, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭৪৩৮০, মোবাইল-০১৭১-৪১৫২১২
বাথ্ ফ্যাশন ট্রেডিং কর্পোরেশন
রাজার হাতা, লোকনাথ স্কুলের উত্তরে
ফোনঃ ৭৭৩২৮০, মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৬৩৬৩